জয়ন্ত দেবনাথ

সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা



সন্ত্রাসক্রান্ত ত্রিপুরা

জয়ন্ত দেবনাথ

দৈনিক সংবাদ
পাবলিশার্স
আগরতলা, ত্রিপুরা

সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা

SANTRASKLANTA TRIPURA
First Edition Agartala Book Fair 2001, Agartala.

প্রচ্ছদ	ঃ	অপরেশ পাল
স্থির চিত্র	ঃ	সুমন দেবরায়
বর্ণ সংস্থাপন	ঃ	পি-টেক, তেলিয়ামুড়া
মূল্য	ঃ	২২০ টাকা
মুদ্রক	ঃ	ইমপ্রিন্ট অফ্‌সেট প্রেস, আগরতলা
প্রকাশক	ঃ	দৈনিক সংবাদ পাবলিশার্স, আগরতলা

ত্রিপুরার সংবাদপত্র জগতের একদা প্রাণপুরুষ



প্রয়াত ভূপেন দত্তভৌমিক
স্মরণীয়েষু

"....সব বদ লক্ষ্যেরই আগে একটা করে ভালো ভালো কথামালার সুবচনী বা প্রস্তাবনা থাকে যা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনা বা প্রিয়ামবলের মধ্যেও রয়েছে। কিন্তু ভেতরে রয়েছে হাজারো হাজারো বিভাজনের উৎস। আর তারই সূত্র ধরে আজ সারা দেশে চলছে সংঘাত, সংঘর্ষ, জ্বলছে অনৈক্যের আগুন।
এ দেশের সংবিধান রচনার ফাউণ্ডিং ফাদারবৃন্দের উদ্দেশ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্মান জানিয়েই বলতে হয় যে তাদের মধ্যে কেউই রাজা রামমোহন রায়, স্বামী বিবেকানন্দ, বা মহাত্মা গান্ধীর মানসিকতার লোক ছিলেন না, এদের সিংহভাগ ছিলেন বিলিতি ব্যারিষ্টার। ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের সৃষ্টি ইত্যাদিকে তারা দেখেছেন তাদের নিজস্ব ভেদ বুদ্ধির চিন্তাধারা থেকে এবং তদানীন্তন সময়ের রাজনীতির প্রয়োজনের দিক থেকে। একশ বছর বা পাঁচশ বছরের চিন্তাকে সামনে রেখে নয়।
লিমিটেড পারপাস পলিটিক্যাল নিড থেকে রচিত হয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম জোড়াতালি দেয়া পরস্পর বিরোধী ধারাযুক্ত ভারতীয় সংবিধান যার প্রিয়ামবল বা প্রস্তাবনার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ অনুচ্ছেদের মিল নেই। প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে উই দ্য পিপল অফ্ ইণ্ডিয়া আর ভেতরে সেই ইণ্ডিয়ান পিপলকে ভাগ করা হয়েছে নানান কাষ্ট ও ক্রিডে। তপশীলভূক্তি জাতি, তপশীলভূক্ত উপজাতি এবং পশ্চাদপদ জাতি হিসাবে। তারপরে আবার তার বিভাজন করা হয়েছে ধর্মে ধর্মে। ওখানে আর উই বলতে সারা ভারতের বা মহাভারতের মানুষ নয়, মহাভারতীয় নয়। ওখানে বিভক্ত সম্প্রদায় বর্ণ ও ধর্মগত পরিচয়ে চিহ্নিত মানুষ।
উপরিউক্ত কথাগুলি বলার অর্থ এই জন্য যে, আমরা যারা আজ ত্রিপুরায় বাস করছি তারা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমাদের সংবিধানের তথাকথিত ফাউন্ডিং-ফাদারবৃন্দ কি বিষবৃক্ষ রোপণ করে গেছেন আমাদের কল্যাণের নামে....."

ভূপেন দত্ত ভৌমিক
১৬ জানুয়ারি ১৯৯২

লেখকের কথা

শুধু ত্রিপুরা, উত্তর-পূর্বাঞ্চল কিংবা ভারতবর্ষে নয়, গোটা দুনিয়াতেই আজ সন্ত্রাসবাদিদের কালো হাতের থাবা ক্রমেই প্রসারিত হচ্ছে। কোথাও কম, কোথাও বেশি, অবশ্য এর এক এক জায়গার ধরন, কারণ ও সম্প্রসারণ এক এক রকম। কোথাও রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ, কোথাও বিদেশি মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ; কোথাও 'ইনসারজেন্ট টেররিজম' অর্থাৎ নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নির্দিষ্ট কোনও জন-জাতি গোষ্ঠীর সশস্ত্র সংগ্রাম। যেমন, ত্রিপুরায় একাংশ উপজাতির মানুষের স্বাধীন ত্রিপুরার দাবিতে অনুপজাতিদের বিতারণের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রাম।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের অবস্থাও অনেকটা একই রকম। সম্ভবত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদি সংগঠনগুলির মদত পেয়ে ত্রিপুরা সহ গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপই আজ ক্রমে একটা আন্তর্জাতিক রূপ পাচ্ছে।

বলা হয়ে থাকে নাগাল্যান্ডের সন্ত্রাসবাদ (নাগা ইনসারজেন্সি) হল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে পুরানো। এ জেড ফিজোর নাগা ন্যাশন্যাল কাউন্সিল (এন এন সি)-এর জন্ম ১৯৪৬ সালে। স্বাধীন নাগাল্যান্ডের দাবিতে শুরু হয়েছিল এই সশস্ত্র সংগ্রাম, যা দেশের স্বাধীনতার ৫৩ বছর পর আজও অব্যাহত।

নাগা সন্ত্রাসবাদিদের হাত ধরেই ক্রমে ক্রমে গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিতেও আজ ছড়িয়ে পড়েছে এই বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা। যা আজ নাগাল্যান্ড ছাড়াও আসাম, ত্রিপুরা, মণিপুরের সার্বিক পরিস্থিতিকে বিষিয়ে তুলছে। হত্যা, অপহরণ, লুটপাট আজ এ অঞ্চলের নিত্য দিনের ঘটনা। সন্ধ্যার পর মানুষ ঘর থেকে বেরোতে সাহস পান না। শত শত স্কুল, সরকারি অফিসে আজ তালা ঝুলছে। কিন্তু সকলেই যেন অসহায়। যেন আরও বেশি মাত্রায় বিষিয়ে তোলার সবরকম ষড়যন্ত্র চলছে।

কিন্তু কেন ? কি কারণে আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই অবস্থা, কেন সন্ত্রাসবাদই হল আজ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একমাত্র পরিচয় ? কার পাপের প্রায়শ্চিত্তের ফল ত্রিপুরা সহ এই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ, কি তার সমাধান ? এসমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই গত এক দশক ধরে তথ্যানুসন্ধানের পর ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ, সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ, তার কারণ এবং সমাধানের পথের বাস্তব অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে 'সন্ত্রাসক্রান্ত ত্রিপুরা' গ্রন্থটিতে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের সঙ্গে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের একটা যোগসূত্র রয়েছে। তাই ত্রিপুরা ছাড়াও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে তৎপর সন্ত্রাসবাদি সংগঠনগুলি সম্পর্কেও পাঠকদের একটা ধারণা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এরাজ্যে ক'টি সন্ত্রাসবাদি সংগঠন তৎপর, কি তাদের দাবি, কে তাদের নেতা, কোথা থেকে তারা অস্ত্র পাচ্ছে, কোথায় চলছে প্রশিক্ষণ, আন্তর্জাতিকচক্রীরা কীভাবে সক্রিয়– এসবেরই বিস্তৃত ও প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এই বইটিতে।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ নিয়ে ইতিমধ্যেই অনেক বই প্রকাশিত হয়েছে। এমনকি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রতিটি রাজ্যের সন্ত্রাসবাদ নিয়েও বাজারে অনেক বই পাওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ নিয়ে গবেষণাধর্মী কোনও বই চোখে পড়ে কম। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলির সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ সম্পর্কে লেখা কোনও কোনও গ্রন্থে অবশ্য ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু কিছু মন্তব্য রয়েছে। কিন্তু পৃথকভাবে ত্রিপুরার ওপর গবেষণাধর্মী উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কদাচিৎ চোখে পড়ে। বাংলা ভাষায়তো একেবারেই নেই।

ত্রিপুরা সহ দেশের অধিকাংশ বাংলাভাষী অঞ্চলের লোকই ত্রিপুরার ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ সম্পর্কে জানতে চান। কিন্তু প্রথমত ভাষা সমস্যার কারণে এবং দ্বিতীয়ত সমস্যার মূলে গিয়ে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদের কারণ খুঁজে তার সমাধানের পথ দেখাতে সরকারি কিংবা বেসরকারি পর্যায়ে বাস্তবভিত্তিক কোনও উদ্যোগের ব্যর্থতায় এই কাজটা হয়ে ওঠেনি। তাই ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রের (দৈনিক সংবাদ) একজন সাংবাদিক হিসাবে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ ও তার সমাধানের পথ খুঁজতেই এই দুঃসাহসিক প্রয়াস।

আমি গত এক দশক ধরে দৈনিক সংবাদ-এর ইনসারজেন্সি বিট-এ কাজ করছি। এই সুবাদে বিভিন্ন সময়ে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন ধরণের মানুষ, কখনও সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষে, কখনও সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ দমনে নিয়োজিত রাজ্য ও বিভিন্ন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর পদস্থ অফিসার জওয়ান ও সর্বোপরি সন্ত্রাসবাদিদের হামলার শিকার জাতি-উপজাতির বিপন্ন মানুষের কাছে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এই অভিজ্ঞতা সন্ত্রাসবাদের নামে রাজ্যে ক্রমবর্দ্ধমান নৃশংশ খুন, অপহরণ, লুটপাট ইত্যাদি বিপন্ন মানবিকতার ঘটমান কার্যাবলী রচনায় এবং বিশ্লেষণে সহায়ক হয়েছে।

আমার স্কুল জীবন পার্বত্য ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রামে (তেলিয়ামুড়ায়) কাটানোর সৌভাগ্য হওয়ায় গ্রাম ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মানুষকে ছোটবেলা থেকেই খুব কাছে থেকে দেখবার সুযোগ হয়। সুযোগ হয় ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গাও খুব কাছে থেকে দেখার। দাঙ্গার বহ্নিশিখায় আমার নিজের পৈত্রিক বাড়িও পুড়ে ছাড়খার হয়। শত শত বিপন্ন মানুষের বাঁচার আর্তি তখন গ্রাম ত্রিপুরার আকাশ-বাতাসকে কীভাবে ভারি করে তুলেছিল নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচ্য বইটিতে তাও বর্ণনার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। প্রয়াস নেওয়া হয়েছে এমন কিছু প্রামাণ্য দলিল ও ফটোগ্রাফের প্রোফাইল উপহার দেওয়া যেগুলির মধ্য থেকে ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের ধরন-ধারণ ও বিপন্নতার একটা আলোকচিত্র বেড়িয়ে আসে।

কাল বিশাল, অনন্ত কালকে ধরে রাখাই ইতিহাসের কাজ। ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদের যে ধারা চলছে তার অন্তত কিছুটা এই গ্রন্থের পরিধিতে ধরে রাখার ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই প্রয়াস। কিন্তু কতটা পেরেছি জানি না। সেই বিচারের ভার রবং শুভানুধ্যায়ী পাঠকবর্গের হাতেই ছেড়ে দিলাম।

জয়ন্ত দেবনাথ

কৃতজ্ঞতা

'সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা' – আমার একার পরিশ্রমের ফসল নয়, গোটা ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপে উদ্ভুত বিপন্ন মানবতার পাশে দণ্ডায়মান সরকারি বেসরকারি বহুলোকের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল 'সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা'- শীর্ষক বইটি। রাজ্য ও বহি:রাজ্যের গবেষণামূলক সংশ্লিষ্ট বহু পুস্তক, বহুজনের সাক্ষাৎকার সর্বোপরি বিপন্ন মানুষের মনের কথার সম্মিলিত রূপ বলা চলে বইটি। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে সন্ত্রাসবাদি সংগঠন সমূহের বহু নেতা ও সদস্যের কাছ থেকেও বহু তথ্য পেয়েছি। নানা কারণেই সবার নাম এখানে উল্লেখ করতে পারছি না।

গত এক দশক ধরেই ত্রিপুরার বিপন্ন মানবতার ঘটমান অগোছালো রূপটিকে একসঙ্গে গ্রন্থনার প্রয়াস ছিল। প্রথিতযশা সাংবাদিক ও দৈনিক সংবাদের সম্পাদক তথা ত্রিপুরার সংবাদপত্র জগতের প্রাণপুরুষ স্বর্গীয় ভূপেন দত্ত ভৌমিকের ইচ্ছা অনুযায়ীই প্রথম এই দু:সাহসিক কর্মকাণ্ডের শুভ সূচনা। কিন্তু ১৯৯৭ সালের ৯ সেপ্টেম্বর সম্পাদকের অকাল প্রয়াণে মাঝপথে এর কাজে ভাটা পড়ে যায়। তাই আরও আগে প্রকাশের ইচ্ছা থাকলেও তা হয়ে ওঠেনি।

একদিকে সংশ্লিষ্ট তথ্যের অভাব অন্যদিকে অন্য পাঁচটি কাজের ফাঁকে, প্রাপ্ত তথ্যকে একসঙ্গে গ্রন্থনায় সময়ের অভাবেও কিছুটা বিলম্ব ঘটে। তাই তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে অল্পবিস্তর ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। এজন্যে সুধী পাঠকবৃন্দের কাছে অবশ্যই ক্ষমাপ্রার্থী।

বইটির গ্রন্থনার ব্যাপারে অনেক তথ্য সংগ্রহে যেমন যারপরনাই অসুবিধায় পড়তে হয়েছে আবার বেশ কিছু তথ্য ছিল অনায়াসলব্ধ। বিশেষত অর্থনৈতিক পশ্চাদপদ ও ত্রিপুরার সংকট বিষয়ে ড: জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ - ত্রিপুরার জনজীবনে নবচেতনার সঞ্চার, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা – শীর্ষক লেখাটি সত্যিই আমাকে সাহায্য করেছে। একই রকমভাবে ত্রিপুরাসহ গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলে "প্রক্সি ওয়ার চলছে"– শীর্ষক সাংবাদিক মানস পালের লেখা প্রবন্ধটিও খুব সহায়ক হয়েছে।

ত্রিপুরা পুলিশের বিশেষ শাখা (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) থেকে প্রাপ্ত বহু ধৃত বৈরির জবানবন্দির রিপোর্টসহ রাজ্যে বৈরি কার্যকলাপের ধারাবাহিক ঘটনাসমূহের পত্রিকায় প্রকাশিত বিশ্লেষণাত্মক রিপোর্ট থেকেও উপকৃত হয়েছি। একইভাবে সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ দমনে রাজ্যে মোতায়েন আসাম রাইফেলস্ – এর সদর দপ্তর প্রধান ব্রিগেডিয়ার বি

কে পানোয়ার, সি আর পি এফ–এর রাজ্য প্রধান (আই জি) জজ সি পুদিপাড়া, প্রমুখদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট বহু তথ্য ও উপদেশও কাজে এসেছে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ উন্নয়ন বিশেষত উপজাতি এলাকার উন্নয়ন বিষয়ে রাজ্য উপজাতি দপ্তরের সাহায্যও উল্লেখ করার মতো।

পক্ষান্তরে, ত্রিপুরার জনসংখ্যার তথ্য সংগ্রহে রাজ্য জনগণনা দপ্তর প্রধান কে ডি নাথ -এর সহযোগিতার কথাও উল্লেখনীয়। গোটা বইটির গ্রন্থনার পর আনুপূর্বিক আইনি বিচার বিশ্লেষণের ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন ত্রিপুরার বিশিষ্ট দুই আইনজীবী দিলীপ সরকার ও অরুণকান্তি ভৌমিক।

বইটির যাবতীয় ইংরেজি তথ্যের বঙ্গানুবাদ করেছেন আমার সহকর্মী নিবেদিতা দাম। শুধু বঙ্গানুবাদই নয়, বইটির ইংরেজি গ্রন্থনার ব্যাপারেও তার সহযোগিতার কথা ভোলার নয়। তাছাড়া বইটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন আমার বন্ধুবর সহকর্মী সাংবাদিক নারায়ণ পাটারি।

শুধু তথ্যকে এক সঙ্গে করলেই বই লেখা হয়ে যায় না। তাকে মুদ্রণ উপযোগীও করতে হয়। বর্ণ সংস্থাপনের এই কাজটিও কম জটিল ও পরিশ্রমেব নয়। বর্ণ সংস্থাপন (ডি টি পি) -এর এই কাজে সহযোগিতাব ব্যাপারে প্রথমেই উল্লেখ কবতে হয় তেলিয়ামুড়াস্থিত পি-টেক কম্পিউটারের কর্মীবৃন্দের কথা। সংস্থাব কর্ণধাব আমার অনুজ ভ্রাতা প্রশান্ত ও বোন নমিতা, ভাগিনেয়ী হিমানীর সাহায্যের কথাও সত্যিই ভুলতে পারব না। ভুলতে পারব না আমার অফিসের সহকর্মী মাধবানন্দ গোস্বামি, দিলীপ দে ও ত্রিপুবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী রণজিৎ দেবরায়-এব কথা।

সর্বোপরি বলতে হয় দৈনিক সংবাদ ও ভূপেন দত্ত ভৌমিক ট্রাস্ট কর্তৃপক্ষেব সহযোগিতাব কথা। তারা সহযোগিতার মন নিয়ে এগিয়ে এসেছেন বলেই বইটির ছাপার কাজটি এত সহজ ও তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়েছে। গ্রন্থনাটিকে বই - এর রূপ দিতে যিনি প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যেও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন কলকাতা'ব সেই সুবিখ্যাত লেখক ও প্রবীণ সাংবাদিক মুকুল গুহ-এর অবদানও অনস্বিকার্য। এজন্যে আমি তাদের কাছে সত্যিই ঋণী হয়ে থাকব।

জয়ন্ত দেবনাথ

প্রস্তাবনা

সমস্ত পৃথিবী আজ সন্ত্রাসবাদের বিভীষিকায় কম্পিত। বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাসবাদ বিভিন্ন স্থানে শান্তি, শৃঙ্খলা, সম্প্রীতি ও জনজীবন বিঘ্নিত করছে। এদের পরিচালক মুষ্টিমেয় কয়েকজন, তাদের প্রচার ও প্রসার নির্ভর করছে জনসমর্থন ও আর্থিক আনুকুল্যের উপর। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন। কারণ এদের উৎস ও বিস্তৃতি জানতে না পারলে ওদের উৎখাত করা অসম্ভব।

বিভিন্ন আঞ্চলিক সন্ত্রাসবাদ নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের উৎস, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে গবেষণামূলক একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন অগ্রিমসারির সাংবাদিক ও লেখক জয়ন্ত দেবনাথ। শ্রী দেবনাথ সাংবাদিকই শুধু নয়, গবেষকও বটে।

ত্রিপুরার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় বর্তমানের আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাতাবরণ যে অস্থিরতার জন্ম দিয়েছে এবং দিচ্ছে, সেই বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য ও তত্ত্বের সংমিশ্রণে তার এই গ্রন্থটি নতুন মাত্রা পেয়েছে। তাই গ্রন্থটির নামকরণ হয়েছে - সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুরা। গ্রন্থটির নামকরণই যথেষ্ট অর্থবহ। কেন আজ অরণ্যদুহিতা ত্রিপুরার জাতিজীবন বিপর্যস্ত এবং সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যহত তার একটা সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এই পুস্তকে রয়েছে।

গভীর তথ্য ও গবেষণামূলক 'সন্ত্রাসক্লান্ত ত্রিপুবা' নামক পুস্তকখানি প্রকাশ করতে পেরে ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাষ্ট জনসাধারণের প্রতি বিশেষ করে ত্রিপুরা ও সংলগ্ন ভাষাভাষি রাজ্যগুলির কাছে তাব দায়বদ্ধতা প্রকাশ করছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশের মধ্য দিয়েই আমাদের তৃতীয় ইউনিটের (দৈনিক সংবাদ পাবলিশার্স) জন্ম, যা দৈনিক সংবাদ পত্রিকা ও ইমপ্রিণ্টকে প্রভাবিত করবে। গবেষণামূলক পুস্তক প্রকাশে আমরা ভবিষ্যতে আরও উদ্যোগ নেওয়ার কথা ভেবেছি। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করছে পাঠক পাঠিকা ও জনসমর্থনের উপর।

ডঃ হরেকৃষ্ণ সাহারায়
বার-অ্যাট-ল, কলকাতা হাইকোর্ট
চেয়ারম্যান, ভূপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত ভৌমিক ট্রাস্ট

সূচিপত্র

ত্রিপুরা

তিনদিকে বাংলাদেশ বেষ্টিত উত্তর-পূর্ব ভারতের এক ক্ষুদ্র পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। রাজ্যের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে বাংলাদেশ। দেশের মূল অংশের সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ সড়কপথে আসামের কাছার জেলার মধ্য দিয়ে এবং মিজোরামের আইজল হয়ে।

রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান ২২° ৫৬′ - ২৪° ৩২′ উত্তর অক্ষাংশ। এবং ৯০° ০৯′ ৯২° ১০′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। দৈর্ঘ্যে উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৮৪ কিমি এবং প্রস্থে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ১১৩ কিমি। মোট আয়তন ১০,৪৯২ বর্গ কিমি। ত্রিপুরা ভারতের তৃতীয় ক্ষুদ্রতম রাজ্য। বাংলাদেশের সঙ্গে রাজ্যের সীমান্ত ৮৩৯ কিমি। আসামের কাছার ও মিজোরামের সঙ্গে ত্রিপুরার আন্তঃরাজ্য সীমান্ত যথাক্রমে ৫৩ কিমি ও ১০৯ কিমি।

'ত্রিপুরা' নামের উৎস একটি দীর্ঘ বিতর্কিত বিষয়। 'রাজমালা' অনুসারে, ত্রিপুর নামে কোনও এক রাজা কোনও এককালে এখানে রাজত্ব করেছেন। তাই তার নামেই রাজ্যের নামকরণ হয়েছে ত্রিপুরা। কিন্তু ইতিহাসবিদ্ ও গবেষকরা এ-তথ্যের সারবত্তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন। অনেক ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা বলেন, রাজা ত্রিপুর একটি কাল্পনিক চরিত্র এবং এই তথ্যের পেছনে কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই।

অনেক গবেষক বলেন, ত্রিপুরা শব্দটি দুটি ভিন্ন অর্থপূর্ণ শব্দের সংযোগে উৎপন্ন হয়েছে। কারণ শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায় তুই+প্রা! 'তুই' অর্থ জল এবং প্রা অর্থ কাছেই; এবং ত্রিপুরা শব্দে এ বার্তাই ঘোষিত হয়েছে যে অঞ্চলটি জলসম্পদ সন্নিহিত। মানানসই এই সিদ্ধান্ত আপাতগ্রাহ্য বটে, কারণ ত্রিপুরার পার্বত্য অধিবাসিরা চিরকাল এবং আজও তিপ্রা হিসাবেই পরিচিত।

'রাজমালা' ব্যতীত ত্রিপুরার অন্য তেমন কোনও ঐতিহাসিক দলিল নেই। 'রাজমালা' ত্রিপুরাধিপতি রাজন্যবর্গের ধারাবাহিক ইতিহাস।

'রাজমালা' অনুসারে, প্রাচীন ত্রিপুরার রাজারা 'ফা' পদবি, অর্থে 'পিতা' নামে পরিচিত ছিলেন। চতুর্দ্দশ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার শাসকরা ত্রিপুরার রাজন্যবর্গকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, এমন উল্লেখ রয়েছে।

ত্রিপুরার আধুনিক যুগের সূচনা উনবিংশ শতাব্দিতে, যখন ভারতে বৃটিশ প্রশাসনের ধাঁচে মহারাজ বীরচন্দ্র মানিক্যবাহাদুর আমুল সংস্কারের মাধ্যমে এক নূতন প্রশাসনিক

পরিকাঠামো গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ অবধি তার উত্তরপুরুষেরা ত্রিপুরা শাসন করেছেন। ১৩ আগষ্ট, ১৯৪৭-এ ভারত যুক্তরাষ্ট্রের 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরা বিধিবদ্ধ হয়। টেরিটোরিয়াল অ্যাক্ট ১৯৫৬ অনুসারে ১৫ আগষ্ট ১৯৫৬-এ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গড়ে ওঠে ত্রিপুরা টেরিটোরিয়াল কাউন্সিল। ১ জুলাই, ১৯৬৩-তে ত্রিপুরা কেন্দ্রশাসিত রাজ্যে এবং ২১ জানুয়ারি ১৯৭২-এ ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্যাদা লাভ করে।

ত্রিপুরা মূলত পূর্বাঞ্চল-এর অংশ বিশেষ। পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্টের সমগোত্রীয় এই রাজ্যের প্রকৃতি। ভৌগোলিক অবস্থান বিচারে সমগ্র অঞ্চলটি নাতি উচ্চ ভঙ্গিল পর্বত লুসাই বা মিজো পর্বতের নিম্নবর্গীয় সমতল ভূমি অঞ্চলকে নিয়েই গঠিত হয়েছে। নদীবাহিত ঝিনুক, বালি, পলিমাটি গঠিত সুর্মা ভ্যালির অংশবিশেষ ত্রিপুরা।

ত্রিপুরার উত্তর থেকে দক্ষিণে ৬টি উল্লেখযোগ্য সমান্তরাল পর্বত শ্রেণী কমবেশি ২০ কিমি পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রেখে গড়ে উঠেছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমবাহী প্রধান শৃঙ্গগুলির নাম (১) জম্পুই; (২)শাখানতাং; (৩) লংতরাই; (৪) আঠারোমুড়া ; (৫) সরদং এবং (৬) বড়মুড়া। অন্যান্য গিরিশৃঙ্গের মধ্যে দেবতামুড়া, বাতচাই, বেলকম এবং কালাঝারি উল্লেখযোগ্য। যত পূর্ব দিকে যাওয়া যায় এই শৃঙ্গগুলি এবং এদের অন্তর্বর্তী উপত্যকা অঞ্চলগুলির উচ্চতার ক্রমশ বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

এই সব গিরিশৃঙ্গের অনেকটাই বহুদূর থেকে চোখে পড়ার মত উচ্চতা বিশিষ্ট। উল্লেখযোগ্যগুলি হল বেতলিং শিব (জম্পুই পর্বতশ্রেণী); সাইসুংমুড়া, দেবতামুড়া, বড়মুড়া, (দেবতামুড়া পর্বতশ্রেণী), জারিমুড়া,আঠারোমুড়া (আঠারোমুড়া পর্বতশ্রেণী), ফিয়িংপুই, সিনবারিয়া (লংতরাই পর্বতশ্রেণী) এবং শাখান (শাখানতাং পর্বতশ্রেণী)। বেতলিং শিব (৯৭৯ মি.) ত্রিপুরার সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ।

বৃষ্টির জলপুষ্ট অসংখ্য খাড়ি ও খরস্রোতা নদী ত্রিপুরার উপর দিয়ে বহে চলেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণবাহী নদীগুলির উৎস উপরোক্ত গিরিশৃঙ্গগুলি। ত্রিপুরার প্রধান নদীগুলি হল, বুড়িমা, ধলাই, দেও, গোমতি, হাওড়া, জুরি, খোয়াই, লঙ্গাই, মুহুরি, মনু এবং ফেনি। ত্রিপুরার অধিকাংশ নদী বাংলাদেশের নদীগুলিতে গিয়ে মিশেছে। ১৭৬ কিমি দীর্ঘ গোমতি ত্রিপুরার দীর্ঘতম নদী। লংতরাই গিরিশৃঙ্গজাত রাইমা নদী এবং আঠারোমুড়া গিরিশৃঙ্গজাত শর্মা নদীর মিলিত প্রবাহে গোমতির সৃষ্টি হয়েছে। খরস্রোতা গোমতীর প্রবাহে সৃষ্টি হয়েছে তীর্থমুখ যেটি নয়নাভিরাম ডম্বুর জলপ্রপাত নামে খ্যাত।

উষ্ণমন্ডলীয় মৌসুমি বায়ু প্রভাবিত ত্রিপুরার জলবায়ু বেশ উষ্ণ আর্দ্র। ঋতু বৈচিত্র্যে ত্রিপুরার জলবায়ু মরশুমি ছন্দে ছন্দিত। গোটা বছরকে জলবায়ুর প্রকারভেদে চারটি

স্পষ্ট ভাগে ভাগ করা যায় ঃ - যেমন, (ক) গ্রীষ্ম (মার্চ-মে), (খ) বর্ষা (জুন-সেপ্টেম্বর), (গ) হালকা মৌসুমি বা নাতিবর্ষা (অক্টোবর-নভেম্বর), (ঘ) শীত (ডিসেম্বর-ফেব্রুয়ারি)।

গ্রীষ্মে গড়পড়তা তাপমাত্রার হার কম বেশি ৩৭° সেঃ থেকে ১৮° সেঃ। শীতকালে তাপমাত্রা ১০° সেঃ এর নিচে নামে। বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫০-২৫০ সেমি; ৬৫ শতাংশ বৃষ্টিপাত হয় বর্ষাকালে। জুন মাসে ১০০ ভাগ আপেক্ষিক আর্দ্রতা পরিলক্ষিত হয় এবং এপ্রিল মাসে আর্দ্রতা কমে দাঁড়ায় সর্বনিম্ন ৪২ শতাংশে। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জলবায়ু মোটামুটি শুষ্ক।

ত্রিপুরা রাজ্যের মৃত্তিকা-গঠন বহু বিচিত্র। পাঁক ও বালির সংমিশ্রিত দোআঁশলা ও বালুকাপ্রধান পলিমাটিতেই রাজ্যের নদী উপত্যকা ও সমতল গঠিত হয়েছে। পলিমাটি বেশ উর্বর, যদিও এতে ফসফেট ও পটাশ-এর ভাগ কম। মাটির পি এইচ মান ৪.৬-৫.৩- এর মধ্যে। নিম্নবর্গীয় পার্বত্যাঞ্চলের উপরিভাগ অনুর্বর লাল কাঁকর মিশ্রিত বা ল্যাটেরাইট মাটি দিয়ে গঠিত। রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে ল্যাটেরাইটের আধিক্য বেশি চোখে পড়ে না। নাতিউচ্চ টিলা অঞ্চলে লাল হলুদ মাটির আধিক্য রয়েছে, এ মাটিতে জৈব উপাদান ভিন্ন প্রকৃতির।

ত্রিপুরা বনজ সম্পদে সমৃদ্ধ, রাজ্যের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় ৬০ শতাংশই অরণ্যাবৃত। দুটি ভাগে এই অরণ্য সম্পদকে ভাগ করা যায় ঃ ১) চিরহরিৎ অরণ্য এবং ২) আর্দ্র পর্ণমোচি অরণ্য। রাজ্যের আর্দ্র অঞ্চলের বিস্তৃত অংশেই চিরহরিৎ অরণ্যের বিস্তার। যেমন ধর্মনগর মহকুমা,কৈলাশহর মহকুমা,জম্পুই পাহাড় এলাকা,কমলপুর মহকুমা,বিলোনিয়ার কিছু অংশ,সাব্রুম মহকুমা এবং তেলিয়ামুড়া সহ সদর মহকুমার কিছু অংশ।

চাম্পা, গামাই, সেগুন জাতীয় এবং গর্জন ইত্যাদি মহামূল্যবান ঘন বৃক্ষরাজি এই বনাঞ্চলের অন্যতম সম্পদ। এরই পাশাপাশি সরলবর্গীয় জাতের বাঁশ ও বেতের আধিক্যও উল্লেখযোগ্য।

আর্দ্র পর্ণমোচি অরণ্যেরও আবার দুটি ভাগ ক) আর্দ্র পর্ণমোচি শাল বৃক্ষারণ্য এবং খ) আদ্র পর্ণমোচি মিশ্র বৃক্ষারণ্য। অংশত বিলোনিয়া, উদয়পুর, সোনামুড়া এবং সদর মহকুমা অঞ্চলে আর্দ্র পর্ণমোচি শাল বৃক্ষারণ্যের সমারোহ।

অন্যপক্ষে সদর মহকুমার বিস্তৃত অঞ্চল, অমরপুর, সোনামুড়া এবং উদয়পুর মহকুমা অঞ্চলে আর্দ্র পর্ণমোচি মিশ্র অরণ্যানীর বিস্তার। এই মিশ্র অরণ্যে মূল্যবান সেগুন, শিশু, রোজউড এবং শিরিস বৃক্ষের প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়।

অরণ্য সম্পদে ভরপুর ত্রিপুরা বন্যপ্রাণীর প্রাচুর্যে একদা ঐশ্বর্যশালী ছিল। তবে সে

দিন আজ আর নেই। প্রধানত দুটি কারণে অরণ্যাঞ্চল সঙ্কীর্ণ হতে শুরু করেছে। কারণ আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির দরুণ জমির উপর চাপবৃদ্ধির ফলে অরণ্যাঞ্চল যেমন সঙ্কীর্ণ হচ্ছে তেমনি এর প্রভাবে তুলনামূলকভাবে বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখির অবলুপ্তি ঘটেছে। তা সত্ত্বেও, বাইসন, বানর, সুগন্ধী গ্ল্যান্ডযুক্ত বিড়াল বা সিভেট ক্যাট, বাঘ, চিতা, শৃগাল,বন্য কুকুর, দীর্ঘ চঞ্চুর কালো লোমশ মধুলোভি ভল্লুক, হাতি, হরিণ, প্যাংগোলিন প্রভৃতি অজস্র বন্যপ্রাণী ত্রিপুরার জঙ্গলে পাওয়া যায়।

১ মার্চ, ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুসারে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ২৭,৫৭,২০৫। এরমধ্যে পুরুষ ১৪,১৭,৯৩০ এবং মহিলা ১৩,৩৯,২৭৫ জন।

রাজ্যের জনসংখ্যার একটি বড় অংশ তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৯১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জনসংখ্যার ১৬.৩৬ শতাংশ তপশিলি জাতি গোষ্ঠি এবং ৩০.৯৫ শতাংশ তপশিলি উপজাতি।

রাজ্যে মোট উপজাতি সম্প্রদায়ের সংখ্যা ১৯। এদের মধ্যে ত্রিপুরি সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ সারা রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। অন্যান্য প্রধান উপজাতি গোষ্ঠিগুলি হল নোয়াতিয়া, জমাতিয়া, রিয়াং, চাকমা, হালাম, গারো, কুকি, লুসাই, মগ, মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল, এবং উচুই।

রাজ্যে জনসংখ্যার বন্টন বৈষম্য চোখে পড়ার মত। জেলাগুলির মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতি অঞ্চল। মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশেব বাস এই জেলায়। পূর্ব ত্রিপুবার ধলাই জেলা পার্বত্য অঞ্চল সমৃদ্ধ এবং আরণ্যক হবার দরুন এই জেলায় রাজ্যের মোট জনসংখ্যার মাত্র দশ শতাংশ মানুষ বাস করেন। যার প্রায় ৯০ শতাংশই তপশিলি উপজাতি।

রাজ্যে জনসংখ্যর ঘনত্ব বৃদ্ধি প্রতিটি আদমসুমারিতেই ধরা পড়ে। ১৯১১ সালের আদমসুমারিতে প্রতি বর্গ কিমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল ৩৫ এবং ১৯৫১-তে তা বেড়ে দাঁড়ায় ১০৯। আবার ১৯৮১- তে যে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল প্রতি বর্গ কিমিতে ১৯৬, তা ১৯৯১ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ২৬৩। ত্রিপুরায় বর্গকিমি পিছু জনসংখ্যার উর্দ্ধগতি যথেষ্ট দ্রুত হত্তয়া সত্ত্বেও তা জাতীয় গড়ের নিম্নে। দেশে প্রতি বর্গ কিমি তে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৯৯১-এর সেন্সাস অনুযায়ী ২৬৫।

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে ত্রিপুরা এই শতাব্দিতে নজির গড়েছে। ১৯১১ তে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল ২,২৯,৬১৩, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭,৫৭,২০৫; অর্থাৎ ৮০ বছরে জনসংখ্যা ১২ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাজ্যে জন্মহার যেমন অনেক বেশি, তেমনি মৃত্যুহারও অনেক কম।

রাজ্যের স্ত্রী-পুরুষ জনসংখ্যার আনুপাতিক হার গোটা দেশের মতই, অর্থাৎ মোট পুরুষ জনসংখ্যার তুলনায় নারীর সংখ্যা কম। ১৯৫১-এ রাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলার সংখ্যা ছিল ৯০৬। পরবর্তী দশকগুলিতে এই আনুপাতিক হার অবশ্য বাড়তে থাকে । এবং ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী দেখা যায় প্রতি হাজার পুরুষের বিপরীতে মহিলার সংখ্যা দাঁড়ায় ৯৩২; ১৯৮১ সালে ৯৪৬ ; আর ১৯৯১ সালে এই হার ১ কমে হয়েছে ৯৪৫। রাজ্যে শিক্ষিতের হার ৬০.৪৪ শতাংশ । পুরুষদের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৭০.৫৮ শতাংশ ; এর তুলনায় শিক্ষিত নারীর সংখ্যা ৪৯.৬৫ শতাংশ। আবাব, গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষিতের হার ৫৬.০৮, তুলনায় শহরাঞ্চলে বেশি।

সব মিলিয়ে বলা যায় সবুজ বনানি ঘেরা শস্য শ্যামলা ত্রিপুরা। তার মাটির উপরে ও নীচে রয়েছে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ। কিন্তু সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের অভাবে ত্রিপুরা এখনও পিছিয়ে। সেটা দুর্ভাগ্যজনক। কারণ প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদে সমৃদ্ধ ত্রিপুরা-র ভারতবর্ষের মূলস্রোতের প্রথম সারিতে অবস্থান করারই কথা।

সন্ত্রাসবাদ বা উগ্রপন্থা বা বৈরিপন্থা !

সন্ত্রাসবাদ কি ? শব্দটির অভিধানগত অর্থ থেকেই এর উত্তর কিছুটা বোঝা যায়। যারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে সশস্ত্র সংগ্রাম করে তারাই সন্ত্রাসবাদি। চলতি বাংলায় যাদের বলা হচ্ছে উগ্রপন্থী বা বৈরি।

বৈরি বা সন্ত্রাসবাদিদের উদ্দেশ্য তাদের নিজেদের কাছে সৎ। তাদের সমর্থকের বা সমাজের চোখে তারা সংগ্রামী। কিন্ত সমাজ বা রাষ্ট্রের বৃহৎ অংশের কাছে সেটা নাও হতে পারে। উদ্দেশ্য মহৎ হলে জনসমর্থন মেলে। এই প্রেরণা সামাজিক, জাতিগত, ভাষাগত, অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণ থেকে আসতে পাবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনও বিচ্ছিন্নতাবাদি শক্তি কিংবা কোনও সুবিধাবাদি দেশি ও বিদেশি শক্তি সাধারণ মানুষের সামনে তাদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে পরিত্রাণেব মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে শান্তি প্রিয় সহজ সরল কোনও একটি অঞ্চলের কোনও একটি নির্দিষ্ট জাতি বা ভাষা গোষ্ঠিব মানুষকে বিপথে চালিত করতে পারে। এই ইন্ধন রাজনৈতিক ভাবেও আসতে পাবে

ত্রিপুবার সন্ত্রাসবাদ মূলত রাজনীতিকদেব হাত ধবে বলিষ্ঠ হলেও বর্তমানে এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদি বা উগ্রপন্থীদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে খুন, অপহবণ, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, লুটপাটের মাধ্যমে অস্থিরতা সৃষ্টি কবা এবং এই অস্থিবতাব সুযোগে নিজেদেব আখের গুছিয়ে নেওয়া। তথাকথিত এই উগ্রপন্থীদেব উদ্দেশ্য সবসময়ই হিংসাত্মক। তাই তাদের তেমন জনসমর্থনও নেই ।

উগ্রপন্থা বা সন্ত্রাসবাদ যে পর্যায়ে বা যে শ্রেণীতেই পড়ুক না কেন তাদেরও একটা মটো, মিশন বা এথিকস্ থাকে। কিন্তু এ রাজ্যেব উগ্রপন্থীদেব তার কোনটাই আছে বলে মনে হয় না। তারা যেমন নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানকে গুলি করে মারছে তেমনি দুগ্ধপোষ্য শিশুও তাদের তপ্ত বুলেটের হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না।

অপহরণের ক্ষেত্রে তারা যেমন 'দিন আনি দিন খাই' দিনমজুরকে অপহরণ কবছে তেমনি গ্রামের উন্নতি, অগ্রগতির ধারক ও বাহক ইঞ্জিনিয়ার, অসুস্থ রোগির সেবায় নিয়োজিত চিকিৎসক, নার্স, যারা শিক্ষার আলো দেখাবেন সেই শিক্ষকদেব পর্যন্ত অপহরণ করছে। মোটা অংকের টাকা মুক্তিপণ দেওয়াব পরও মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। হত্যা করে লাস গুম করে ফেলা হচ্ছে। তাই ত্রিপুরাব তথাকথিত সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপকে সন্ত্রাসবাদের কোনও সংজ্ঞাতে ফেলা একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে মোটামুটি ভাবে ত্রিপুরার একাংশ উপজাতি অংশের মানুষের স্বাধীন

ত্রিপুরার দাবিতে অনুপজাতি-দের বিতারণের লক্ষ্যে সশস্ত্র সংগ্রামকে এ রাজ্যে ইনসারজেন্ট টেররিজম বলা হচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদের তিনটি চেহারা রয়েছে : যথাক্রমে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ ; রাষ্ট্রীয় মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ ও জন ও জাতির সশস্ত্র সংগ্রাম (ইনসারজেন্ট টেররিজম)।

স্থান কাল বিশেষে সন্ত্রাসবাদের প্রচার ও প্রসারের সঙ্গে কিছু নির্দিষ্ট লোক, পরিবেশ ও পরিস্থিতি যুক্ত থাকে। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত অথবা দায়বদ্ধ তারা হলেন :

- ❑ বিপথগামি সন্ত্রাসবাদিরা
- ❑ রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার
- ❑ সন্ত্রাসবাদিদের মদতদাতাগণ
- ❑ বেআইনি অস্ত্র কারবারিগণ
- ❑ আরক্ষা ও বিচার বিভাগ, (পুলিশ, সামরিক বাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী, বিচার ব্যবস্থা)
- ❑ বিপন্ন অংশের মানুষ
- ❑ দেশিয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকাব সংগঠনসমূহ

উপরোক্ত এজেন্সিগুলিব কেউ সন্ত্রাসবাদের পক্ষে কেউ বিপক্ষে কাজ করে। বিপক্ষেব এজেন্সিগুলির শক্তি বেশি হলে সন্ত্রাসবাদের প্রচার প্রসারে বাধা পায়। দুর্বল হলে সন্ত্রাসুবাদিদের জয় হয়।

পর্ব - ১

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদ
তার উৎস সন্ধানে

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদের শিকড়, তার বিস্তার ও কারণ

ত্রিপুরার উগ্রপন্থার জন্ম কবে এবং কোথায় হল কেউই সুনির্দিষ্ট করে বলতে পারেন না অথবা বলতে চান না। তবে যতদুর জানা যায়, ১৯৪৫ সালে রাজ্যের উপজাতি অংশের একাংশ শহরবাসী কর্তা, ঠাকুর মিলে সেংক্রাক নামে একটি উপজাতি বৈরি দলের জন্ম দেন। পূর্ববঙ্গ অধুনা বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ রোধের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই সেংক্রাক বাহিনীব জন্ম।

তৎকালীন মহারাজা বীব বিক্রম মাণিক্য বাহাদুর সেই বছর তাঁর প্রজাদের নিয়ম মাফিক বাৎসরিক শুভেচ্ছা অনুষ্ঠানে প্রথা ভেঙে কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। মহারাজা বীর বিক্রম নাকি উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছিলেন, বাঙালিরা শিক্ষা, সংস্কৃতি অর্থনীতিতে অগ্রসব। তাব মধ্যে আরও বাঙালি পূর্ববঙ্গ থেকে এলে উপজাতিদের ক্ষতি হতে পাবে। পববর্তীকালে মহারাজার এই উক্তিটিকে সামনে রেখেই বাজধানীবাসী কিছু ঠাকুর, কর্তা পার্বত্য ত্রিপুরায় উপজাতিদের সংগঠিত কবতে থাকেন। মূলত পর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদেব বিতাবণের দাবিতে আন্দোলন করার মধ্য দিয়া ৬০-এব দশকে জন্ম হয় 'সেংক্রাক'-এর।

পরবর্তীকালে এই সেংক্রাককে অনুসরণ করেই জন্ম নেয় টি এন ভি, এ টি পি এল ও, এ টি টি এফ ও এন এল এফ টি। টি এন ভি ও এ টি পি এল ও, এ টি টি এফ (ট্রাইবাল) ইতিমধ্যেই আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে চলে এলেও এ টি টি এফ-এর অন্য একটি অংশ এ টি টি এফ (টাইগার) ও এন এল এফ টি বৈরিবা এখনও অনড়। যদিও এ টি টি এফ ও এন এল এফ টি পৃথক পৃথক ভাবে তাদের দাবি আদায়ের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। বাঙালিরা যারা ১৯৪৯ সালের পরে এরাজ্যে এসেছে এবং ১৯৫১ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই তাদের এরাজ্য ছাড়তে হবে। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই তথাকথিত সন্ত্রাসবাদিদের এই দাবি অগ্রাহ্য করে দিয়েছেন এবং অযৌক্তিক এই দাবি থেকে সরে এসে রাষ্ট্র গঠনের কাজে সামিল হতে বৈরিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু বৈরিরা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের এই দাবি অগ্রাহ্য করেছে।

এন এল এফ টি ও এ টি টি এফ (টাইগার) ছাড়াও নানা নামের আরও, ২৫-৩০টির মতো বৈরি সংগঠন রাজ্যে সক্রিয়। কিন্তু তাদের অনেকেরই বস্তুনিষ্ঠ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই। মূলত অপহরণ, লুটপাট করে অর্থ সংগ্রহই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

১৯৪৫ সাল থেকে আস্তে আস্তে বিভিন্ন ধাপে ও কায়দায় রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের যে আগুন জ্বলছে গত ৫৫ বছরেও তার প্রশমনে কার্যকরী কোনও প্রশাসনিক উদ্যোগই যথেষ্ট হয়নি। ৬০-এর দশকের সেংক্রাক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত যে সমস্ত বৈরি সংগঠনের জন্ম হয়েছে রাজ্যের পাহাড়ি উপজাতি অংশের মানুষের বিভিন্ন দুর্বলতা, বিশেষত অর্থনৈতিক অসচ্ছলতাকে পুঁজি করেই তা করা হয়েছে। সবল প্রাণ উপজাতি যুবকদের নানাভাবে ভুল বোঝানো হয়েছে ও হচ্ছে। এবং স্বাধীন ত্রিপুরার শ্লোগানকে সামনে রেখে তাদের বিপথে পরিচালিত করা হচ্ছে । এজন্যে যেমন শহরবাসী কিছু সম্পন্ন জাতি উপজাতি রাজনৈতিক নেতা দায়ী তেমনি দায়ী রাষ্ট্র ব্যবস্থাও। এতকাল দেশটা শুধু শাসিত হয়েছে, শোষণমুক্ত হয় নি।

গত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে রাজ্যের এই ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপেব ফলে উদ্ভুত পরিস্থিতিতে এখনতো রাজ্যেব বহু পাহাড়ি এলাকায় পা বাখতেই ভয় পাচ্ছেন সরকারি অফিসার, শিক্ষক কর্মচারীরা। ফলে পাহাড়ি এলাকার উন্নয়নের নামে কেন্দ্র ও রাজ্য লক্ষ লক্ষ টাকা ববাদ্দ কবলেও তথাকথিত উগ্রপন্থীদের দাপটে কোনও উন্নয়নমূলক কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

অনুপজাতি সবকারি আমলা অফিসারদের পাহাড়ি এলাকায় সুযোগ পেলেই অপহবণ, হত্যা করা হচ্ছে। অপহরণ করে মোটা অংকের টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হচ্ছে। না দিতে পারলে অপহৃতকে হত্যা করা হচ্ছে। আবাব কখনও কখনও মুক্তিপণ মিটিয়ে দেওয়ার পরও হত্যা করা হচ্ছে। এমন ঘটনা এই বাজ্যে অহরহই ঘটছে । আব এটা একদিনে হয়নি। রাজ্যের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়নে ক্রমাগত প্রশাসনিক শ্লথতার কারণেই এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অগ্রগতিব পরিবর্তে এরাজ্যের প্রগতির বথের চাকা বলতে গেলে গত দুদশক ধরে উলটো ঘুরছে।

ভারত স্বাধীন হয় ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। এর পর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি রাজ্যই ভারতে যোগদান করে। ত্রিপুরাও ১৯৪৯ সালের ১৫ অক্টোবর যোগ দেয় ভারতে। লক্ষণীয় ব্যাপার হল, ভারতে যোগ দেবার বিষয়ে ত্রিপুরার জনগণের, বিশেষ করে উপজাতি অংশের লোকেদের কোনও আপত্তি ছিল না। বরং তাদেরও আশা ছিল, রাজার প্রশাসনে তারা যে অত্যাচার ও নিপীড়নের শিকার ছিলেন, অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শিকার ছিলেন, সে অবস্থা থেকে তাদের মুক্তি ঘটবে। ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ ঘটবে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থারও।

কিন্তু আজকের সন্ত্রাসবাদি সংগঠনগুলি তৎকালীন ত্রিপুরার ভারতভুক্তি চুক্তি-র বিবোধিতা করছে। অথচ ইতিহাসের পাতা একটু ঘাটলেই জানা যায় যে, রাজ আমল থেকেই উপজাতি জনগণ গণতন্ত্রের পরিবেশে অনগ্রসরতা কাটিয়ে, সারা দেশে অগ্রসরমান জনগণের সমস্তরে উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও সমমর্যাদার স্বপ্ন

দেখেছিলেন। এই স্বপ্ন তাদের পূরণ হয়নি। বরং স্বাধীনতা-উত্তর দেশে ক্রমবর্দ্ধমান এই সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ আজ উপজাতি জনগণকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে।

আক্ষরিক অর্থে ত্রিপুরাব প্রথম উপজাতি সন্ত্রাসবাদি সংগঠন সেংক্রাকের জন্ম ১৯৬৪ সালে হলেও প্রকৃতপক্ষে ত্রিপুরায অত্যাধুনিক অস্ত্রের উন্মাদনা শুরু হয় আশির দশকে। মিশনারি সংগঠনগুলির তৎপরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদেশি কিছু শক্তিও বেশিমাত্রায় কৌতূহলি হযে ওঠে এই বাজ্যে। পাশাপাশি নাগাল্যাণ্ড আর মণিপুরের ঘটনাবলিও প্রভাবিত কবতে থাকে রাজ্যের উপজাতিদের । বিশেষ করে যুবশক্তির একটি অংশের মধ্যে। অস্তিত্বের সংকট নিরসনের পথ হিসাবে এই বিভ্রান্ত যুবকবা খুঁজে নেয় বৈরি জীবন। 'স্বাধীন ত্রিপুরা'-র দাবি তুলে আত্মপ্রকাশ ঘটে টি এন ভি-র। স্বাধীনতা-উত্তর কালে বিচ্ছিন্নতাব এই শ্লোগান টি ইউ জে এস দলের মধ্যেই প্রথম ধূমায়িত হয়েছিল।

১৯৬৭ সালে টি.ইউ.জে.এস.-এর বর্তমান নেতারাই জন্ম দিয়েছিলেন ত্রিপুরা উপজাতি সেনার, যা পরে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি (টি.ইউ.জে.এস. জন্ম-১০/১১ জুন ১৯৬৭) নাম দিয়ে একটি আঞ্চলিক রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তী কালে ত্রিপুর সেনা-র নেতাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ মতনৈক্য-এর কারণে ১৯৭৮ সালের ২১ ডিসেম্বর অমরপুবের কাসিমায় (ইন্সারজেন্ট ক্রসফায়ার: নর্থ-ইষ্ট ইন্ডিয়া - সুবীর ভৌমিক) অনন্ত দেববর্মা, চুনি কলই, বিজয় রাঙ্খলের নেতৃত্বে জন্ম নেয় ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল ভলান্টিয়ার্স (টি.এন.ভি)। এরা সবাই প্রথমদিকে যুবসমিতির সদস্য কিংবা নেতা, কর্মী ছিলেন। বলতে গেলে যুবসমিতি দলেরই একটি অংশ টি এন ভি -এর জন্ম দেয়। এরা যুবসমিতি থেকে বেরিয়ে এসে অস্ত্র হাতে নিয়ে জঙ্গলে যায়। ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত চলে তাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ১৯৮৮ সালের আগষ্ট মাসে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ফলে টি এন ভি-র সদস্যারা আত্মসমর্পণ করে। চুক্তিমত রাজ্য সরকার তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু উগ্রপন্থী তৎপরতা তারপরও বন্ধ হয়নি।

১৯৮৯ সাল নাগাদ স্বাধীন ত্রিপরার দাবি তুলে ফের ত্রিপুরার পাহাড়ি অঞ্চলের পিছিয়ে পড়া উপজাতি জনগোষ্ঠির যুবক-যুবতীদের সংঘটিত করার চেষ্টা শুরু হয়। দেশিয় রাজনীতির ব্যাপারিদের রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি ও ভারতবিদ্বেষী বৈদেশিক আন্তর্জাতিক চক্রান্তকারিদের দ্বৈত উস্কানিতে ওই উপজাতি যুবকদের এক বিভ্রান্ত অংশের সামনে ফের খুলে যায় উগ্রপন্থাব রোমাঞ্চকব বিপজ্জনক পথ। সেংক্রাক, এ টি পি এল ও টি এন ভি-র সৃষ্ট পথেই এ টি টি এফ, এন এল এফ টি, টাইগার ফোর্স ইত্যাদি দলগুলির উত্থান হয়। আশির দশকেব শুরু থেকে উগ্র জাতিবিদ্বেষ, নরহত্যা, অপহরণ প্রভৃতি হিংসাত্মক কার্যকলাপ এরা ক্রমেই তেজি করতে থাকে। সমাজে বিভেদ এবং অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টায় এই বিভ্রান্ত ও বিপথগামী যুবকরা মরিয়া হয়ে

উঠতে থাকে। হিংসাব পথে উপজাতিদের সমস্যার কোনও সমাধান হতে পারে না, এ ধারণা থেকে ১৯৯৩ সালে অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স ত্রিপুরা সরকারের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং বিভিন্ন দফায় ১৬৩৩ জন এ.টি.টি.এফ (ট্রাইবাল) বৈরি অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

টি.এন.ভি-র পর এ.টি.টি.এফ (ট্রাইবাল) বৈবিরা অস্ত্র সমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পরও পরিস্থিতির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। এ.টি.টি.এফ (ট্রাইবাল) বৈরিদের আত্মসমর্পণের পরও তাদের একটি অংশ অল ত্রিপুবা টাইগার ফোর্স, কখনও টাইগার কমাণ্ডো ফোর্স, আবার কখনও অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স নাম দিয়ে রাজ্য জুড়ে হত্যা, গৃহদাহ, অপহরণ, লুটপাট ইত্যাদি কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। একইরকম ভাবে আত্মসমর্পণকারী টি এন ভি বৈরিদের একটি অংশ ফের অস্ত্র হাতে নিয়ে এন.এল.এফ.টি. বৈরিদের সঙ্গে মিলে হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। বলতে গেলে টি এন ভি বা এ টি টি এফ -এর আত্মসমর্পণ চুক্তিতে কোনও সুফলই পাওয়া যায়নি।

রাজ্য সরকারের দাবি, টি এন ভি চুক্তির (পরিশিষ্ট - ৯) অধিকাংশ শর্তই পূরণ করা হয়েছে। এবং এ টি টি এফ চুক্তি (পরিশিষ্ট -১০) অনুযায়ী, রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট ও বাসগৃহ নির্মাণের উপর জোর দিয়েছেন। এ ডি সি এলাকায় ইনার লাইন পারমিট চালু সহ এ ডি সি কে অধিক ক্ষমতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়েছে। এ টি টি এফ ও টি এন ভি চুক্তি অনুযায়ী বাজ্যে এক্ষেত্রে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চালু হলেও উগ্রপন্থী তৎপরতা কিন্তু থেমে থাকেনি। বিদেশি শক্তির ইন্ধনে মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও আসামের উগ্রপন্থীদের প্রভাবে দেশি ও বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির চক্রান্তে রাজ্যে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেই চলেছে। উগ্রপন্থী দলগুলি বিদেশের মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে এবং দেশদ্রোহী কিছু শক্তি তাদের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের যোগান দিচ্ছে।

অপরদিকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ অনুপজাতিদের একটি অংশের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়িয়ে বিরোধ বাধানোর অপপ্রয়াস ও থেমে নেই। কখনও ইউনাইটেড বেঙ্গলি লিবারেশন ফ্রন্ট 'ইউ বি এল এফ' কখনও 'বেঙ্গল ফোর্স' নাম দিয়ে উপজাতিদের হুমকি স্বরূপ চিঠিপত্র দেয়ার কিছু ঘটনা এই অপপ্রয়াসেরই অঙ্গ। উপজাতি বিপথগামি বৈরি যুবকদের মোকাবেলা করতে এক শ্রেণীর উগ্র বাঙালি জাত্যাভিমানি যুবক রাজ্যেব বিভিন্ন জায়গায় উপজাতি অংশের মানুষের উপর হামলা, সন্ত্রাসও শুরু করেছে, যা রাজ্যের উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদি সমস্যাকে আরও গভীরে ঠেলে দিচ্ছে । ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাস থেকে ইউ বি এল এফ বৈরিরা রাজ্যে তাদের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ শুরু করেছে।

গত ১৫ মাসে রাজ্যে এই সন্ত্রাসবাদিরা ২০ থেকে ২২টি ঘটনা ঘটিয়েছে। এতে

প্রায় ৩০/৩২ জন নিরীহ উপজাতি নারী-পুরুষের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন প্রায় অর্ধশতাধিক। উদ্ভূত এই সমস্যা রাজ্য সরকারকে নতুন করে চিন্তায় ফেলেছে। অবশ্য ত্রিপুরায় বিদ্রোহ নতুন কিছু নয়। আগেও কম হয় নি।

আগেও পার্বত্য এই ছোট্ট রাজ্য 'ত্রিপুরা' অনেক বিদ্রোহ প্রত্যক্ষ করেছে, যার অধিকাংশই ছিল আদিবাসী বিদ্রোহ । এরমধ্যে প্রথমেই বলতে হয় ১৮৯৩ সালের 'জমাতিয়া বিদ্রোহ '-র কথা। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন পরীক্ষিত জমাতিয়া। পরীক্ষিত জমাতিয়া ছিলেন মহারাজা বীরচন্দ্র মাণিক্যের কর্মচারি। সহকর্মী ওয়াকিরাই জমাতিয়ার উপর অত্যাচাবের প্রতিবাদে পরীক্ষিত জমাতিয়ার নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ এমন চরম আকার ধারণ করেছিল যে বিদ্রোহ দমনে মহারাজাকে কুকি এবং ডার্লিং সেনাদের সাহায্য নিতে হয়েছিল।

এরপর উল্লেখ করতে হয় ১৯৪১ সালের রতনমণি ত্রিপুবার নেতৃত্বে বিদ্রোহ। তখন মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরমাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বকাল। খগেন্দ্ররাই রিয়াং নামে এক বিয়াং সর্দার খাজনা আদায়ের নামে গরীব প্রজাদের উপর অত্যাচার করত। রতনমণি ত্রিপুরা বর্তমান দক্ষিণ ত্রিপুরার অধীন রিয়াং এবং ত্রিপুরি সম্প্রদায়ের লোকেদের এর বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেন। রতনমণি তার অনুগামীদের নিয়ে কালাঝারি পাহাড়ের পাদদেশে একটি বাঁশের দুর্গ গড়ে তোলেন। এই বিদ্রোহের অবসান ঘটে নগেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মাব নেতৃত্বে 'ত্রিপুরা রাইফেলস'-এর জওয়ানদের হাতে রতনমনি ত্রিপুরার গ্রেপ্তাবের মধ্য দিয়ে। এসব এখন শুধু ইতিহাস। মানুষ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় কিন্তু এ বাজ্যে আমরা যেন তার উলটোটাই দেখছি।

ত্রিপুরার অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট

ত্রিপুরার অর্থনীতি অনগ্রসর ও গ্রামীণ চরিত্রের। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী ৭৩.৫৮ শতাংশ লোক এখনও দারিদ্রসীমার নিচে বসবাস করে। জনসংখ্যার চাপ এখনও বেশি। ১৯৯১ সালের লোকগণনায় দেখা গেছে সারা দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার যেখানে ছিল ২.৩ শতাংশ, সেখানে ত্রিপুরায় এই হার ৩.৫ শতাংশ। প্রত্যন্ত ত্রিপুরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এখনও অপ্রতুল। শিল্পস্থাপনের পরিকাঠামো ক্ষীণ।

দুর্নীতি আর ব্যভিচার ত্রিপুরায় সততা, নিষ্ঠা ও সেবাধর্মের মূল্যবোধকে দিন দিন বিলুপ্ত করে মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে দুর্গত মানুষের কল্যাণকল্পে গৃহিত উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। যেখানে রাজ্যের ৪৫টি থানার মধ্যে ২৭টিকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে ঘোষণা (১৯৯৮ সালে) করতে হয়েছে, সেখানে জনজীবনে নবীন পরিবেশ সৃষ্টির কাজটি অবশ্যই কঠিন চ্যালেঞ্জ। কিন্তু তাই বলে কি হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার কোনও সুযোগ আছে ? যেভাবে বৈরি সন্ত্রাসের কারণে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম বন্ধ হয়ে আছে- তার নিরসনের কি কোনও পথই নেই ?

প্রচলিত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, ব্যক্তিমানুষের স্বাধীনতা ও সহিষ্ণুতা। একাধিক দল তো থাকতেই পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে থাকতে হবে সহিষ্ণুতা, আইনের বিচার এবং শান্তি ও সংহতির পরিবেশ। যখন যে দলই ক্ষমতায় আসুক না কেন, সরকার গঠনের পর সেই সরকার তো সাবা রাজ্যের নাগরিকদের সরকার - দলমত নির্বিশেষে আবালবৃদ্ধবনিতার সরকাব। তাহলে রাজ্যে শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নিত হয় কেমন করে ? ১৯৮০ সনে প্রথম বামফ্রন্টের সময় হঠাৎ বিষ্ফোরণের মত এক অভূতপূর্ব জাতিদাঙ্গা হয়েছিল এই রাজ্যে, ইতিহাসে যার কোনও নজির নেই। পরবর্তী কংগ্রেস-যুবসমিতি জোট সরকারের আমলেও আগুন একেবারে নিভে যায় নি। নিরীহ মানুষকে সাম্প্রদায়িক হিংসার বলি হতে হয়েছে এখানে সেখানে। বর্তমানে নিরীহ মানুষের অপহরণ, গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ডের কঠোর ভাষায় নিন্দা করছেন রাজ্যের সকল অংশের মানুষ। রাজ্যে রয়েছে একটি নির্বাচিত সরকার। এরপরও কেমন করে ছড়িয়ে পড়ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও হিংসা, যার ফলে রাজ্যের উন্নয়নমূলক কাজ করা যাচ্ছে না, ভয় সব সময়েই তাড়া করে বেড়ায়। কিন্তু কেন ?

রাজ্যের বর্তমান অস্থির পরিবেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাছে দূরদর্শিতা, দলনিরপেক্ষতা, কর্মদক্ষতা ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় যে প্রত্যাশিত ছিল সেকথাতো আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এই মানসিকতার বাতাবরণ তৈরি করতে না পারলে সৃজনধর্মী পরিবেশে নতুন ত্রিপুরা গড়ার কাজ কোনদিনই সফল হবে না।

চলতে থাকবে রাজনৈতিক জিঘাংসা আর রক্তপাতের প্রতিশোধমূলক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যার ফলে চরম দুর্দশায় পড়বে জাতি-উপজাতির আপামর জনসাধারণ। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বলিষ্ঠ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় কি এখনও আসে নি?

শিক্ষা, অর্থনীতি ও শিল্পে পিছিয়ে পড়া ত্রিপুরার উদ্‌ভ্রান্ত যুব-সমাজের সামনে আজ বেকারির অভিশাপ হচ্ছে সবচেয়ে বড় বিভীষিকা। হাজার হাজার সক্ষম সবল তরুণ-তরুণী কর্মহীনতার জ্বালায় দিশেহারা। (সারণী ৮) পরিচ্ছন্ন স্বাভাবিক পথে জীবিকার কোনও সংস্থান নেই। রাজনীতির দালালি, সীমান্তে চোরাচালান, নীল সিনেমার ভিডিও ব্যবসা, বনের কাঠ চুরি, সিনেমাব টিকিট ব্ল্যাক, ফুটপাত দখল, ছিনতাই, রাহাজানি এসব কে বন্ধ করবে ? অস্তিত্বের সংকট যেখানে মূল সমস্যা সেখানে নীতির কথামালা কে শুনবে ?

১৯৮৫ সালে সরকারেব কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নথিভুক্ত কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২ হাজার ৩৩১। দশ বছর পরে ১৯৯৫ সালে এই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ লক্ষ ৪০ হাজার ২৩ - দ্বিগুণের অনেক বেশি। আর ২০০০ সালে তো ইতিমধ্যেই এই সংখ্যাটা ২ লক্ষ ৬১ হাজারে পৌঁছে গেছে। এর মধ্যে স্নাতকোত্তর ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়াব সবই আছে। আর এ তো হল সরকারি তালিকার হিসাব। যারা এর বাইরে রয়েছে তাদের হিসাব কোথায় ? দিনমজুর, খেতমজুর, প্রান্তিক চাষি, জুমিয়া, নারী ও শিশুশ্রমিক ? এদের বেকারিত্বের তো কোনও হিসাবই হয় না ?

রাজ্যেব অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি, রাজ্যের মোট উৎপাদনের শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি কৃষিক্ষেত্রেই। ৭৬ শতাংশ লোক কৃষি ও আনুষঙ্গিক কাজ-কর্মের উপর জীবিকার জন্য নির্ভরশীল।

কিন্তু উপজাতি কৃষকদের অবস্থা কি ? তুলনামূলকভাবে তাদের উৎপাদন মোটেই সন্তোষজনক নয়। উপজাতি কৃষকরা এখনও জুম ও স্থায়ী কৃষিকাজের অনেকটা মাঝামাঝি স্তরে রয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও বিজ্ঞানসম্মত কৃষিকাজে এরা এখনও অভিজ্ঞ নয়। ফলে তুলনামূলক ভাবে এদের উৎপাদন কম। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খাদ্যশস্য উৎপাদনে ত্রিপুরা এখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে নি। এর উপর কৃষিঋণ ও বিপণন সমস্যা তো আছেই। যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় বিপণনের উপযুক্ত পরিকাঠামো এখনও তৈরি হয় নি। অসমাপ্ত কাজের পাহাড় কেবল জমেই চলেছে। সমাপ্তির কোনও লক্ষণ নেই।

এক সময় ত্রিপুরার আনারস ও কমলা ভারতবিখ্যাত ছিল। উত্তর জেলার নালকাটায় আনারস কেন্দ্রটি আজ থেকে তের বছর আগে চার কোটি টাকা ব্যয়ে স্থাপন করা হয়। সেখানে রয়েছে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি। আজ এই কেন্দ্রটি কোনও রকমে চলছে। কেন্দ্রটিতে বছরে ৪৫০০ মেট্রিক টন কাঁচামাল ব্যবহারের ক্ষমতা রয়েছে, অথচ

১৪০০ মেঃ টনের বেশি আনারস ব্যবহৃত হয় না। আর ত্রিপুরার চাষিদের শ্রমের ফলে যে আনারস ফলন তার মাত্র ১০ শতাংশ এই কেন্দ্রে কাজে লাগে। বাকি সব যায় শিলচর করিমগঞ্জে অথবা অন্যত্র। ফলে কেন্দ্রটিতে নিষ্ক্রিয় পড়ে আছে বিরাট এক উৎপাদন ক্ষমতা। আবার কেন্দ্রটিতে জম্পুই- এর কমলা দিয়ে রস তৈরির কোনও বন্দোবস্ত নেই, কারণ কমলার রস তৈরি কেন্দ্রটির প্রযুক্তিগত কর্মসূচীতে নেই। এধরণের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে।

হিমায়িত গাড়ি করে সুদুর অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে মাছ আসছে ত্রিপুরার বাজারে, আর ডম্বুর জলাশয়ের মাছ চলে যাচ্ছে রাজ্যের বাইরে আমবাসা হয়ে আসামের পথে। এসব নিয়ে ভাবনা কোথায় ? যাদের ভাবার কথা সেই সমাজ সচেতকেরা সম্ভবত অন্যত্র ব্যস্ত।

আসল কথা হল ত্রিপুরার সম্পদ সৃষ্টি, কর্মসংস্থান ও রাজ্যের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি। চটকল, চা বাগান সবই দিন দিন রুগ্ন থেকে রুগ্নতর হয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ সাফ হয়ে যাচ্ছে ত্রিপুরার বন। মিথানল, অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন, টিউব লাইটের কারখানা তৈরি সবই ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। একই কথা ত্রিপুরার গ্যাস সম্বন্ধে - যার উপযুক্ত সদব্যবহারের কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। এখানেও নিষ্ক্রিয় শক্তি অকেজো পড়ে আছে বছরের পর বছর। উন্নতি দরকার কুটির শিল্পের, পর্যটনের ক্ষেত্রেও।

কর্মসংস্থান ? তার সম্ভাবনা শুধু সরকারি অফিসেই। প্রতি ২৪ জনের জন্য একজন সরকারি কর্মচারি তো এরই মধ্যে হয়ে গিয়েছে। যুব সমাজের সামনে যদি কাজের কোনও প্রতিশ্রুতি না থাকে তাহলে বৈরি সমস্যা কেন, ত্রিপুরার কোনও সমস্যারই যে সমাধান হবে না এ তো বলাই বাহুল্য।

কিন্তু কেন, কার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ আমরা করছি ? কেন অনগ্রসর ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য রাজ্যগুলিকে দেশের অন্য অঞ্চলের সঙ্গে সমানতালে টেনে নিয়ে যাওয়া যায় নি। এজন্যে কে দায়ী ? কারা দায়ী ? রাষ্ট্রযন্ত্র এর উত্তর দিচ্ছে না। কিন্তু ইতিহাসের দিকে মুখ ফেরালেই আমরা এর উত্তর পেয়ে যাব।

১৯৬৯-৭২ -এর আগে পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে ভারত সরকারের দৃষ্টি স্বচ্ছ ছিল না। বরং ধোঁয়াশাপূর্ণই ছিল। ১৯৬২ সালে উত্তর সীমান্তে চীনের হানার পর ভারত সরকারের কিছুটা টনক নড়ে। এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য টাকা এসেছে বটে কিন্তু তার সিংহভাগ গেছে প্রশাসনিক পুনর্বাসনের নামে দুর্নীতিগ্রস্তদের পেটে, রাজনীতির টাউটদের পেটে, ঠিকেদারদের পেটে। সাধারণ মানুষের কোনও উপকারে আসেনি সে টাকা। টাকা দিয়ে মানুষ কেনা, বশ্যতা শিকারের রাজনীতি হয়েছে, রাজ্যের অর্থনীতি গড়ে তোলা হয়নি।

নিরাপত্তা বাহিনী ও কমব্যেট্যান্ট ফোর্স যত বেশি সংখ্যায় পাঠানো হয়েছে সেই অনুপাতে পাঠানো হয়নি মিলিটারি ইঞ্জিনিয়ারিং কোরকে রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য। উন্নত করা হয়নি টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থাকে, সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে। আজও একই হাল বজায় আছে। সর্ব ভারতীয় তালের সঙ্গে কোনও মিলই নেই।

চলতি স্থির মূল্যে (১৯৯৭-৯৮ সালে) সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে মাথা পিছু আয় যেখানে ১৯,৬৬০ টাকা সেখানে ত্রিপুরাতে এটা মাত্র ৬,৬৩৭ টাকা (১৯৯৭-৯৮ সালে)। এখানকার বনজ সম্পদ, কৃষি সম্পদকে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে এন্তার লোপাট করা হয়েছে এবং হচ্ছে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে শিল্পের জন্য। বিনিময়ে এখানে পাঠানো হচ্ছে ভোগ্যপণ্য। বস্তুত পক্ষে এই অঞ্চলকে বরাবরই ভারতীয় শিল্প ও মুৎসুদ্দি ব্যবসার হান্টারল্যাণ্ড হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে - আজও তার বিরতি হয়নি।

ইতিমধ্যেই দেশে কম বেশি শিক্ষার প্রসার হয়েছে, প্রসার হয়েছে রাজনৈতিক চেতনার। মানুষের মধ্যে অধিকার চেতনা বেড়েছে, বেড়েছে অর্থনৈতিক চেতনা। কিন্তু উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রের তুলনায় সুযোগ সুবিধা, উন্নয়ন কোনটাই বাড়েনি। বাড়েনি আর্থিক সামর্থ, স্বয়ম্ভরতা। আসেনি ভারতের উন্নত অঞ্চল সমূহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার অবকাশ। অবশ্য তার সুযোগও কম ছিল এবং এখনও রয়েছে।

এই অঞ্চল থেকে বিদেশি মুদ্রা আদায়ের জন্য চা যাচ্ছে, আসবাবের জন্য কাঠ যাচ্ছে, খনিজ তেল, গ্যাস যাচ্ছে। বিনিময়ে কি পাচ্ছে তুলনামূলকভাবে এই অঞ্চল? আয় তুলে নেওয়া হচ্ছে অথচ বিনিময়ে বিনিয়োগ নেই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য। ক্ষোভ এবং বঞ্চনাবোধ কি অস্বাভাবিক? হঠাৎ করেই কি এসবের সৃষ্টি হয়েছে? না দিনেদিনে অবহেলার পাহাড় জমে এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে?

১৯৭৭ সালে ভারতে প্রথম জনতা সরকার এসে বলেছিলেন আঞ্চলিক উন্নয়ন বৈষম্যের অবসানের কথা। দেবগৌড়ার মতো ইন্দ্রকুমার গুজরাল গঠন করলেন (১৯৯৭ সালে) শুক্লা কমিশন। চিহ্নিত হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়ার কারণ সমূহ। সমাধান সূত্র হিসাবে ঘোষিত হল উত্তর পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের জন্য ১৮০০০ কোটি টাকার বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প। কিন্তু সেসব তো শুধু ঘোষণাতেই রয়ে গেল।

এলেন অটলবিহারী বাজপেয়ী, তিনিও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি ঘুরলেন। শত শত বেকার যুবকদের বিপথগামিতার (বৈরিতা) কারণ হিসাবে অর্থনৈতিক দুর্বলতাকে দায়ী করলেন। দাওয়াই হিসাবে তিনিও দশ হাজার কোটি টাকার বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প (গুচ্ছ প্রকল্প)-এর কথা ঘোষণা করলেন। কিন্তু সেসবও কথাতেই রয়ে গেছে।

কাজে কিছু হয়নি। যেটুকু হয়েছে তাও গয়ংগচ্ছ করে হয়েছে। ক্ষিপ্রতা নেই, দ্রুততা নেই, কাজের মানও নেই।

আসামে উপজাতি স্বশাসিত অঞ্চল সাংবিধানিক ভাবেই করা হযেছিল। কিন্তু তাতে কি হল ? বৃহত্তর আসাম এর পরে কত টুকরো হযেছে, আরও কত টুকরো হতে যাচ্ছে ? কতদূর উন্নতি হয়েছে আসামের ১৯৫০ সালের সাংবিধানিক ভাবে বর্ণিত উপজাতি স্বশাসিত এলাকার মানুষের। স্বাধীনতাব ৫৩ বছরের মধ্যেও কি তাদের স্বয়ংম্ভর করা সম্ভব হয়েছে ?

ত্রিপুরাতেও উপজাতি স্বশাসিত জেলা পবিষদ স্থাপন করা হয়েছে সংবিধান সংশোধন করে। এর লক্ষ্য যতটা রাজনৈতিক ততটা যদি আর্থ- সামাজিক হত তাহলে নজর দেয়া হত সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকাঠামোব উপব। এটা আজও করা হযনি। অথচ বিভাজনের রেখা টেনে দেওয়া হয়েছিল। যেমনটা একদা ম্যাপের উপর দাগ টেনে দেশ ভাগ করে দিযেছিলেন স্যার র্যাডক্লিফ। আব এরই জেব ধরে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলেব সাতটি রাজ্যই আজ কম-বেশি উত্তপ্ত। বিক্ষোভেব চেহাবা সর্বত্র এক নয়। কোথাও ভূমিপুত্র- নীতিতে জাতিবিদ্বেষ ও জাতিবৈরিতা ; কোথাও প্রচলিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে অনাস্থাজনিত উত্তাপ; আবাব কোথাও উপজাতি জনগোষ্ঠীব মধ্যে গোষ্ঠীগত সংঘাত। সব কিছুর পেছনেই বযেছে আবার বাজনৈতিক শক্তিব স্ফুরণ। এই স্ফুবণের সূত্রে আবার জুটেছে বহিঃশক্তিব সাহায্যের কালো হাত ; যুক্ত হয়েছে ড্রাগ ও নারকোটিক্স ব্যবসায়ীদেব কালো হাত ; যুক্ত হয়েছে কাযেমি স্বার্থভোগি ব্যবসায়ি লুঠেরাচক্রের হাত, শিল্পপতি গোষ্ঠীব স্বার্থগত সংঘাত। এছাড়া সার্বিকভাবেই রয়েছে এই অঞ্চলের অনুন্নয়ন বা অসম উন্নযনেব (আর্থ-সামাজিক অর্থে) বৈষম্যবোধ এবং উন্নাসিকতা ও হীনমন্যতা।

ত্রিপুরায় ১৯৮০ সালের জাতিবিদ্বেষপ্রসূত হাঙ্গামাব পব স্বর্গত দীনেশ সিং এর নেতৃত্বে সংসদীয় কমিটি এখানে সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে একটি প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। এটি দীনেশ সিং কমিটি রিপোর্ট নামে খ্যাত। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতাই যে ত্রিপুরার জাতিবিদ্বেষ/সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপেব মূল কারণ এই কমিটিও সেটা স্পষ্ট করে বলেছিলেন। তার সমাধান কীভাবে করতে হবে এটাও কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ ছিল। কিন্তু ওই রিপোর্টের সুপারিশের কটি বাস্তবায়িত হয়েছে ? কোথায় গেল দীনেশ সিং কমিটির ওই সুপারিশ ?

১৯৮৪-৮৫ সালে লে.জেনারেল টোমর এখানকার আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরি করেছিলেন নিরাপত্তার দৃষ্টিকোণ থেকে সামরিক অভিজ্ঞতা নিয়ে। কি হয়েছে সেই রিপোর্টের ? ভারতেব সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ জেনারেল কে ভি কৃষ্ণ রাও এখানে দীর্ঘদিন রাজ্যপাল ছিলেন। ছিলেন এ. এল. ডাযাস, বি.কে.

নেহেরু, এল.পি. সিং এর মতো ঝানু ও দক্ষ আই সি এস রাজ্যপালরা । ত্রিপুরা সরকার তাঁদের অভিজ্ঞতা ও উপদেশ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছেন। এখনও হচ্ছেন।

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে সব ইনসারজেন্ট গ্রুপ আছে তাদের মধ্যে একটা সার্বিক সমঝোতার উদ্যোগ চলছে বলে শোনা যাচ্ছে। সম্ভবত সেই প্রয়াস সর্বাংশে এখনও ফলপ্রসু হয়নি। কিন্তু তাদের মধ্যে যে একটা ঐক্যবোধ গড়ে উঠছে সে বিষয়ে বোধ হয় কারোই সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে রয়েছে সাধারণভাবে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল নিয়ে সরকারি চিন্তা ভাবনার বিভ্রান্তি। কিন্তু অর্থনৈতিক অসহায়তা আর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সামগ্রিক অর্থনৈতিক বঞ্চনার প্রতিবাদে যদি আগামীকাল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সব বৈরি সংগঠনগুলির মধ্যে ঐক্যমত গড়ে ওঠে (যা হওয়ার সম্ভাবনাই প্রবল) তাহলে তো জাতি দাঙ্গা বাড়তে বাধ্য। এটা ঠেকাতে যদি সেনা বাহিনী ময়দানে নামে তাহলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ তো বহুব্যাপ্ত ও দীর্ঘায়িত হয়ে উঠবে।

কাশ্মির ও পাঞ্জাবের ইনসারজেন্টদের সঙ্গে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইনসারজেন্টদের মধ্যে একটা বড় ধরণের বৈসাদৃশ্য লক্ষণীয়। ওই দুই জায়গায় বিদেশি নাশকতা বাহিনী সরাসরি অনুপ্রবেশ করতে পেরেছিল, কাশ্মিরে তো এখনও করছে। তারা প্রত্যক্ষভাবেই ভারতের মাটিতে এসে ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পেরেছে। পক্ষান্তরে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ইনসাবজেন্ট গোষ্ঠিগুলি তাদের আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের কারণেই অথবা ধর্মীয় বিভাজনের কারণেহ বাহরে থেকে অস্ত্র সাহায্য নিলেও এখন পর্যন্ত অভ্যন্তরে বিদেশিদের অনুপ্রবেশের সুযোগ দিয়েছে বলে কোনও প্রামাণ্য তথ্য নেই। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষেত্রে এটা এখন পর্যন্ত শুভ লক্ষণ।

পঞ্চাশের দশকে সমস্ত ত্রিপুরাকে নিয়ে ছিল একটি মাত্র জেলা। জেলা শাসক একজন, একজন এস পি। এখন জেলা হয়েছে চারটি। জেলা শাসক চারজন। পুলিশের ক্ষেত্রে ডি জি, আই জি, ডি আই জি, এস পি কমাণ্ডেন্টের সংখ্যা অর্দ্ধশতকের কাছাকাছি। ব্লক-এর সংখ্যা এখন ৩৯। মহকুমা আগে ছিল ১০টি এখন হয়েছে ১৫টি (সারণী - ৩)।

এত দ্রুতহারে ব্লকের সংখ্যা বাড়ছে যে প্রতিটি ব্লক, সাব-ব্লক, গাঁওসভা ও জনসংখ্যার সঠিক হিসাবও সহজে পাওয়া যায় না। তারপর আছে তিনটি জেলা পরিষদ। পঞ্চায়েত সমিতি ১৬টি, আর গ্রাম পঞ্চায়েত ৯৫৭টি। এসব প্রতিষ্ঠানে রয়েছেন নির্বাচিত সব জনপ্রতিনিধিগণ। তাদের পরিচালনায় কল্যাণমূলক আর্থ-সামাজিক কাজকর্ম জনজীবনের তৃণমূল পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে যাওয়ার কথা।

উপজাতিদের সার্বিক বিকাশের জন্য ১৯৮৫ সাল নাগাদ গঠিত হয়েছিল উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ। সেখানেও আছেন ২৮ জন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। কিন্তু ফল কি কিছু হয়েছে? আজ থেকে ৩০ বছর আগে ১৯৭১ সালে ডিরেকটরেট

অব ট্রাইবাল রিসার্চ থেকে জুমিয়া পুনর্বাসনেব উপর একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। বই-এর আকারে প্রকাশিত এই রিপোর্টে বলা হয়েছে যে ত্রিপুরায় জুমিয়া পরিবারের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৩৫ হাজার ; আর ১৯৫৩-৫৪ সাল থেকেই এদের পুনর্বাসনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। (জুমিয়া পুর্নবাসন ডিরেকটরেট অব ট্রাইবাল রিসার্চ পৃঃ ৪৪)। সে সময় ত্রিপুরাতে মহকুমা ছিল দশটি। বিলোনিয়া ও সাব্রুম বাদ দিয়ে অন্য ৮টি মহকুমায় মোট জুমিয়া পরিবারের সংখ্যাও এই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সংখ্যাটি হচ্ছে ২৬ হাজার ৩৪৪। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা হয়েছে যে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত ১৬ হাজার ৬৫৮ টি পরিবারের স্থায়ী পুনর্বাসনের কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

তার মানে ৩০ বছর আগে ত্রিপুরায় পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত করতে বাকির সংখ্যা ছিল ৯ হাজার ৬৮৬ টি জুমিয়া পরিবার, অর্থাৎ সর্বাধিক ১০ হাজার। ১৩ বছব বাদে ১৯৮৪ সালে প্রকাশিত আরেকটি সরকারি দলিলে এই জুমিয়া পুনর্বাসন সম্বন্ধে কি সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ? এই দলিলটি হচ্ছে ১৯৮৪-৮৫ সালের ট্রাইবাল সাব প্ল্যান। এখানে বলা হয়েছে যে রাজ্যে সম্পূর্ণভাবে জুম নির্ভর পরিবারের সংখ্যা হচ্ছে ২৩ হাজার ২৯২ আর আংশিকভাবে জুমনির্ভব পরিবারেব সংখ্যা হচ্ছে ২৩ হাজার ৫৬৫। মোট সংখ্যা হল ৪৬ হাজার ৮৫৭ (জুমিয়া পুনর্বাসন ও ডিরেকটরেট অব্ ট্রাইবাল রিসার্চ পৃঃ ৩)।

শেষোক্ত জুমিয়াদের সংখ্যাটি আপাতত হিসাবের বাইরে রাখলেও দেখা যায় যে, ১৯৮৪ সালে স্থায়ী পুনর্বাসনের বন্দোবস্ত কবতে হবে এমন জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা হল ২৩ হাজারের উপরে। অথচ এর ১৩ বছর আগে এই সংখ্যাটা বলা হয়েছিল সর্বাধিক দশ হাজার। আর আজ স্বাধীনতার ৫৩ বছর বাদে বাজ্যে জুমিয়ার সংখ্যা বলা হচ্ছে ৪৭.১৩১ (উপজাতি উন্নয়নে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ২৫ দফা গুচ্ছ কর্মসূচি -- ফেব্রুয়ারি ২০০০-এর রিপোর্ট)। তাহলে দেখা যাচ্ছে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের সরকারি কর্মসূচি এবং সেই সঙ্গে অর্থ বরাদ্দ ও যথারীতি ব্যয় অব্যাহত থাকা সত্ত্বে উপজাতি জুমিয়া পরিবারের সংখ্যা আসলে কমছে না, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে। কিন্তু কেন সে প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদেব কাছে নেই।

তৃতীয় আরেকটি দলিল। এটি হচ্ছে ১৯৯২-৯৭ সালের রাজ্যের অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক যোজনার কর্মসূচি। এখানে বলা হয়েছে এই পাঁচ বছরে ১১ হাজার ৮৫৫টি জুমিয়া পরিবার পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন হবে। কিন্তু সেভাবে হয়নি। কেন হয়নি সেই উত্তরই বা কে দেবে ?

রাজ্য সরকারের তথ্য দপ্তর থেকে প্রকাশিত ১৯৯৮ সালের বার্ষিক ডায়েরিতে বলা হয়েছে যে একমাত্র ১৯৯৫-৯৬ আর্থিকবছরেই ৬ হাজার ৭৫৭টি জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসন হয়েছে। এর আগের বছর (১৯৯৪-৯৫) পুনর্বাসিত জুমিয়া পরিবারের

সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৫৯৫। তাহলে দুবছরে পুনর্বাসিত পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১২ হাজার ৩৫২। এই সংখ্যাগুলিকে কেউ মেলাতে পারবেন ?

মজার ব্যাপার হল, প্রকৃত যে সংখ্যাটি কোথাও পাওয়া যায় না তা হল আর কত জুমিয়া পরিবারের পুনর্বাসনের কাজ বাকি রয়েছে। এ পর্যন্ত কত শত কোটি টাকা জুমিয়া পুনর্বাসনে ব্যয়িত হয়েছে ? কবে এই কাজটি শেষ হবে ? অথচ ১৯৭১ সালেই আমরা দেখেছিলাম যে আর মাত্র দশ হাজার পরিবারের পুনর্বাসন বাকি। ২৯ বছরেও এ কাজ শেষ হল না। বরঞ্চ সংখ্যাটা ক্রমবর্ধমান এবং সেই সঙ্গে অর্থব্যয়। এই হল কর্মসূচি রূপায়ণের নমুনা। অগ্রাধিকার ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজের এই পরিণতি থেকেই বৃহত্তর পরিধিতে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন চিত্রটা স্পষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে ত্রিপুরার জনজীবনের একটি ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, বিবিধের মাঝে মিলন' - ভারতরাষ্ট্রের এই প্রধান বৈশিষ্ট্য ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

এখানেও রয়েছে বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, একাধিক ভাষা, বিভিন্ন ধর্মমতের সহাবস্থান - হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান। আর আছে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ এক মিশ্র সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি একদিনে গড়ে ওঠেনি। শত শত বছর ধরে এই মাটিতে একত্রে বসবাস, ভাবের আদানপ্রদান, আর্থ-সামাজিক সংযোগ, ধর্মীয় বিশ্বাস, মেলা উৎসব পূজাপার্বণে অংশগ্রহণ - সব মিলিয়ে কালের গতিপথে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। তাই এই মিশ্র সংস্কৃতির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

আজ অভূতপূর্ব এক জাতিবিদ্বেষ ও বিচ্ছিন্নতার বিষ হিংসা ও রক্তপাতের পথে এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য গত দুইদশক ধরে প্রতিনিয়ত বিনষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তার প্রতিরোধে বাস্তব ভিত্তিক উদ্যোগ খুবই সীমিত ও সংকীর্ণ। মনে হয়, রাজনীতির বিষবাষ্পে তার বিস্তার বিঘ্নিত হচ্ছে।

পাহাড়ি এলাকায় যখন আন্ত্রিকের প্রাদুর্ভাব হয় তখন আমরা জানতে পারি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনেক উপজাতি জনপদের মানুষ আজও পরিস্রুত জলপান করার সুযোগ পান না। হাসপাতালে ওষুধ, স্যালাইন, ব্যাণ্ডেজ পাওয়া যায় না। ত্রিপুরা থেকে এত লোক এখন ভেলোর, কলকাতা ও চেন্নাই যাচেছ যে সেখানে দুটি ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা হচ্ছে। রাজ্যে এত বছরেও একটি উচ্চমানের হাসপাতাল নির্মাণ করা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যে লক্ষ লক্ষ লোক এখনও নিরক্ষর। প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রাথমিক স্কুলগুলো নিয়মিত খোলা হয় না। অনেক স্কুলে রাত্রে গরু ছাগল থাকে। রাজ্যে এখন ২০৬৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৪৩৭টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৫১৮টির মতো উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

রয়েছে (সারণী - ৫)। এর মধ্যে মাধ্যমিক উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলগুলি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চললেও প্রত্যন্ত এলাকার বহু প্রাথমিক বিদ্যালয় বন্ধ।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশের হার শতকরা ৪০-৪৫ এর বেশি হয় না। ফল প্রকাশের পর হাজার হাজার পরিবারে নেমে আসে শোকাচ্ছন্ন নীরবতা। এখানেও অনুত্তীর্ণদের সংখ্যা উপজাতিদের মধ্যে সব থেকে বেশি। তাই পিছিয়ে পড়া এই রাজ্যের শিক্ষা থেকে আর্থ-সামাজিক শিল্প পরিকাঠামোর উন্নয়নে প্রশাসনের সর্বস্তরে কতটা সততা, নিষ্ঠা, দক্ষতা ও কর্মানুরাগ প্রয়োজন তা বলার অপেক্ষা রাখে না । ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই অফিসার কর্মচারিদের কাজকর্মে কি রকম সময়ানুবর্তিতা, দ্রুত কাজ শেষ করার আগ্রহ, সেবার মনোবৃত্তি আর সাধারণ মানুষেব জন্য মমতৃবোধ প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন।

বাস্তবে কি দেখা যায় ? এগারোটা সাড়ে এগারোটার আগে প্রকৃত অর্থে কোনও অফিসেই কাজ আরম্ভ হয় না । সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী দ্রুত রূপায়ণে এদেব ভূমিকা কি ? যখন যে দলের সরকারই ক্ষমতায় থাকুক না কেন, এরা সেই সরকারকে 'বন্ধু' বলে দাবি করে এবং 'চোখের মণির মত' রক্ষা করার সংকল্প ঘোষণা করে। বন্ধুর জন্য প্রকৃত বন্ধু তো নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে বেশি কাজ করে। তাহলে কাজ জমে থাকে কেমন করে ? কেন সারা বছরের পর মার্চ মাসে বাজেট বরাদ্দ, খরচের হুড়োহুড়ি লেগে যায় আমলা বাবুদের মধ্যে ?

আপাতদৃষ্টিতে বৈরি কার্যকলাপের সঙ্গে এসব বিষয়ের কোনও যোগসূত্র নেই বলে মনে হলেও, মানুষকে বৈরি বানাতে এসমস্ত বিষয়গুলিও কম দায়ী নয়। তাই এই প্রসঙ্গে ৪টি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেওয়া যেতে পারে।

(এক) প্রতিটি কর্মসূচীর বাস্তব হিসেব পরীক্ষা করা : শুধু মাত্র আর্থিক হিসেব পরীক্ষা নয়। আর এই বাস্তব হিসেবে যদি কোনও অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে, তাহলে কঠোরভাবে দায়িত্ব যাদের উপর দেওয়া হয়েছিল তাদের অকৃতকার্যতার জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য করা।

(দুই) আধুনিক প্রশাসনিক প্রযুক্তির কতগুলো প্রাথমিক নীতি পদ্ধতি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাতে সময়মত অর্থব্যয় ও কর্মসূচীর রূপায়ণ সুনিশ্চিত করা যায়।

(তিন) অফিস কাছারি শিক্ষাপ্রাঙ্গণ সব দুর্নীতিমুক্ত করা। তাহলে একদিকে রাজ্যের উন্নয়নের কাজে যেমন গতি আসবে তেমনি তার পাশাপাশি নিরাপত্তাহীনতাবোধের মাত্রাও অনেকটাই কমবে। মানুষ বৈরি হয়ে উঠবে না

(চার) ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত প্রত্যেক কর্মচারীর দৈনন্দিন কাজের অ্যাকাউন্টেবিলিটি কঠোরভাবে পালন করা।

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু

অনুপ্রবেশ ও সন্ত্রাসবাদ

ত্রিপুরার জনসংখ্যার গোষ্ঠীগত পরিসংখ্যান- আলোচনা প্রসঙ্গে বাঙালিদের সম্বন্ধে একটি অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। পত্র -পত্রিকায় লেখা, সভা সমিতিতে বক্তৃতায় একটা কথা এখন অহরহ প্রচারিত হচ্ছে যে দেশবিভাগের আগে ত্রিপুরায় উপজাতিদের বিপুল সংখ্যাধিক্য ছিল। রাজ্যের নেতারা, মন্ত্রীরা এই কথাটি সভাসমিতিতে বেশি প্রচার করছেন। এই 'বিপুল সংখ্যাধিক্য' বলতে কি বোঝায় ? নাগাল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয়ের মতো ত্রিপুরাতেও কি উপজাতিদের সংখ্যা ৯০-৯৫ শতাংশ ছিল ? কাগজপত্রে কিন্তু এমন কোনও তথ্য পাওয়া যায় না (সারণী ১৫)।

১৮৭১ সালে মহারাজা বীরচন্দ্রের সময় ত্রিপুরার প্রথম পলিটিক্যাল এজেন্ট নিযুক্ত হন এ ডবলু বি পাওয়ার। এক বছর পরে ১৮৭২ সালে পলিটিক্যাল এজেন্টের উদ্যোগে ত্রিপুরার প্রথম লোকগণনার কাজ করা হয়। দেখা যায় যে সেইসময়ে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল ৩৫,২৬২। আর এর ৫৮ শতাংশ ছিল উপজাতি,আর ৪২ শতাংশ বাঙালি, মণিপুরি ও অন্যান্য সম্প্রদায়। একাধিক কারণে এই গণনার কাজ তদানীন্তন প্রশাসকদের মনঃপুত হয়নি,যার ফলে আবার দ্বিতীয়বার লোকগণনা করা হয়।

এই গণনার বিবরণ পলিটিক্যাল এজেন্টের ১৮৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে পাওয়া যায়। প্রতিবেদনে দেখা যায় যে তখন ত্রিপুরার মোট লোকসংখ্যা ছিল ৭৪ হাজার ২৪২। এবং এর মধ্যে উপজাতি ৫৭ শতাংশ আর বাঙালি.মণিপুরি ও অন্যান্য মিলিয়ে ৪৩ শতাংশ। তাহলে ১২৬ বছর আগেও ত্রিপুরায় উপজাতিদের সংখ্যাধিক্য নাগাল্যাণ্ড, মিজোরামের মত বিপুল সংখ্যাধিক্য বলে কিছু ছিলনা। উপজাতি ছিল ৪২,৩৪৫ জন, আর অন্যান্যরা ৩১,৮৯৭। মাত্র হাজার দশেক বেশি।

আরও অতীতের দিকেও আমরা তাকাতে পারি। বিস্তৃত আলোচনায় না গিয়ে বিশেষ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ এখানে করা যেতে পারে। পঞ্চদশ শতকে ত্রিপুরার নরপতি ছিলেন মহারাজ ধর্মমানিক্য। এই বিদ্যোৎসাহী নরপতি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং তারই শাসনকালে রাজপুরোহিত দুর্লভেন্দ্র ও দুজন সভাপণ্ডিত শুক্রেশ্বর এবং বাণেশ্বরের পরিচালনায় বাংলাভাষায় রাজমালা গ্রন্থ প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়।

রাজমালাতেও উল্লেখ রয়েছে যে প্রথম রত্নমানিক্য(১৪৬৪-৮৮) ত্রিপুরায় স্থায়ী বসবাসের জন্য বাঙালি পরিবার পাঠাতে তদানীন্তন গৌড়ের সুলতান রুকুনুদ্দিন শাহকে

অনুরোধ করেছিলেন, এবং সেই অনুরোধক্রমে রুকুনুদ্দিন শাহ ৪০০০ বাঙালি পরিবার ত্রিপুরায় পাঠিয়েছিলেন। এদের বসতির বন্দোবস্ত করা হয়েছিল তদানিন্তন রাজধানী রাঙ্গামাটি (বর্তমান উদয়পুর) এবং আশেপাশের গ্রামগুলোতে। কোন্ গ্রামে কত বসতি স্থাপন করেছিল তার বিবরণও রাজমালাতে পাওয়া যায়। এই বসতি স্থাপনকারীদের মধ্যে কৃষিজীবী হস্তশিল্পী থেকে আরম্ভ করে পণ্ডিত, চিকিৎসক, প্রশাসক সব শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। এ হচ্ছে আজ থেকে সাড়ে পাঁচশো বছর আগেকার কথা।

রাজমালা থেকেই এটাও জানা যায় মহারাজা ধন্যমাণিক্যের সময় (১৪৯০-১৫২০) বিশাল ত্রিপুরা রাজ্যের সীমানা বিস্তৃত ছিল পশ্চিমে সুন্দরবন থেকে পূর্বে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত, আর উত্তরে কামরূপ থেকে দক্ষিণে ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত। উদয়পুরে ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির ধন্যমাণিক্যই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে ১৫০১ সালে, সেখানে আজও শ্যামাপূজা উপলক্ষে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নরনারী প্রতিবছর সমবেত হয়ে থাকেন।

চতুর্দশ দেবতার মন্দিরে খার্চি পূজার মতো এই পূজাও আজ পাহাড়ি-বাঙালির মিলিত মহোৎসবে পরিণত হয়েছে। আবার দেখা যায় মহারাজা বিজয়মাণিক্যের (১৫৩২-৬৩) সফল অভিযানের ফলে রাজ্যের সীমানা আরও বিস্তৃত হয়। অন্তর্ভুক্ত হয় বিক্রমপুর ও সোনারগাঁও অঞ্চল, আর শ্রীহট্ট জেলাও ত্রিপুর রাজার শাসনাধীনে আসে। কাজেই এক সময়ে বঙ্গদেশের এক বিস্তীর্ণ বঙ্গবাসী অঞ্চলই ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই বিস্তীর্ণ অঞ্চল সর্বপ্রথম মোঘল সম্রাট জাহাঙ্গিরের সময় ত্রিপুরা রাজা যশোধর মানিক্যের আমলে (১৬০০-২৩) ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হতে আরম্ভ করে মোঘল অভিযানের ফলে। তারপর দ্বিতীয় ধর্মমানিক্যের সময় (১৭১৮-২৯) এই অঞ্চল ত্রিপুরা রাজ্যের বাইরে সম্পূর্ণভাবে মুর্শিদাবাদের নবাবের অধিনে চলে যায় ; আর এই অঞ্চলের নূতন নাম হয় রোশনাবাদ।

দ্বিতীয় ধর্মমানিক্য তখন জগৎ শেঠের সাহায্যে মুর্শিদাবাদের দরবারে আবেদন নিবেদন করে এই রোশনাবাদের জমিদারি স্বত্ব লাভ করে। যে ব্যবস্থা ব্রিটিশ আমলে ত্রিপুরার পরবর্তী রাজাদের সময়েও অব্যাহত থাকে। চাকলা রোশনাবাদের এই জমিদারির আয়তন ছিল প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল- দক্ষিণে ফেনি-লাকসাম থেকে কুমিল্লা, আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া হয়ে উত্তরে শ্রীহট্ট জেলার শ্রীমঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত। এক বিস্তীর্ণ বঙ্গভাষী অঞ্চল যা শত শত বছর ধরে ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, সেখানে শ্রীহট্ট ও পূর্ব বঙ্গের বাঙালিরা ত্রিপুরায় আসার পর বহিরাগত হয় কেমন করে ? তাহলে তিপ্রা, ত্রিপুরা বা ত্রিপুরী জনজাতিও তো মোঙ্গল বংশোদ্ভুত, তারাও তো বিদেশি ? তাদের পিতৃভূমি তো চীনের সুদূর উত্তরে মঙ্গোলিয়া। ত্রিপুরা সম্পর্কে যারা গবেষণা করেছেন, তাদের বক্তব্য বহিরাগত যাযাবর শ্রেণীর এই জনগোষ্ঠী

মঙ্গোলিয়া থেকে এসে ব্রহ্মদেশে বসবাস করতে থাকে। এখানেই কালে কালে গড়ে ওঠে শান রাজবংশ। রাজদ্রোহ বা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে হিংসা হানাহানির জের ধরেই তারা ব্রহ্মদেশ (বর্তমান মায়ানমার) থেকে কাছাড় হয়ে কুমারি ভূমি ত্রিপুরায় প্রবেশ করে, হয় বসবাসের জন্য নয় জুম চাষ ও জীবিকার সন্ধানে।

ড: জলদবরণ গাঙ্গুলি তার 'বিনাইন হিলস' নামক গ্রন্থে বিভিন্ন তথ্যের সাহায্যে এ সিদ্ধান্তে উপনিত হন যে, পঞ্চদশ শতাব্দির দ্বিতীয় শতকের পূর্ব পর্যন্ত কোনও রাজ শক্তির উত্থানের কোনও ঐতিহাসিক দলিল অনুপস্থিত । ১৪১৫ খ্রিষ্টাব্দে গৌড়ে যে সময় রাজা গনেশ রাজত্ব করতেন, সেসময় চেং থাংফা বা মহামানিক্য প্রথম ত্রিপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। উন্নততর সভ্যতার সান্নিধ্যে আসা ও রাষ্ট্র পরিচালনাব তাগিদে এই রাজবংশেব লোকেরা ক্রমশ গৌড়বাংলার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে । সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা - গৌড়রাজই ত্রিপুরার মহারাজাদের 'মানিক্য' উপাধি প্রদান করেন এবং সেই থেকে ত্রিপুর জাতির সংস্কৃতিতে বাংলা সংস্কৃতিব আদান প্রদান ঘটতে শুরু করে। ('বিনাইন হিলস', ড: জে বি গাঙ্গুলি, ১৯৮৩)।

এ রাজ্যের পাহাড়ি জনপদ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর আক্রমণের সূত্র ধরেই প্রসারতা লাভ করতে থাকে। মিশ্র জাতি-সংস্কৃতির উপস্থিতি প্রকৃতই প্রমাণ করে যে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী একদা এ রাজ্যে বাস করতে এসেছিল।

আর একটি বড় কথা হল, সময়ের ধারাবাহিকতার সঙ্গে ঐতিহাসিক তথ্যের মিল খুঁজে পাওয়া ভার। উত্তরাধিকার সূত্রে যারা এ রাজ্যের দাবিদার, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সার্বভৌম ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য ও সংহতির প্রশ্নে ভূমিপুত্র কথাটির আক্ষরিক অর্থ কিন্তু এক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়। যেহেতু ভারতবর্ষের মৌলিক সাংস্কৃতিক ধারা মিশ্র প্রকৃতির, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে যেখানে মানবজাতির মিশ্রণ চলছে, সেখানে ভারতবর্ষের কোনও মানুষের পক্ষেই স্বভূমির সন্ধান শুধুমাত্র স্বর্ণমৃগের পশ্চাদধাবনের সঙ্গেই তুলনীয়। মূলত ত্রিপুরা রাজ্যে যারা উপজাতি ও অনুপজাতি প্রশ্নে সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নিয়ে একটা বৃহত্তর মানব সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়ে নির্বিচারে গণহত্যা করে চলেছে, সেই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের স্বাধীন ত্রিপুরা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন কখনও কি বাস্তবায়িত হবে ? বাস্তবের সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক নেই, তা কখনও দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে ?

সেন্সাস বা আদমশুমারি অনুসারে যে জনচিত্র আমাদের সামনে রয়েছে, (সারণী ১) তাতে এটা পরিষ্কার যে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নানা পথে এ রাজ্যে প্রবেশ করেছে। এর মধ্যে কেউ থেকে গিয়েছে। আবার কেউবা ফিরে গেছে। সভ্যতা সংস্কৃতি এভাবেই এগিয়ে চলে। মানুষ তার নিজের প্রয়োজনেই বসতি গড়ে তোলে। আবার একসময় বিহঙ্গের মতো নীড় ছেড়ে চলেও যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ভারততীর্থ কবিতায় সভ্যতার এই সহজ-সরল সত্যটিই প্রকাশ করেছেন।

...হেথা আর্য হেথা অনার্য হেথায় দ্রাবির চীন –
শক-হুন দল পাঠান মুঘল এক দেহে হল লীন ....।'

উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষণের যে সুযোগ এ রাজ্যে সম্প্রসারিত তার শতকরা নব্বই ভাগই শহর আগরতলা ও তার আশপাশের ওই উপজাতি সম্প্রদায়ের একাংশ বংশ পরম্পরায় ভোগ করে চলেছে। পাহাড়ি জনপদে তার কোনও সুযোগ সুবিধা পৌছুতে পারে নি। এ রাজ্যে রিয়াং সম্প্রদায় দ্বিতীয় বৃহত্তম জনগোষ্ঠী, অথচ তারাই চরম বঞ্চনার শিকার হয়েছে।

সংসদীয় রাজনীতির শীর্ষবিন্দুর একাংশে দেববর্মা সম্প্রদায়ের প্রবল আধিপত্যে, রিয়াং, জমাতিয়া, চাকমা, হালাম, মগ, কুকি, গারো সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতিদের ভাবাবেগ দারুণ ভাবে আহত হচ্ছে। আবার ত্রিপুর ক্ষত্রিয় দেবর্বমাদেব মধ্যে উচ্চজাত্যাভিমান প্রবল। সেই সম্প্রদায়ের ভেতর উঁচুনীচু জাত-ব্যবস্থা বিদ্যমান। প্রকৃত ত্রিপুরি জনসমাজ যারা পাহাড়ে বন্দরে, উপত্যকায় শৈলশিখরে বসবাস করে আসছে, তারা আধুনিক জীবনের স্পর্শ থেকে অনেক দূরে পড়ে আছে। শুধু তাই নয় শহরবাসী সমাজ তাদের নীচুজাত বলে অবহেলা করে। তাদের 'নোয়াইত্যা' বলে ভীষণ অবজ্ঞা করা হয়। এদেরই পাশাপাশি, নোয়াতিয়া, উচূই, মুড়াসিং সম্প্রদায় এদের কাছে অবহেলিত।

খণ্ড ত্রিপুর জাতি বিদেশি প্রশ্নে যে বৃহত্তর বাঙালি সমাজকে বিতারণের লক্ষ্যে যুবশ্রেণীব একাংশকে বিভ্রান্ত ও উগ্রপন্থা গ্রহণে প্রতিনিয়ত উস্কানি ও প্রলুব্ধ করে চলেছে, প্রশ্ন উঠেছে আসলে তারা কারা ?

পৃথিবীর মানুষ আজ মিশ্রজাতি। সভ্যতা-সংস্কৃতিও এক অনবদ্য মিশ্রণ। যারা এই মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন, যারা বিগত চারশত বছরেও যে দেশকে আপন স্বভূমি বলে মেনে নিতে পারছেনা, বিদেশিদের দ্বারা প্রলুব্ধ, তাদের দেশপ্রেমিক ভাবতে পারা কঠিন।

বিভিন্ন সময়ে উগ্রপন্থীদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত পিস্তল, গ্রেনেড, এ কে সিরিজের অস্ত্র ও রকেট লঞ্চার প্রমাণ করে যে - বিদেশি সাম্রাজ্যবাদি শক্তি উগ্রপন্থার ইন্ধন জুগিয়ে ত্রিপুরা তথা ভারতবর্ষের আর্থসামাজিক ব্যবস্থা ভেঙে দিতে চাইছে। সমাজতান্ত্রিক উগ্রপন্থীদের দাপটও আবার এই রাজ্যে কম নয়।

বাঙালি জনসমাজের মতোই রিয়াংরাও ভারতবর্ষের আদিম জাতি। এরা মূলত তৎকালীন আসাম প্রদেশ ও পার্বত্যচট্টগ্রাম থেকে এখানে আসে। কুকি এবং হালাম সম্প্রদায় মূলত প্রাচীন ভারতীয় আদিম সমাজের অঙ্গীভূত। চাকমারা আসে কম্বোডিয়া (বর্তমান কাম্পুচিয়া) থেকে। অন্য দিকে মগদের আগমন ঘটে বার্মা দেশ (বর্তমান মায়ানমার) থেকে। অর্থাৎ সকল অংশের মানুষই কোনও না কোনও সময়

বিশেষ কোনও উদ্দেশ্যে ভিনদেশ থেকে এই রাজ্যে এসেছে। সময়ের বিচারে কেউ বা আসে আবার কেউ বা যায়। ভ্রমণশীল যাযাবর শ্রেণীর মানুষ স্থায়ী জীবিকার সন্ধানে এসে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। এর পরও কি কে বিদেশি আর কে স্বদেশি বলে আলাদা করা যায় ?

অর্থনৈতিক দুরবস্থায় উদ্বাস্তুরা কতখানি দায়ী ?

পত্র-পত্রিকায় ত্রিপুরার বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ নেতাদের বক্তৃতা ও লেখায় প্রায়ই একটি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় যে, উদ্বাস্তু আগমন ত্রিপুরার অর্থনীতিতে বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। কেউ কেউ বর্তমান ত্রিপুরার অশান্তির জন্যে বেআইনি অনুপ্রবেশ, উদ্বাস্তু সমস্যাকে প্রত্যক্ষভাবে দায়ী কবেন। কিন্তু তৎকালীন ত্রিপুরার দলিল দস্তাবেজ ঘাটলে বোঝা যায় যে, এই উদ্বাস্তু আগমন এবং তাদের রাজ্যে পুনর্বাসন সেই সময়ের অর্থনৈতিক অবস্থাকে সুদৃঢ় করেছে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পর ১৯৪৯-৫০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রায় সব জেলায় ভীষণ দাঙ্গা বেঁধে যায়। তখন ত্রিপুরার নিকটবর্তী পূর্ব পাকিস্তানের জেলা শ্রীহট্ট, কুমিল্লা, নোয়াখালি এবং চট্টগ্রামের হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা নিরাপত্তার জন্যে ত্রিপুরাকেই বেছে নেয় তাদের আশ্রয়স্থল হিসাবে এবং দলে দলে ত্রিপুরায় আসতে থাকে।

ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু আগমন শুরু হয়েছিল ১৯৪১ সাল থেকে। তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার রাইপুরা থানা এলাকায় প্রথম জাতিদাঙ্গা শুরু হয়েছিল। তখন থেকেই হিন্দু বাঙালিরা ধীরে ধীরে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ছাড়তে শুরু করে।

১৯৪৬ সালে শুরু হয় বড়মাপের দাঙ্গা হাঙ্গামা। নোয়াখালি ও চাঁদপুর সাবডিভিশন (কুমিল্লা জেলা) থেকে তখন সবচেয়ে বেশি উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করে। কিন্তু সরকারি ভাবে তখন এসব উদ্বাস্তুদেব কোনও হিসাব রাখা যায়নি। ১৯৪৯-৫০ থেকে শুরু করে ২৫-৩-১৯৭১ সাল পর্যন্ত যত উদ্বাস্তু এসেছে শুধু তাদের ক্ষেত্রেই মোটামুটি একটা হিসাব রাখা হয়। রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরেব পুরানো দলিল দস্তাবেজ ঘেটে যতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে সেই অনুযায়ী, ১৯৪৯-৫০সাল থেকে ১৯৭১ (২৫-৩-৭১) সাল পর্যন্ত ৫ লক্ষের মতো উদ্বাস্তু এরাজ্যে এসেছেন। এদের মধ্যে ১২,৬৬১ পরিবারের ৬০,৫০০ লোককে কোনও রকম সরকাবি পুনর্বাসন দেওয়া হয়নি। অবশ্য কিছু পরিবার রয়েছে যারা পুনর্বাসন চেয়ে আবেদন করেনি। আবার এমনও কিছু পরিবার বাদ গেছেন যারা উদ্বাস্তু হিসাবে নিজেদের প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১৯৫৮ সাল পর্যন্ত আসা ৮৩,০০০ পরিবারের মোট ৩,৬৫,০০০ জন উদ্বাস্তুকে কলোনি স্কিম ও প্রটোটাইপ স্কিমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। এরমধ্যে সদরে সতেরোটি

কলোনি স্কিমে. ধর্মনগরে পাঁচটি , কৈলাশহরে চারটি , কমলপুরে চারটি , খোয়াই দুটি , উদয়পুরে দুটি. বিলোনীয়ায় দুটি , সোনামুড়া ও সাব্রুমে দুটি করে. অমরপুরে চেলাগাঙ্গে একটি করে ও রুদ্রসাগর ফিসারম্যান কলোনি স্কিমে সর্বমোট একচল্লিশটি কলোনি স্কিমে এবং প্রটোটাইপ স্কিমে সদরে ছয়টি কলোনিতে. কৈলাশহরে চারটি কলোনিতে. কমলপুরে তিনটি কলোনিতে. খোয়াই দুটি কলোনিতে বিলোনীয়ায় তিনটি কলোনিতে. সাব্রুমে আটটি কলোনি, অমরপুর একটি কলোনিতে মোট সাতাশটি কলোনিতে আশ্রয় দেওয়া হয়।

এছাড়া ল্যান্ড পারচেজ স্কিমে সদরে দুটি সোনামুড়ায় একটি, কৈলাশহরে একটি, বিলোনিয়ায় তিনটি, কমলপুরে একটি মোট সাতটি কলোনিতে পুনর্বাসন দেওয়া হয়।

ত্রিপুরাতে উদ্বাস্তু আগমনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা ঘটনাপঞ্জিকে খুব কাছে থেকে চাক্ষুষ করেন প্রাক্তন রিলিফ অফিসার বিশু চ্যাটার্জি। তাঁর মতে. অব্যবহৃত খাস জায়গায় এবং অনুপজাতি যারা প্রয়োজনের চেয়ে অনেক অনেক গুণ বেশি জমি নিজের নামে করে পতিত অবস্থায় ফেলে রেখেছিল সেই সমস্ত জায়গায় ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে অধিগ্রহণ করে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। পুনর্বাসনের সময়ে কলোনি স্কিমে যারা পুনর্বসতি পেয়েছে তাদের জমি ছাড়াও ১.৯৬৫ টাকা পবিবার পিছু ব্যবসাব জন্যে আর জঙ্গল পরিস্কারের জন্যে ৩০০ টাকা কবে দেওয়া হয়। প্রটোটাইপ স্কিমে যারা পুনর্বসতি পেয়েছে তারা সাধারণত কৃষিজীবী। তাদের পরিবাব পিছু ২.১৫০ টাকা দেওয়া হয়। আর ল্যাণ্ড পারচেজ স্কিমে যাবা পুনর্বসতি পেয়েছে তাদের পরিবার পিছু জায়গা কেনার জন্যে এবং ব্যবসার জন্যে ২.৭৫০ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়া কৃষিজীবীদের বলদ কেনার জন্যে পরিবার পিছু চারশো টাকা কবে দেওয়া হয়। ত্রিপুরার অর্থনীতির উপব যাতে চাপ না পড়ে সেইজন্যে নানা রকম কুটির শিল্পও স্থাপন করা হয়। যার ফল তখন স্থানীয় জনসাধারণও ভোগ করে। প্রচুর রাস্তাঘাট তৈরি করা হয়।

শিক্ষার জন্যে অসংখ্য প্রাইমারি স্কুল তৈরি করে রিলিফ বিভাগই পরিচালনা করে। এই সমস্ত স্কুলে স্থানীয় জনসাধারণও পড়ার সুযোগ পেয়েছে, এখনও পাচ্ছে। পরবর্তীকালে এই সমস্ত স্কুল শিক্ষাবিভাগে হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া গ্র্যান্ট-ইন-এইড স্কিমে অসংখ্য হাই স্কুল স্থাপন করা হয়। যা বর্তমানেও আছে। অসংখ্য ডিস্পেন্সারি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে খোলা হয়। পরবর্তীকালে যা স্বাস্থ্য বিভাগে হস্তান্তর করা হয়। এছাড়া জি বি হাসপাতাল তৈরি করা হয় ও এম বি বি কলেজের অসম্পূর্ণ বিল্ডিংকে পূর্ণরূপ দেওয়া হয়।

উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্যে যে জায়গা দেওয়া হয়েছিল তা সম্পূর্ণভাবে

চাষের অনুপযুক্ত ছিল। উদ্বাস্তুরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই সমস্ত জায়গা তিন ফসলযোগ্য করে তুলেছিল। ত্রিপুরাকে খাদ্যশস্যে প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করে মূলত তারাই।

জলের সুবিধার জন্যে অসংখ্য টিউবওয়েল, রিংওয়েল, পুকুর, লেক ইত্যাদিও করা হয়েছিল। ওই সময়ে ত্রিপুরার সাধারণ বাজেট ছাড়াও ভারত সরকার কর্তৃক প্রণীত উদ্বাস্তুদের বাজেট অনেক অনেক গুণ বেশি ছিল এবং টাকা পয়সা কলকাতাতে ভারত সরকারের পে অ্যাণ্ড অ্যাকাউন্টস অফিসারের মাধ্যমে তোলা হত। এই সমস্ত কাজ যখন হয় তখন ত্রিপুরা চিফ কমিশনারের শাসনাধীন ছিল। সেই সময়ে ত্রিপুরার অর্থনীতিতে সচ্ছলতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

১৯৫৮ সালের পরে বেশ কয়েক বছর উদ্বাস্তু আসা ও রেজিস্ট্রেশন বন্ধ থাকার পর ১৯৬৪ সাল থেকে আবার উদ্বাস্তু আসতে আরম্ভ হয় এবং ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পযর্ন্ত উদ্বাস্তু আসে ও রেজিস্ট্রেশন হয়। ওই সময় ৩২,৩৭৯ পরিবারের ১,৩৯,৭৮৪ জন উদ্বাস্তু আসে। পরবর্তী সময়েও এই উদ্বাস্তু আসা একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।

ভারত সরকার সেই সময়ের ত্রিপুরার জনসংখ্যা বিচার করে স্থির করে যে, উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন না দিয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পুনর্বাসন দেবে। সে অনুযায়ী সেই সময়ে আসা উদ্বাস্তুদিগকে আসার সাথে সাথে দণ্ডকারণ্যের মানা, বিহারের বেতিয়া এবং আন্দামান প্রভৃতি স্থানে পাঠানো হত। এই ভাবে ৭,০৬৫ পরিবারের ২০,১৯৮ জনকে ভারতবর্ষের অন্যত্র পাঠাবার পর জননেতা নৃপেন চক্রবর্তী, দশরথ দেব, বীরেন দত্তরা আন্দোলন আরম্ভ করলেন যে এই সমস্ত উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরার বাইরে পাঠানো চলবেনা। তাদের ত্রিপুরাতে পুনর্বাসন দিতে হবে এবং এই দাবিতে নৃপেন বাবুরা দুর্গাবাড়িতে অনশনও করেছিলেন। যার ফলশ্রুতিতে বাকি উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরার কৈলাশহরের নালকাটা ও সদরের আমতলি ও অরুন্ধতিনগরে পুনর্বসতির সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং এখনও বেশ কিছু পরিবার আমতলি পি. এল হোমে পুনর্বাসনের অপেক্ষায় আছে।

তাই শুধু উদ্বাস্তুদের আসার ফলেই যে ত্রিপুরা অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়েছে, উদ্বাস্তুরা আসায় এ রাজ্যের উপজাতিদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির বুনিয়াদ ভেঙে পড়েছে বলে একশ্রেণীর রাজনীতির ব্যাপারিদের মুখে যা ধ্বনিত হচ্ছে তা মোটেই ঠিক নয়। উদ্বাস্তুদের এরাজ্যেই পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলন করেছেন অনেকেই ভোট বাক্সের কথা মাথায় রেখে। ভোট বাক্সের লক্ষ্যে রাজনীতির ব্যাপারিদের এই অনুপ্রবেশে মদত দেওয়া বলতে গেলে এখনও অব্যাহত রয়েছে। রাজ্যের বর্তমান অস্থির পরিস্থিতির জন্যে যে এইসব কারণও কিছুটা হলেও দায়ী সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

ত্রিপুরার প্রধান প্রধান বৈরি সংগঠনসমূহ

শুধু এন এল এফ টি, এ টি টি এফ -ই নয়, ত্রিপুরায় নানা নামের ২৫-৩০ টি বৈরি সংগঠন তৎপর। এর মধ্যে অধিকাংশ বৈরি সংগঠনগুলিরই বাস্তবিক অর্থে কোনও উদ্দেশ্য বোঝার উপায় নেই। মনে হয় হত্যা, অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, লুটপাটই তাদের মূল উদ্দেশ্য। সেংক্রাক বৈরিরা ছাড়াও রাজ্যে তৎপর প্রধান প্রধান বৈরি সংগঠনগুলির পরিচয় ঃ

সেংক্রাক

৬০ এর দশকে তৎপর রাজ্যের প্রথম বৈরি সংগঠন এটি। মূলত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় পুনর্বাসনের প্রতিবাদে এবং তাদের বিদেশি আখ্যায়িত করে বিতারণের লক্ষ্যে সেংক্রাক তাদের হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপ শুরু করেছিল। অনন্ত রিয়াং ও রত্নসেন রিয়াং- এর নেতৃত্বে শুরু হয়েছিল এই আন্দোলন।

১৯৬৪ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে সেংক্রাক-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। প্রথমদিকে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শচীন সিং সরকার এই আন্দোলনকে তেমন পাত্তা না দিলেও একসময় যখন এই আন্দোলন ক্রমেই তেজি হতে থাকে তখন বাধ্য হয়েই সরকার কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সেংক্রাক দলের দুই নেতার একজন অনন্ত রিয়াংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। পরবর্তীকালে পুলিশি হেপাজতে রহস্যজনকভাবে তার মৃত্যু ঘটে। অন্য নেতা রত্নসেন রিয়াং ব্যাপক ধরপাকড়ের মুখে আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তিনি এখনও জীবিত আছেন। কাঞ্চনপুরের সাতনালায় বার্ধক্য জীবনযাপন করছেন।

বিদেশি বিতারণের আন্দোলনের নামে মানুষ মারার যে আন্দোলন সেংক্রাক সংগঠিত করেছিল এবং তা যে ভুল পথ ছিল সেংক্রাকের একমাত্র জীবিত নেতা রত্নসেন রিয়াং নিজেই এখন সেটা স্বীকার করেন।

টি এন ভি

বিদেশি বাঙালি বিতারণের লক্ষ্যে সেংক্রাকের হাত ধরে ৬০-এর দশকের শেষ লগ্নে যে জঙ্গি আন্দোলন শুরু হয়েছিল তারই পরবর্তী ধাপ ছিল স্বাধীন ত্রিপুরার দাবিতে টি.এন.ভি-র জঙ্গিপনা। ১৯৭৮ সালে বিজয় রাঙ্খল, চুনি কলই, বিনন্দ জমাতিয়া প্রমুখ শিলং-শিক্ষিত উপজাতি যুবকরা টি.এন.ভি-র জন্ম দেন।

১৯৭৮ সালে মিজোরামের এম এন এফ বৈরিদের সহায়তা নিয়ে টি.এন.ভি দলের জঙ্গিপনার অধ্যায় শুরু হয়েছিল। কিন্তু প্রথম একবছর তাদের কাজকর্ম মূলত ওভারগ্রাউণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। এর আগে টি.এন.ভি-র ওই নেতারা ত্রিপুর সেনা নামে উপজাতি যুব সমিতির যুব সংগঠনের হয়ে কাজ করত।

আসামে তখন চলছিল বিদেশি বিতারণের নামে বাঙালিদের বিতারণের জোর আন্দোলন। বিদেশি বিতারণের নামে 'বাঙাল খেদাও'-এর আন্দোলনের ঢেউ তখন ত্রিপুরাতেও আছড়ে পড়ে। এর ফলস্বরূপ ত্রিপুরা জুড়েও শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতি দাঙ্গা যা ১৯৮০ সালের জুন মাসে চূড়ান্ত রূপ পায় । ওই দাঙ্গায় কম করেও ১৫০০-এর মত জাতি-উপজাতির মানুষ মারা যায়। নিখোঁজ হয় বেশ কয়েকশো মানুষ। গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যায়। দাঙ্গায় শুধু পশ্চিম জেলা সদরের মান্দাইতেই মারা যায় ৬১৩ অনুপজাতি এবং ১৮৭ জনের মত নিরীহ নিরপরাধ উপজাতি। রাজ্যে তখন বামফ্রণ্ট সরকার।

প্রথম দিকে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে তড়িৎ কোনও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। কিন্তু পরিস্থিতি যখন এক রকম নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন বাধ্য হয়েই সেনাবাহিনী সহ কেন্দ্রীয় ফোর্স মোতয়েন করতে হয়। ১৯৮০ সালের জুন মাসের ১৪ তারিখে গ্রেপ্তার করা হয় টি.এন.ভি -নেতা বিজয় রাঙ্খল সহ প্রথম সারির সব কজন যুব সমিতি ও টি.এন.ভি নেতাদের।

টি.এন.ভি দলে যোগদানের আগে বিজয় রাঙ্খল সহ অধিকাংশ টি.এন.ভি নেতাই মূলত টি ইউ জে এস দলের সক্রিয় কর্মী ও নেতা ছিলেন। দলের ক্ষমতার লড়াই এবং দাবি আদায়ের আন্দোলন নিয়ে আভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফলে ১৯৭৯ সালের আগষ্ট মাসে বিজয় রাঙ্খলকে যুব সমিতি থেকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু জঙ্গি সংগঠন টি.এন.ভি-র নিয়ন্ত্রণ তখনও টি টি ইউ জে এস নেতাদের হাতেই ছিল। তাই দলীয় আভ্যন্তরীণ লড়াই -এ হেরে গিয়ে বিজয় রাঙ্খল টি.এন.ভি-র অবলুপ্তির কথা ঘোষণা করে দেন ১৯৮০ সালে। তার এই একপেশে সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ বিনন্দ জমাতিয়া, চুনি কলই প্রমুখরা আর্মি অব ত্রিপুরা পিপলস্ লিবারেশন অর্গানাইজেশন (এ টি পি এল ও) নাম দিয়ে নতুন একটি বৈরি সংগঠনের জন্ম দেন।

সংবাদে প্রকাশ যে, বিজয় রাঙ্খলের টি.এন.ভি- র সময়ের সুসম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে এ টি পি এল ও - এম এন এফ-এর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে এবং বাংলদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রশিক্ষণ শিবিরে এম এন এফ এর সহায়তায় প্রশিক্ষণ শিবির চালু করে। প্রথম দিকে এম এন এফ-ই এ টি পি এল ও- কে অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু কিছুদিন বাদে এ টি পি এল ও-তেও ভাঙ্গন ধরে। নেতৃত্বের লড়াই-এ বিনন্দ জমাতিয়া ও চুনি কলই পৃথক হয়ে যান।

ত্রিপুরা পিপলস্ লিবারেশন আর্মি (টি পি এল ও) নাম দিয়ে চুনি কলই নুতন সংগঠনের

জন্ম দেন। ১৫০ জন করে সদস্য নিয়ে দুটি গ্রুপে বিভক্ত হয়ে টি পি এল ও তৎপরতা চালাতে শুরু করে।

কথায় আছে শিয়ালকে ঘরের ভাঙা বেড়া দেখালে মুরগি চুরি হবেই- ঠিক এমনি ভাবে একবার জঙ্গি-জীবনের স্বাদ পেয়ে গিয়ে বিনন্দ জমাতিয়া, চুনি কলই বিজয় রাঙ্খলদের অবস্থাও তাই হয়। চুনি কলই-এর সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হয়ে যাওয়ার পর বিনন্দ জমাতিয়াও নতুন করে একটি জঙ্গি সংগঠন গড়তে চেষ্টা চালাতে থাকেন। ইত্যবসরে তিনি বিজয় রাঙ্খলকে তার স্ত্রীকে সহ অপহরণ করে নিয়ে যান। শোনা যায় এখবর পেয়ে চুনি কলই তার টি পি এল ও গেরিলাদের নিয়ে গিয়ে বিনন্দ-র অস্থায়ী ডেবা থেকে বিজয় রাঙ্খলকে উদ্ধার কবে আনেন। কিন্তু বিজয় রাঙ্খল আব ঘরে ফেরেনি। তিনি চুনি কলই -র সঙ্গে মিলিত হয়ে টি.এন.ভি-র পুনর্জন্ম দেন।। বিজয় রাঙ্খল নিজে হন দলের সভাপতি এবং চুনি কলইকে কবা হয় সামরিক বাহিনীব প্রধান। বিনন্দ জমাতিয়া তখন তাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে পরিগণিত হন। এম এন এফ -এর সঙ্গে টি.এন.ভি সভাপতি বিজয় বাঙ্খল পুনরায় সুসম্পর্ক গড়ে তোলেন। শুরু হয় ফের অস্ত্রের উন্মাদনা।

এদিকে টি.এন.ভি-র তাড়া খেয়ে খেয়ে হয়রাণ বিনন্দ জমাতিয়া জঙ্গলে তার প্রাধান্য হারিয়ে নিরুপায় হয়ে আত্মসমর্পণের মনস্থ করেন। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর সঙ্গে যোগাযোগ করে ২৯৮ জন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু ভাল অস্ত্র জমা দেন মাত্র ২৫-৩০টি।

অভিযোগ ওঠে, বিনন্দ জমাতিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক মিতালি বাড়াতেই কি নৃপেন চক্রবর্তী এত কম অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এতগুলি লোককে বৈরী পরিচয়ে আত্মসমর্পণ করিয়েছিলেন ? অভিযোগ যাই হোক, বৈরিদের মূলস্রোতে ফিরে আসাটা নিশ্চিতই অভিনন্দনযোগ্য।

১৯৮৫ সালে আত্মসমর্পণের পরই বিনন্দ সি পি এম-এর উপজাতি সংগঠন গণমুক্তি পরিষদে যোগদান করেন। কিন্তু গণমুক্তি পরিষদে যোগদানের পরই তিনি রহস্যজনকভাবে খুন হন।

এদিকে ১৯৮৩ সালের ৭ এপ্রিল ধূমাছড়ায় সাধারণ পোশাক পরিহিত অবস্থায় চুনি কলই ধরা পড়ে যায়। কিন্তু পরিচয় গোপন করে একবার সি আর পি এফ-র হাত থেকে রক্ষা পান। সি আর পি এফ তাকে চিনতে পারেনি। কিন্তু শেষে ধরা পড়ে যান। একদিন সি আর পি এফ ক্যাম্পের ভিতরেই ভলিবল খেলতে গিয়ে আসল পরিচয় বেড়িয়ে আসে। চুনি কলই ধরা পড়ে যান।

চুনি কলই ধরা পড়ে যাওয়ার পর বিজয় রাঙ্খল ও কার্ত্তিক কলই-নির্ভর হয়ে পড়ে টি.এন.ভি। একই সময়ে মিজোরামে এম এন এফ-এর সঙ্গে ভারত সরকারের শান্তি

আলোচনা চলছিল। এম এন এফ আত্মসমর্পণ করে ফেললে টি.এন.ভি সমূহ বিপদের মুখে পড়তে পারে। এই ধারণা থেকে তারাও শান্তি আলোচনায় সামিল হন।

১৯৮৬ সালে এম এন এফ জঙ্গিরা ভারত সরকারের সঙ্গে চুক্তির ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ করে। টি.এন.ভি-র সঙ্গে শান্তি আলোচনা ভেস্তে যায়। কিন্তু এম এন এফ জঙ্গিরা আত্মসমর্পণ করলেও তারা তাদের সব অস্ত্র জমা দেয়নি।

পরবর্তীকালে শোনা গেছে এম এন এফ বৈরিদের অস্ত্রগুলি টি.এন.ভি- বৈরিদের হাতে চলে এসেছে। বিদেশি অস্ত্র হাতে টি.এন.ভি বৈরিরা তখন নতুন উদ্যমে উন্মাদনা শুরু করে।

১৯৮৮ সালে বিধানসভার ভোটের মুখে ২৪ ঘণ্টার ব্যবধানে রাজ্যে শতাধিক লোককে হত্যা করে টি এন ভি। সারা বাজ্যকে উপদ্রুত ঘোষণা করে সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে রাজ্যে বিধানসভার নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে সি পি এম হেরে যায়। কংগ্রেস ও উপজাতি যুব সমিতি জোট ক্ষমতায় আসে। জোট সরকার ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করে টি এন ভি। অভিযোগ ওঠে টি ইউ জে এস ও কংগ্রেস-এর সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে আত্মসমর্পণ কবেছে টি এন ভি। বোঝাপড়া থাক বা না থাক বৈরিদের আত্মসমর্পণ প্রয়াসকে স্বাগত জানাতেই হয়।

অবশ্য এক্ষেত্রে জোট সবকারের রাজনৈতিক লাভালাভেব কথা চিন্তা করে টি.এন.ভি-কে আত্মসমর্পণ করাতে কংগ্রেস যেমন সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল পাশাপাশি জননিরাপত্তার কথা চিন্তা করে নিরাপত্তা বাহিনী বিশেষত দিল্লির তৎকালীন রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকাবও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কিন্তু অভিযোগ উঠে, এম এন এফ-এর মত টি.এন.ভিও আত্মসমর্পণের সময় সব অস্ত্র জমা দেয় নি। মাত্র ১২০ টির মত অস্ত্র জমা দিয়েছিল। যার মধ্যে মাত্র ২৫-৩০টি ভাল অস্ত্র ছিল। বাকিগুলি সবই জং ধরা। এমনকি বিভিন্ন সময় নিরাপত্তা বাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া অস্ত্রের সবগুলি জমা দেয়নি টি এন ভি। জঙ্গলে লুকিয়ে রাখা এসব অস্ত্রের কিছু কিছু এখন এন এল এফ টি-ব হাতে দেখা যাচ্ছে।

এন এল এফ টি

টি.এন.ভি-র আত্মসমর্পণের পরে রাজ্যেব মানুষের মধ্যে একটা আশার আলো সৃষ্টি হয়েছিল যে 'যাক বাঁচা গেল।' কিন্তু না, কিছুদিন যেতে না যেতেই মানুষের এই আশার ঘরে ফের আগুন জ্বলে উঠল । মূলত টি.এন.ভি - শান্তি চুক্তির বিরোধিতা ও চুক্তির শর্ত বাস্তবায়নে সরকারি তালবাহানার প্রতিবাদে এবং স্বাধীন ত্রিপুরার দাবিকে সামনে রেখে প্রাক্তন টি.এন.ভি নেতাদেরই কয়েকজন মিলে জন্ম দেন ন্যাশনাল

লিবারেশন ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা (এন এল এফ টি) বৈরি দলের। ১৯৮৯ সালের এপ্রিল মাসের ১৪ তারিখ আগরতলা ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনির সন্নিকটে অবস্থিত কুমারী, মধুতী, রূপশ্রী যাত্রী নিবাসে এন. এল. এফ. টির জন্ম হয় বলে শোনা গেছে। কিছু সংখ্যক আত্মসমর্পণকারী টি.এন.ভি সদস্য যেমন ধনঞ্জয় রিয়াং, হরিধন দেববর্মা, যশুয়া দেববর্মা, বিষ্ণু প্রসাদ জমাতিয়া প্রমুখরা জন্মলগ্নে উপস্থিত ছিল।

এন.এল.এফ.টি ছিল এক সময় ধনঞ্জয় রিয়াং-এব মানসপুত্র। শৈশবাবস্থা কাটিয়ে এন.এল. এফ.টি যৌবনে পদার্পণ করে তৈনানি ফাঁড়ি থানার অস্ত্র লুটের মাধ্যমে।
শোনা গেছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স (আই.এস. আই) এবং নাগাল্যাণ্ডের মিলিশিয়া সংগঠন ন্যাশন্যাল সোসালিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যাণ্ড (আইজ্যাক- মুইভা) -এর সমর্থনও পেয়েছে এই বৈরি দলটি।

১৯৮৯ সালের ১৪ এপ্রিল এই গেরিলা সংগঠনটির জন্ম হলেও ১৯৯১ সালের ১১ ডিসেম্বর, বুধবার বেলা ঠিক এগারোটা নাগাদ এন এল এফ টি-র প্রতিষ্ঠাতা প্রেসিডেন্ট তথা সুপ্রিম কমাণ্ডার ধনঞ্জয় রিয়াং-এর নেতৃত্বে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার উদয়পুর মহকুমায় তৈনানি পুলিশ ফাঁড়ির উপর প্রকাশ্য দিবালোকে 'অপারেশন জেনেসিস' নামে এক দুঃসাহসিক সশস্ত্র অফেন্সিভ অভিযানের মধ্য দিয়ে এই বৈরি সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। শোনা যায়, এই উপজাতি গেরিলা সংগঠনটি ১৯৮৯ সালে গঠিত হলেও এর দলীয় কার্যকলাপ প্রায় তিন বছর ওভারগ্রাউণ্ডেই সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।
'অপারেশন জেনেসিস'-এ অংশগ্রহণকারী বৈরিরা ছিল ঃ-

(১) ধনঞ্জয় রিয়াং	(৫) আনন্দ রিয়াং
(২) নিমাই সাংমা	(৬) ধনীরাই রিয়াং
(৩) নিত্য দেববর্মা	(৭) করুণা রিয়াং
(৪) সুরজিৎ রিয়াং	(৮) সদাগর রিয়াং

১১ ডিসেম্বর তারিখে কট্টর উপজাতি জাতীয়তাবাদী গেরিলা ধনঞ্জয় রিয়াং -এর নেতৃত্বে উল্লেখিত বৈরিরা মাত্র একটা পয়েন্ট টু-টু রিভলভার ও একটা ড্যাগার দিয়ে দক্ষিণ জেলার তৈনানি পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ চালিয়ে নয়টি রাইফেল লুঠ করে। আর এটা অনস্বীকার্য যে এই একটা ড্যাগার দিয়ে দক্ষিণ জেলার তৈনানি পুলিশ ফাঁড়িতে সীমিত অস্ত্র দিয়েই ধনঞ্জয় রিয়াং-এর নেতৃত্বে পরে এন এল এফ টি-র ভিত রচিত হয়।

বাজেয়াপ্ত গোপন কাগজপত্র আর গ্রেপ্তার হওয়া বন্দিদের জবানবন্দি থেকে সংকলিত এইসব তথ্য যার সত্যাসত্য বিচার করা বস্তুত অসম্ভব।

মিনিসৃট্রি (প্রতিষ্ঠাকালে)

১)	ধনঞ্জয় রিয়াং	প্রেসিডেন্ট (সুপ্রিম কমাণ্ড)
২)	বিশ্বমোহন দেববর্মা	ভাইস প্রেসিডেন্ট
৩)	বিষ্ণুপদ জমাতিয়া	হোম সেক্রেটারি
৪)	কামিণী দেববর্মা	ফরেন্ সেক্রেটারি
৫)	ধনীরাম রিয়াং	কমিউনিকেশন সেক্রেটারি
৬)	হরিধন দেববর্মা	পাবলিসিটি সেক্রেটারি
৭)	জয়ন্ত রিয়াং	সেক্রেটারি ইন্টারন্যাল সিকিউরিটি

বর্তমান সাংগঠনিক কমিটি

১) বিশ্বমোহন দেববর্মা — সভাপতি
পিতা ঃ ব্রজ কিশোর দেববর্মা
বাড়ি ঃ সুমন্তপাড়া, থানা ঃ কল্যাণপুর।

২) কামিনী দেববর্মা — স্বঘোষিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী
পিতা ঃ ক্ষিরোদ দেববর্মা
বাড়ি ঃ কান্তাকোবরা, থানা ঃ জিরানিয়া।

৩) অরুণ দেববর্মা — স্বঘোষিত সেকেণ্ড লেফ্‌টেন্যান্ট
পিতা ঃ খিসা দেববর্মা
বাড়ি ঃ জিরানিয়া।

৪) জ্ঞানবীর দেববর্মা — স্বঘোষিত লেফ্‌টেন্যান্ট
পিতা ঃ বৃজগণ দেববর্মা
বাড়ি ঃ সুমন্তপাাড়া, থানা ঃ কল্যাণপুর।

৫) নয়নবাসি জমাতিয়া — মেজর
পিতা ঃ সতীশ জমাতিয়া

	বাড়ি ঃ ত্রিশাবাড়ি,	
	থানা ঃ তেলিয়ামুড়া।	
৬)	বিষ্ণু প্রসাদ জমাতিয়া ওরফে জে বসাং	রাজস্ব সচিব
	পিতা ঃ শ্রীধাম মানিক জমাতিয়া	
	বাড়ি ঃ হদ্রাই, থানা ঃ তেলিয়ামুড়া।	
(৭)	মন্টু কলই	সাধারণ সম্পাদক
	পিতা ঃ সুখপদ কলই।	
	বাড়ি ঃ কলইপাড়া, জম্পুইজলা।	
(৮)	ধনু কলই	উপ সামরিক প্রধান
	পিতা ঃ সুখদি কলই	
	বাড়ি ঃ তৈদু, খামারবাড়ি।	
(৯)	বিনয় দেববর্মা	প্রচার সম্পাদক
	পিতা ঃ বিশ্বরাই দেববর্মা	
	বাড়ি ঃ বড়গাছিয়া, সিধাই।	
(১০)	যশোয়া দেববর্মা (যতীন্দ্র)	সম্পাদক, রাজনৈতিক
	পিতা ঃ শিকচবণ দেববর্মা	
	বাড়ি ঃ বড়ময়দান। কল্যাণপুব।	

এন এল এফ টি 'র অস্ত্র

এ কে ৫৬ রাইফেল ----	১৫	রকেট লঞ্চার ----	০১
এ কে ৪৭ রিভলভার--	১০০	৯ এম এস পিস্তল--	১০
এস এল আর ----	৫০	রিভলভার--	২০
কার্বাইন ----	১০	গ্র্যানেড--	১০০
স্টেনগান---	০৫	থ্রি নট থ্রি রাইফেল --	৫০
এল এম জি--	২০	চিনে নির্মিত রাইফেল --	৫০
		২ ইঞ্চি মর্টার ---	০১

এন. এল. এফ. টি'র দাবি

(১) ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ত্রিপুরাকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন

(২) এন. এল. এফ. টি'র ভাষায় নব্য উপনিবেশবাদ থেকে মুক্তি

(৩) শোষণ মুক্ত সমাজ গঠন

(৪) স্বদেশি সংস্কৃতির প্রসার

(৫) রাষ্ট্রের ধর্ম হবে খ্রিষ্টধর্ম

(৬) আই.পি. এফ.টি দলকে ভোটের মাধ্যমে গদিতে স্থাপন

উদ্দেশ্য সাধনে এন. এল. এফ. টি-র পদ্ধতি

(১) জুলুমবাজির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ

(২) টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে অপহরণ

(৩) ব্যাঙ্ক ও বাজার লুটের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ

(৪) সুরক্ষা বাহিনীর লোকেদের উপর হামলা চালিয়ে অস্ত্র লুট

(৫) পাচার এবং অবৈধ বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ

(৬) ভারত বিরোধী শক্তির কাছ থেকে অস্ত্র এবং অর্থ সংগ্রহ

(৭) অপপ্রচার চালিয়ে জাতি উপজাতির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং দাঙ্গার পরিস্থিতির উদ্ভব করা

(৮) মিশ্র জনবসতি এলাকায় আক্রমণ এবং অগ্নি সংযোগ;

(৯) ব্যাপটিষ্ট খ্রিষ্ট ধর্ম প্রচার ;

(১০) সুরক্ষা বাহিনী কর্তৃক মানবধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে বলে অপপ্রচার করা ;

(১১) টি এস আর-এর বিলুপ্তি

এন এল এফ টি -র ঘাঁটি/ প্রশিক্ষণ শিবির

(ধৃত বৈরির জবানবন্দি থেকে সরকারিভাবে অসমর্থিত কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমর্থিত এইসব খবরের সত্যাসত্য বিচার করা অসম্ভব। কারণ সন্ত্রাসবাদিদের সম্পর্কে অসংখ্য কাহিনী সারা পৃথিবী জুড়েই পল্লবিত হয়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদিরাও এরকম রোমহর্ষক গল্প ছড়িয়েছে বলে দেখা গেছে)

❑ লালু কালো ক্যাম্প - ১

কাঞ্চনপুর মহকুমা সদর থেকে ৬০-৭০ কিমি দূরত্ব হবে ক্যাম্পটির। এই ক্যাম্পে ৪০ টির মতো পলিথিনের ছানি কাঁচা বাঁশের ঘর রয়েছে। ৮০-৯০ জনের মতো এন এল এফ টি বৈরি এখানে অবস্থান করে।

এন এল এফ টি-র নয়নবাসি জমাতিয়া এই ক্যাম্পটির দায়িত্বে রয়েছে। এই ক্যাম্পের আশপাশে এন এস সি এন ও এন ডি এফ বি বৈরিদের দু'টি ঘাঁটি রয়েছে।

❑ রেঞ্জার রেজিমেন্ট ক্যাম্প - ২

কাঞ্চনপুর থেকে ৪০ কিমি দূরত্ব হবে ক্যাম্পটির। এখানে শতাধিক বৈরি থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। ধলাই, উত্তর জেলাতে হামলা, সন্ত্রাস এই ক্যাম্প থেকেই এসে চালানো হয়। তপন কলই এই ক্যাম্পের দায়িত্বে রয়েছে।

❑ থাণ্ডার রেজিমেন্ট ক্যাম্প - ৩

রইস্যাবাড়ি সীমান্তকে ব্যবহার করে বৈরিরা এই ক্যাম্পে যাওয়া আসা করে। বিদ্যাসিং জমাতিয়া এই ক্যাম্পের দায়িত্বে রয়েছে। ১৯৯৬ সালে এই ক্যাম্পটি তৈরি হয়েছিল। বর্তমানে এটি বন্ধের মুখে।

❑ ট্রানজিট ক্যাম্প - ৪

রইস্যাবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত। এই ক্যাম্পের পাশেই একটি ত্রিপুরি বস্তি বয়েছে। ওই ত্রিপুরি বস্তির সহযোগীদের মাধ্যমেই এই ক্যাম্পের খাদ্য সামগ্রী আসে। নীহার দেববর্মা এই ক্যাম্পের দায়িত্বে রয়েছে।

❑ ট্রানজিট ক্যাম্প - ৫

কাঞ্চনপুর সীমান্তে অবস্থিত। এই ক্যাম্পটিতে ৭০-৭৫ জনের মতো থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। সামরিক কায়দায় জঙ্গলাকীর্ণ একটি টিলার উপর ক্যাম্পটি করা হয়েছে। এই ক্যাম্পে অবস্থান করে বৈরি পরিবারের অনেক সদস্য জুম চাষ করে থাকে। কাঞ্চনপুরের গছিরামবাড়ির সপাইয়া রিয়াং এই ক্যাম্পের দায়িত্বে রয়েছে।

❑ ট্রানজিট ক্যাম্প - ৬

রইস্যাবাড়ি সীমান্তে অবস্থিত। এই ক্যাম্পের পাশে এন এস সি এন ও এন ডি এফ বি বৈরিদেরও দুটি ক্যাম্প রয়েছে। ১৯৯৯ সালের মার্চ মাস নাগাদ এন এস সি এন এই ক্যাম্পটি বন্ধ করে চলে এসেছে। এখন এন এস সি এন-এর ওই ক্যাম্পটিতে ৫-৬ জন এন এল এফ টি বৈরি অবস্থান করছে।

❑ ট্রানজিট ক্যাম্প - ৭

একটি ভাড়া করা চারতলা দালান বাড়িতে ক্যাম্পটি। এন এল এফ টি সভাপতি ও অন্যান্য নেতারা পালা করে এখানে অবস্থান করে। কম্পিউটার, ফ্যাক্স থেকে শুরু করে জেরক্স মেশিন ইত্যাদি সব কিছুই রয়েছে এই ক্যাম্পে।

❑ এন এল এফ টি ও পাক আই এস আই

ধৃত বহু বৈরির জবানবন্দি থেকে বার বার শোনা যাচ্ছিল যে, পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সঙ্গে এন এল এফ টি-র বেশ ভাল সম্পর্ক রয়েছে। বন্দিরা তাদের জবানবন্দিতে বলেছে যে, ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে এন এল এফ টি-র স্বঘোষিত প্রধান বিশ্বমোহন দেববর্মার সঙ্গে পাক আই এস আই -র একটি গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। খবরে প্রকাশিত হয়েছিল যে তারপরে ১৯৯৭ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি বিশ্বমোহন এবং এন এল এফ টি-র আর্মি চিফ ধনু কলই নকল পাসপোর্টে পাকিস্তানে যায় এবং সেখান থেকে প্রচুর অস্ত্র ও গোলা বারুদ সংগ্রহ করে। পাকিস্তান আর্মি ট্রেনিং ক্যাম্পে তারা প্রশিক্ষণও নিয়ে আসে। তারা ১৯৯৭ সালের জুলাই মাস নাগাদ পাকিস্তান থেকে ফিরে আসে এবং সিদ্ধান্ত নেয় আরও ১৫-১৬ জনকে প্রশিক্ষণের জন্য পাকিস্তানে পাঠানোর।

❑ এন এল এফ টি-র পলিটিক্যাল লিঙ্ক

রাজ্য ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী এন এল এফ টি -র সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক নেতারই যোগাযোগ রয়েছে ; এরমধ্যে সদ্য গজিয়ে ওঠা উপজাতি ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে এন এল এফ টি -র কামিনী দেববর্মা. মণ্টু কলই ও যশোয়া দেববর্মার বেশ ভাল সম্পর্ক রয়েছে। এদের মাধ্যমে এন এল এফ টি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক খবরাখবর পেয়ে থাকে। তাছাড়া পূর্বতন একটি বৈরি সংগঠনের শহরভিত্তিক আত্মসমর্পনকারী কিছু নেতার (টি এন ভি) সঙ্গে এন এল এফ টি -র বেশ ভাল যোগাযোগ রয়েছে বলে শোনা যায়।

❑ এন এল এফ টি-র ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও ধৃত এন এল এফ টি বৈরিদের জবানবন্দি অনুযায়ী জানা গেছে , এন এল এফ টি-র মূল টার্গেট হল ত্রিপুরা থেকে বাঙালিদের বিতারণ। এই লক্ষ্যকে এগিয়ে নিয়ে যেতেই এন এল এফ টি রাজ্য জুড়ে খুন সন্ত্রাস গণহত্যা সংগঠিত করছে। এবং ভবিষ্যতে তা আরও বেশি করবে। অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকদের এতে সামিল করার চেষ্টা করছে। বিভিন্ন উপজাতি গ্রামে এন এল এফ টি গ্রামবাসীকে ভাল ভাল অস্ত্র বিলাচ্ছে। পালটা হামলা থেকে গ্রামের মানুষকে রক্ষা করতে ওভার গ্রাউণ্ড সহযোগীদের মাধ্যমে গ্রামে গ্রামে এন এল এফ টি -র নিজস্ব বাহিনী গঠনেরও চেষ্টা চালাচ্ছে।

❑ এন এল এফ টি ভেঙে টি আর এ-র জন্ম

১৯৯২ সালে এন.এল.এফ.টি'র মধ্যে জাতিগত ভিত্তিতে নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত আসে। প্রশ্ন আসে রিয়াংরা না ত্রিপুরিরা কারা এন.এল. এফ.টি'র নেতৃত্ব দেবে। ত্রিপুরিরা মনে করত যদিও এন.এল. এফ.টি তে সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে তারাই বেশি তথাপি নেতৃত্ব দিচ্ছে ধনঞ্জয় রিয়াং, মোহন রিয়াং, রাজেন্দ্র রিয়াং- এর মতো রিয়াং নেতারা। এই নিয়ে মতপার্থক্যের ফলশ্রুতিতে ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এন.এল. এফ.টি'র তৎকালীন সহ সভাপতি বিশ্বমোহন দেববর্মার নেতৃত্বে যশুয়া দেববর্মা সহ ত্রিপুরিরা অভ্যুত্থান করে রিয়াং নেতা ধনঞ্জয়কে গদিচ্যুত করে।

বিশ্বমোহন দেবর্বমা এন.এল. এফ.টি'র সভাপতি পদে আসিন হয়। সভাপতির নেতৃত্বে সংখ্যাগুরু ত্রিপুরিরা ধনঞ্জয় রিয়াং-কে হত্যা করার জন্য সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়। কিন্তু যে করেই হোক ধনঞ্জয় রিয়াং বাঁচতে সক্ষম হয়। তিনি 'ত্রিপুরা রেসারেকশান আর্মি'(টি আর এ) নামে নতুন একটি বৈরি সংগঠন গড়ে তুলেন। সেই থেকেই এন.এল. এফ.টি'র নেতৃত্বের মধ্যে রিয়াংদের থেকে তেমন কোন নেতৃত্ব নেই। অথচ সংগঠন গড়ার ক্ষেত্রে রিয়াংদের ছাড়া উপায় নেই। রিয়াংরা পাহাড়ে চলতে যতটুকু অভ্যস্থ অন্য উপজাতিরা ততটুকু পটু নয়। তাই দেখা যায় এন.এল. এফ.টি'র মধ্যে সিপাই হিসাবে সিংহভাগই হচ্ছে রিয়াং। আবারও এই নিয়ে অসন্তোষ দেখা দিতে পারে এই চিন্তা করেই এন.এল. এফ.টি নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে দেবাশিস রিয়াং, বাবুরাম রিয়াং প্রমুখকে জুনিয়র কমিশনড় অফিসার হিসেবে নিয়োগ করেছে।

যদিও সন্দেহ রয়েছে তারা প্রকৃত রিয়াং কিনা । রিয়াংদের প্রতি এন.এল. এফ.টি'র ত্রিপুরি নেতৃত্ব কঠোর হলেও জমাতিয়াদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু রিয়াং ও জমাতিয়া সম্প্রদায় কের, গড়িয়া পূজার দিন তারিখের উপর এন.এল. এফ.টি'র ফতোয়াজারি নিয়ে তারা ক্ষুব্ধ।

জমাতিয়ারা সমতলের উপজাতি। মানসিকতার দিক দিয়ে তারা দৃঢ়চেতা এবং কারিগরি বুদ্ধিতে খুব উন্নত। সর্বোপরি সংখ্যার দিক থেকে জমাতিয়ারা এন.এল. এফ.টি তে নগন্য।

তাই এন.এল. এফ.টি'র সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে বিষ্ণু প্রসাদ জমাতিয়া, নয়নবাসি জমাতিয়াব নাম দেখা যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অভ্যুত্থানের পূর্বে এন.এল. এফ.টি'র ত্রিপুরি নেতৃত্ব নয়নবাসী ও ধনঞ্জয় রিয়াং-এর বিরুদ্ধে কাঞ্চনপুরের দুর্গম এলাকায় কিছু উপজাতি রমনীকে ধর্ষনের পর্যায়ক্রমিক অভিযোগ আনে। এটি একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা এবং এই প্রচারের মাধ্যমে রিয়াং সিপাহিদের একটা অংশকে নিজেদের সাথে রাখতে ত্রিপুরিরা সক্ষম হয়। ধনঞ্জয় রিয়াং ১৫৪ জনের মতো সমর্থক নিয়ে টি. আর.এ-এর জন্ম দেয়। তাদের সঙ্গে হাতিয়ার বলতে ছিল কয়েকটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল (৩০৩) ও কয়েকটি এ.কে সিরিজের রাইফেল। এন.এল. এফ.টি ধনঞ্জয়ের পিছনে সবসময় ধাওয়া কবত তাকে হত্যা করতে।

এই পরিস্থিতিতে ১৯৯৫ সালে ধনঞ্জয় রিয়াং এ. টি.টি.এফ-এর মুখপাত্র চবা-তে বেশ কয়েকটি লেখাও লেখে। এইসব লেখায় ধনঞ্জয় রিয়াং এন.এল. এফ.টি-কে এক গভীর ষড়যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্ট বলে দাবি করে।

এন.এল. এফ.টি'র উত্তরোত্তর চাপের মুখে ধনঞ্জয় রিয়াং এ.টি.টি.এফ-এ যোগ দেবার জন্যে এ.টি.টি.এফ সভাপতি রণজিৎ দেববর্মার নিকট প্রস্তাব পাঠায়। শোনা যায় যে, রণজিৎ দেববর্মা ব্যক্তিগতভাবে ইচ্ছুক ছিলেন ধনঞ্জয় রিয়াং এ.টি.টি.এফ-এ যোগ দিক। কিন্তু এ.টি.টি.এফের অন্যান্য ত্রিপুরি নেতৃত্ব এতে মত দেয়নি। ওরা আশঙ্কা করেছিলেন ধনঞ্জয় রিয়াংরা একবাব সুযোগ পেলে রিয়াংরাই সব ক্ষমতা করায়ত্ব করে নেবে। ব্যর্থ মনোরথে ধনঞ্জয় আত্মসমর্পণ করাই উচিত মনে করে।

১৯৯৭ সালের প্রথম দিকে ধনঞ্জয়-এর সেকেণ্ড-ইন্-কমাণ্ড মোহন রিয়াং প্রায় শতাধিক সহযোগী সহ উদয়পুরে আত্মসমর্পণ করে। এর কিছুদিনের মধ্যেই ধনঞ্জয় রিয়াং করবুকে আত্মসমর্পণ করে। এরই সাথে টি.আর.এ-এর বৈরি পর্বের সমাপ্তি ঘটে।

১৯৯২ সালে সর্বপ্রথম এন এল এফ টি -র নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পার্টির দুই শীর্ষ নেতা অর্থাৎ উপদেষ্টা যোগেন্দ্র দেববর্মা ওরফে যশোয়া ও প্রেসিডেন্ট ধনঞ্জয় রিয়াং-এর মধ্যে ছিল এই ক্ষমতার লড়াই। পার্টির মধ্যে যোগেন্দ্র দেববর্মার একনায়কতন্ত্রী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করেই মূলত এন এল এফ টি-তে বিরোধের সূত্রপাত ঘটে।

উপদেষ্টার অনভিপ্রেত ও অসংগত আচরণে স্বাভাবিকভাবেই ধনঞ্জয় রিয়াং অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয় এবং এর প্রতিবাদে উপদেষ্টা কমিটির নিকট তার ক্রুদ্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে

পদত্যাগের হুমকি প্রদান করে। একই সাথে ধনঞ্জয় উপদেষ্টা যশোয়া দেববর্মার কাছে কড়া প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়ে দেয়। এরই মধ্যে দুই নেতার স্বাভাবিক সম্পর্কে চরম অবনতি ঘটে এবং পারস্পরিক বৈরিতায় তারা মেতে ওঠে এক অঘোষিত স্নায়ুযুদ্ধে।

এই তিক্ততার ফলে ধনঞ্জয় রিয়াংকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে উপদেষ্টা যশোয়া দেববর্মাও এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং তার চক্রান্ত বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা মোতাবেক একটি পৃথক অ্যাকসন স্কোয়াড গঠন করা হয় ধনঞ্জয় রিয়াংকে হত্যার লক্ষ্যে। ছলে বলে কৌশলে ধনঞ্জয় রিয়াংকে অপসারিত করে বিশ্বমোহন দেববর্মাকে প্রেসিডেন্ট পদে নিয়োগ করে বিকল্প নেতৃত্ব কায়েম ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করাই যশোয়া দেববর্মা ও তার অ্যাকসন স্কোয়াডের উদ্দেশ্য ও উদগ্র বাসনা ছিল। পরিকল্পনা মাফিক এই ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্বভার যশোয়ার ডানহাত বিশ্বমোহন দেববর্মা ও কামিনী দেববববর্মার যৌথ কমাণ্ড -এর উপর অর্পন করা হয়। এই অনুযায়ী ১৯৯৩ সালে আত্মগোপন করে বিশ্বমোহন দেববর্মা ওভারগ্রাউণ্ড থেকে আণ্ডার গ্রাউণ্ডে কাজ শুরু করে। আত্মগোপনের পর বিশ্বমোহন দেববর্মা ও কামিনী দেববর্মা সরাসরি দলের সদর দপ্তরে চলে যায় এবং স্টেশনে অবস্থানরত পাবলিসিটি সেক্রেটারি হরিধন দেববর্মা, স্বঘোষিত অর্গানাইজিং সেক্রেটারি সাব্বির দেববর্মা ও ক্যাপ্টেন সনজিৎ দেববর্মাকে ডিভাইডিং গ্রুপিজম্-এর মন্ত্রে দীক্ষিত করে তাদের দলে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়।

১৯৯৩ সালে প্রেসিডেন্ট হত্যার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে যৌথ কমাণ্ড দু'টি অ্যাকসন স্কোয়াড গঠন করেছিল। একটি গ্রুপ সনজিৎ রিয়াং-এর নেতৃত্বে উত্তর জেলা হতে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হয়ে অমরপুর মহকুমার কুরমা ও যতনবাড়ি এলাকায় অবস্থান করে। তাদের দায়িত্ব ছিল, তারা ধনঞ্জয় রিয়াং-এর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখবে।

এবং দ্বিতীয় গ্রুপটি লেফটেন্যান্ট সুরজিৎ রিয়াং ওরফে খিচুং -এর পরিচালনায় বিলোনিয়া মহকুমায় অবস্থান নিয়ে অচিরেই পূর্ব নির্ধারিত 'মিট পয়েন্ট' -এ ক্যাপ্টেন সনজিৎ-এর গ্রুপের সাথে মিলিত হয়ে আক্রমণের দিনক্ষণ ঠিক করবে। এই হত্যার ব্লু-প্রিন্ট এমনভাবে তৈরি করা হয় যে, ধনঞ্জয়কে গার্ড অফ অনার দিয়ে 'জুডাস কিস' এর কায়দায় অপারেশন মার্ডার সংগঠিত করা হবে।

ধনঞ্জয় রিয়াংকে প্রেসিডেন্ট পদ থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৩ বিশ্বমোহন দেববর্মার নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যর্থ হত্যা অভিযানের পরপরই এন এল এফ টি দল খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। ঠিক এমনি একটা সময়ে ধনঞ্জয় রিয়াং এন এল এফ টি ভেঙে দিয়ে ১৯৯৪ সালের ১১ ডিসেম্বর ত্রিপুরা রিজারেক্শন্ আর্মি

সংক্ষেপে টি আর এ নামে একটি নতুন জাতীয়তাবাদী গেরিলা সংগঠনের জন্ম দেয়। একই সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে নব গঠিত দলের অস্তিত্ব এবং সাবেক সংগঠন এন এল এফ টি -র অবলুপ্তি ঘোষিত হয়।

❑ টি আর এ -এর আত্মসমর্পণ

তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সমর চৌধুরির উদ্যোগের ফলেই টি আর এ বৈরিরা স্বাভাবিক জীবনে চলে এসেছিল। কিন্তু আত্মসমর্পনের সময় টি আর এ বৈরি নেতা ও তাদের সদস্যদের পুনর্বাসনের সুস্পষ্ট আশ্বাস দেওয়া হলেও বর্তমানে চতুর্থ ফ্রন্ট সরকার টি আর এ বৈরিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে তেমন ফলপ্রসু কোনও কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। প্রতিশ্রুতি খেলাপের অভিযোগে অভিযুক্ত করে টি আর এ বৈরিরা তাই গোপনে ফের অস্ত্র হাতে নেওয়ার চিন্তাভাবনা করছে বলে বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানী সূত্রে আভাস মিলেছে। কেননা আত্মসমর্পনের পরে কোনরূপ পুনর্বাসন না পেয়ে টি আর এ -এর অধিকাংশ বৈরিরাই এখন কায়ক্লেশে দিন গুজরাণ করছে।

এন এল এফ টি ভেঙে দিয়ে ধনঞ্জয় রিয়াং টি আর এ নামে যে বৈরী সংগঠনের জন্ম দিয়েছিল ১৯৯৭ সালে এই সংগঠনের বৈরিরা আত্মসমর্পন করে স্বাভাবিক জীবনে চলে এসেছিল। কট্টর জাতীয়তাবাদী টি আর এ-এর নেতা ধনঞ্জয় রিয়াং -এর প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠী এন এল এফ টি -র শীর্ষস্থানীয় অনেক নেতাও ইতিমধ্যে সরকারের নিকট সারেণ্ডার করেছে।

যে সমস্ত বৈরি নেতারা দুইতিন বার আত্মসমর্পণ করেও ফের বৈরি জীবনে চলে গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

১) কামিনী দেববর্মা
২) ধনিরাই রিযাং
৩) হরিধন দেববর্মা
৪) সনজিৎ রিয়াং
৫) ধনু কলই
৬) নিমাই সাংমা
৭) নিত্য দেববর্মা
৮) আনন্দ রিয়াং

এন এল এফটি-র উপদেষ্টা যশোয়া দেববর্মা, পাবলিসিটি সেক্রেটারি, হরিধন দেববর্মা, হোম সেক্রেটারি বিষ্ণুসাধন জমাতিয়া ও এন এস সি এন (মুইভা গ্রুপ) নেতা ডব্লিউ শিমরেই ১৯৯২ সালে পশ্চিম জেলার সিধাই মোহনপুর এলাকায় এক গোপন সফরের সময় আচমকা ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বি এস এফ-এর হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল এবং টাডা আইনে কয়েকমাস আগরতলা সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকার পর উপদেষ্টা যশোয়া দেববর্মা সহ ধৃত ব্যক্তিরা সকলেই রহস্যজনক ভাবে

মুক্তি লাভ করেন। তার পরে তারা ফের বৈরি জীবনে চলে গেছে।

❑ অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্সের জন্ম

অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স -এর জন্ম ১৯৯০ সালের ১১ জুলাই। তখন কং(ই) -টি ইউ জে এস সরকারের শাসন। শোনা যায়, এ টি টি এফ বৈরিরা বাম মতাদর্শে বিশ্বাসী। ১৯৮৮ সালে জোট সরকারের শাসনে প্রচুর বামপন্থী যুবক গ্রামে পাহাড়ে আক্রান্ত হয়। পাহাড়ি অঞ্চলের উপজাতি যুবকরাই এ টি টি এফ -এ বেশি যোগ দেয়। প্রথম দিকে এ টি টি এফ -এর নেতৃত্বে ছিলেন ললিত দেববর্মা। এন এল এফ টি-র মতো এ টি টি এফ–ও গঙ্গানগর থানা লুটের মাধ্যমে তার সাবালকত্ব জাহির করে।

মূলত ১৯৯২ সাল থেকে এ টি টি এফ বৈরিরা প্রকাশ্য অপারেশন শুরু করে। ১৯৯২ সালে গঙ্গানগর থানা লুটের মাধ্যমে এ টি টি এফ ১৬টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল করায়ত্ব করে। বীরেন্দ্র ত্রিপুরা নামে এক পুলিশ কনষ্টেবল মীরজাফরের ভূমিকা নেয়। বৈরিদের থানা লুঠের পর ওই টি এস আর কনস্টেবলও বৈরিদের সঙ্গে চলে যায়। এবং পরে আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে।

১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে বামফ্রন্ট পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ওই বছরই ৬ সেপ্টেম্বর দ্বিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমে দফায় দফায় প্রায় ১৬৩৫ জন এ টি টি এফ বৈরি আত্মসমর্পণ করে। হাতিয়ার যা জমা পড়েছিল তা খুবই নগন্য। গুটি কয়েক থ্রি নট থ্রি রাইফেল ছাড়া ভাল কোনও হাতিয়ার জমা পড়ে নি। ওই সময় ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রয়াত দশরথ দেববর্মা।

পরবর্তী সময়ে এ টি টি এফ -এর ব্যানারে আরও একটি উগ্রবাদি সংগঠন আত্মসমর্পণ করে। নাম অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স। তারা এখনও স্বাধীন ত্রিপুরার দাবিতে অস্ত্র হাতে আস্ফালন করে যাচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ এ টি টি এফ সদস্য রণজিৎ দেববর্মার নেতৃত্বে উগ্রপন্থী কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে। তারাও বাংলাদেশকে ভিত্তি করেই রাজ্যে তাদের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এ টি টি এফ-এর বিচরণভূমি মোটামুটি বীরগঞ্জ, অম্পি, নতুনবাজার, রইস্যাবাড়ি, গণ্ডাছড়া, গঙ্গানগর, খোয়াই, কল্যাণপুর, তেলিয়ামুড়া, জিরানীয়া, সিধাই, আমবাসা, টাকারজলা থানা এলাকায়।

❑ এ টি টি এফ : সাংগঠনিক কমিটি

১) রনজিৎ দেববর্মা---সভাপতি
পিতা ঃ কৃষ্ণ দেববর্মা
বাড়ি ঃ এসরাই, থানা ঃ সিধাই

২) টিকেন্দ্র দেববর্মা--- কমান্ডার

পিতা ঃ কালিধন দেববর্মা---কমান্ডার
বাড়ি ঃ বেলছড়া, থানা ঃ খোয়াই

৩) বিমল দেববর্মা
পিতা ঃ কান্তিমণি দেববর্মা
বাড়ি ঃ হাজারি, থানা ঃ কল্যাণপুর

৪) চিত্ত দেববর্মা ওরফে বিকাশ-- সহসভাপতি /কোষাধ্যক্ষ
পিতা ঃ মৃত পঞ্জিরাই দেববর্মা
বাড়ি ঃ বালিধূম, থানা ঃ জিরানিয়া

৫) কাশীরাম দেববর্মা---মেজর
পিতা ঃ বিরবজ দেববর্মা
বাড়ি ঃ বেলুয়ার, থানা ঃ সিধাই

৬) জগদীশ দেববর্মা--মেজব
পিতা ঃ সূর্যমনি দেববর্মা
বাড়ি ঃ দাবগামুড়া, থানা ঃ সিধাই

৭) চন্দ্র দেববর্মা--মেজব
পিতা ঃ চরণ দেববর্মা
বাড়ি ঃ মতাই, থানা ঃ সিধাই

৮) জয়ন্ত দেববর্মা - সাংগঠনিক সম্পাদক
পিতা ঃ মৃত সাধন দেববর্মা
বাড়ি ঃ কৃষ্ণকান্তপাড়া, মনু

❑ **এ টি টি এফ -এর অস্ত্র**

একে ৪৭	- ১২	কারবাইন	- ০৬
একে ৫৬ রাইফেল	- ৪৫	এল এম জি	- ১২
৩০৩ রাইফেল	- ১১	এস এল আর	- ১৪
৯ এম এম পিস্তল	- ০৬	রকেট লঞ্চার	- ০২
গ্র্যানেড	- ৬২	দেশি বন্দুক	- ২৫

❑ এ টি টি এফ -এর স্থায়ী ঘাঁটি
(ধৃত বৈরির জবানবন্দি থেকে)

❑ সাতছড়ি ক্যাম্প - ১

এই ক্যাম্পটি ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিকট দাইগ্যাবাড়ি বি এস এফ-বি ও পি থেকে ৪-৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এটি এ টি টি এফ -এর মূল ক্যাম্প। এখানে এ টি টি এফ বৈরিরা তাদের সদস্যদের ট্রেনিং প্রদান করে। উলফা, পি এল এ এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্য বৈরি দলেব সদস্যরাও এই ক্যাম্পে মাঝে মাঝে অবস্থান করে। এই ক্যাম্পে ৫০-৬০ জন বৈরি থাকার ব্যবস্থা রয়েছে।

❑ চান্দিবাড়ি ক্যাম্প - ২

এই ক্যাম্পটি ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের খোয়াই থানাধীন কচুবাড়ি সংলগ্ন ২-৩ কিলোমিটার অভ্যন্তরে অবস্থিত। কালেঙ্গা বি ডি আর পোষ্ট এই ক্যাম্প থেকে আধ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত। আশারামবাড়ি বি এস এফ বি ও পিও খুব কাছাকাছি। এ টি টি এফ ছাড়াও উলফা এবং পি এল এ বৈরিরা এই ক্যাম্পটিকে যাতায়াতের পথে সাময়িক বিরতির জন্যে ব্যবহার করে।

❑ ডলুছড়া ক্যাম্প - ৩

এই ক্যাম্পটি কমলপুর থানাধীন বিলাসছড়া গ্রাম থেকে ১৪-১৫ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এখানেও এ টি টি এফ এবং পি এল এ বৈরিরা একত্রে ট্রেনিং নেয়। এই ক্যাম্পের পাশাপাশি ওই এলাকায় উলফা, এন এস সি এন বৈরিদেরও একটি ক্যাম্প রয়েছে।

❑ বিশ্বমণিপাড়া ক্যাম্প - ৪

এই ক্যাম্পটি কমলপুর থানাধীন শ্রীরামপুর গ্রাম থেকে ২-৩ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এর নিকটবর্তী বি ডি আর ক্যাম্প হচ্ছে হরিণছড়া। বি ডি আর ক্যাম্পের দূরত্ব হবে ১-২ কিলোমিটার।

❑ লালমাই ক্যাম্প - ৫

যাত্রাপুর থানাধীন ভারতীয় গ্রাম নির্ভয়পুর থেকে ৮-১০ কিলোমিটার দূরত্বে এই ক্যাম্পের অবস্থান। এটি এ টি টি এফ -এর একটি ট্রেনিং ক্যাম্প।

❑ লাউগাং ক্যাম্প - ৬

এই ক্যাম্পটি নতুনবাজার থানাধীন ভারতীয় গ্রাম চাপলিংছড়া থেকে ৬-৭ কিলোমিটার

অভ্যন্তরে অবস্থিত। এছাড়া ডাইক ফোর বি এস এফ বি ও পি-রও খুব কাছে। এর খুব কাছেই বাংলাদেশ আর্মির সদর দপ্তর।

- **তারাবন ক্যাম্প - ৭**

এই ক্যাম্পটি রইস্যাবাড়ি গ্রাম থেকে ৫-৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত। এটিও এ টি টি এফ -এর একটি প্রশিক্ষণ শিবির।

- **এ টি টি এফ -এর দাবি সমূহ**

(১) ভারত ভূ-খণ্ড থেকে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিযুক্তিকরণ

(২) ১৫ অক্টোবর ১৯৪৯ সালের পর যারা ত্রিপুরায় এসেছে তাদের বিতারণ

(৩) আদিবাসীদের ভূমির পুনরুদ্ধার

(৪) সংবিধানের ধারা ৩৭০ মোতাবেক স্বায়ত্বশাসন

(৫) ১৯৫১ সালের ভোটার তালিকায় যাদের নাম নেই তাদের বিদেশি বলে চিহ্নিতকরণ ও বিতাড়ন

(৬) রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় কোনও তৃতীয় রাষ্ট্রে শান্তি আলোচনা

(৭) ত্রিপুরার সার্বভৌমত্ব (স্বাধীনতা)

(৮) টি এস আর বাহিনীর বিলুপ্তি

(৯) ১৯৮৮ সালের টি এন ভি চুক্তির বাস্তবায়ন

(১০) এ এফ এস পি এ - র ৩নং ধারা মোতাবেক ত্রিপুরার ৪৫টি থানা এলাকার মধ্যে যে সাতাশটি থানা এলাকাতে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করেছে ভারত সরকার সেটার প্রত্যাহার।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কয়েকটি উগ্রপন্থী দল যেমন ঃ- ইউ.এল.এফ.এ, এন. এস. সি. এন(কে) এবং কে.এল.এ প্রভৃতি অন্য রাজ্যের বৈরিদের সঙ্গে এ টি টি এফ -এর যোগাযোগ রয়েছে।

বিদেশি গুপ্তচর সংস্থার সংস্পর্শে কাশ্মির, পাঞ্জাবে বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বিহারের ও উত্তরপ্রদেশের নকশালবাদিদের সাথেও এ টি টি এফ -এর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে বলে শোনা যায়। এটাও শোনা যায় যে, এ টি টি এফ -এব সাথে এন এল এফ টি-র সম্পর্ক সাপে নেউলে। বিগত বছরগুলিতে অবশ্য এ টি টি এফ -এর তরফে এন এল এফ টি -র সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

১৯৯৭ সালের ১২ সেপ্টেম্বর দুই পক্ষের মধ্যে খোয়াই-এ একপ্রস্থ বৈঠক হয়। ১৯৯৯ সালে, ২০০০ সালের এপ্রিল মাসেও দুইপ্রস্থ বৈঠক হয়। কিন্তু কোনও ফল হয়নি। উভয় দলের বৈরি সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষ লেগেই থাকে।

বিভিন্ন সময়ে সংঘর্ষে এ টি টি এফ -র বেশ কয়েকজন শীর্ষ স্থানীয় ব্যক্তি যেমন কুঞ্জ মুণ্ডা, টীকেন্দ্র দেববর্মা, চন্দ্র রূপিনী প্রমুখরা মারা গিয়েছে। তেমনি শচীন্দ্র দেববর্মা (জুনিয়র), বৈশল্য জমাতিয়া প্রমুখ এন এল এফ টি উগ্রপন্থীও এ টি টি এফ -এর হামলায় মারা গেছে।

❑ অন্যান্য ছোট ছোট বৈরি সংগঠন সমুহ

সেংক্রাক ঃ

(ক) জন্ম ঃ	এপ্রিল ১৯৯৪
(খ) সাংগঠনিক কমিটি ঃ	
(১) প্রধান	নিরঞ্জন রিয়াং
(২) উপপ্রধান	পূর্ণজয় বিয়াং
(৩) গ্রুপ কমাণ্ডার	ধীরেন্দ্র দেববর্মা
(৪) গ্রুপ কমাণ্ডার	ভক্তরাম ত্রিপুবা
(গ) শক্তি	১৯/২০
(ঘ) যে সব এলাকায় তৎপর	গণ্ডাছড়া এবং বীরগঞ্জ
(ঙ) দাবি	সুনির্দিষ্ট দাবি নেই
(চ) বিরোধী পক্ষ	এ টি টি এফ, টি টি ওয়াই এফ, টি এল ও এবং এ টি ভি এফ
(ছ) অস্ত্র	দেশিয় বন্দুক
(জ) প্রশিক্ষণ শিবির	সুনির্দিষ্ট ক্যাম্প নেই

টি টি ভি এফ (ত্রিপুরা ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স)

(ক) জন্ম ঃ	জানুয়ারি ১৯৯৪
(খ) সাংগঠনিক কমিটি ঃ	
(১) স্বঘোষিত ক্যাপ্টেন	বিদ্যাচরণ দেববর্মা
(২) স্বঘোষিত ক্যাপ্টেন	রোসোমভ ত্রিপুরা
(৩) স্বঘোষিত কমাণ্ডেন্ট	কপলং ত্রিপুরা
(গ) শক্তি	৩৩/৩৫ জন

(ঘ) যেসব এলাকায তৎপব	ধলাই-ব মনু, ছামনু এবং আমবাসা এলাকা
(ঙ) দাবি	নির্দিষ্ট কোন দাবি নেই
(চ) বিবোধী পক্ষ	এ টি টি এফ এবং টি টি ওয়াই এফ
(ছ) অস্ত্রশস্ত্র ঃ	
(১) ৩০৩ বাইফেল ২টি	
(২) ২২ পিস্তল	৪/৫টি
(৩) দেশি বন্দুক	৪/৫ টি
(জ) প্রশিক্ষণ শিবিব	নেই

টি টি ডি এফ (ত্রিপুরা ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স)

(ক) জন্ম ঃ	জানুযাবি ১৯৯৪
(খ) সাংগঠনিক কমিটি ঃ	
(১) প্রধান	মহেন্দ্র ত্রিপুবা
(২) নেতা	বিহাবি বৈষ্ণব
(৩) নেতা	কিলিপ কলই
(৪) নেতা	ভদ্রমোহন ত্রিপুবা
(গ) শক্তি	২৫/৩০ জন
(ঘ) তৎপব এলাকা	
(১) দক্ষিণজেলা	অম্পি, বীবগঞ্জ এবং তৈদু
(২) পশ্চিম জেলা	জিবানিযা এবং টাকাবজলা
(ঙ) দাবি	কোন নির্দিষ্ট দাবি নেই
(চ) বিবোধী পক্ষ	এ টি টি এফ এবং টি টি ওযাই এফ এবং টি এল ও
(ছ) অস্ত্র	দেশি বন্দুক ও পিস্তল৮/৯টি

এন এম এফ (ন্যাশনাল মিলিশিয়া ফোর্স)

(ক) সাংগঠনিক প্রধান	তবিন্দ্র ত্রিপুবা
(খ) সদস্য	৩০-৩৩
(গ) প্রসাবিত এলাকা	ছামনু
(ঘ) অস্ত্র	দেশিয বন্দুক ৮/৯ টি

এ টি বি এস এফ (অহিংসা ভারত সুরক্ষা ফোর্স)

(ক) সাংগঠনিক প্রধান	নুগিযা চাকমা

(খ) সদস্য	১০/১২জন
(গ) প্রসারিত এলাকা	ছামনু
(ঘ) অস্ত্র	দেশি বন্দুক ৫/৬ টি

টি এন এফ (ত্রিপুরা ন্যাশনাল ফোর্স)

(ক) সাংগঠনিক প্রধান	বিনয় রিয়াং
(খ) সদস্য	১০/১২জন
(গ) প্রসারিত এলাকা	ছামনু
(ঘ) অস্ত্র	দেশি বন্দুক ৫/৬ টি
(ঙ) সহযোগী	এন এল এফ টি

এস ডি এফ টি (সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা)

(ক) জন্ম ঃ	১৯৯৫
(খ) সাংগঠনিক কমিটি ঃ	
(১) প্রধান	টোলী দেববর্মা
(২) নেতা	সুবেণ দেববর্মা, শ্যামলাল দেববর্মা
(গ) শক্তি	২০/২২ জন
(ঘ) বিস্তৃতি	টাকাবজলা, বিশালগড় এবং জিবানিয়া
(ঙ) দাবি	নির্দিষ্ট দাবি নেই
(চ) অস্ত্র	দেশি বন্দুক ৯/১০ টি

এ টি ভি এফ (অল ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার্স ফোর্স)

(ক) সাংগঠনিক প্রধান	জেনিস মাবাক
(খ) সদস্য	৯/১০ জন
(গ) বিস্তৃতি	আমবাসা
(ঘ) অস্ত্র	দেশি বন্দুক ৭/৮ টি
(ঙ) সহযোগী	এন এল এফ টি

টি এল ও (ত্রিপুরা লিবারেশন অর্গানাইজেশন)

(ক) জন্ম ঃ	জানুয়ারি ১৯৯৪
(খ) সাংগঠনিক কমিটি ঃ	
(১) প্রধান	গৌড় চরণ দেববর্মা

(২) নেতা	রঞ্জিৎ দেববর্মা
(৩) নেতা	প্রসন্ন দেববর্মা
(৪) নেতা	চন্দ্র মোহন দেববর্মা
(গ) শক্তি	২৫-৩০ জন
(ঘ) বিস্তৃতি	পশ্চিম জেলা-র খোয়াই
(ঙ) দাবি	নির্দিষ্ট দাবি নেই
(চ) বিরোধী পক্ষ	এন এল এফ টি, স্যাংক্রাক এবং টি টি ভি এফ
(ছ) অস্ত্র	দেশি বন্দুক ৭/৮ টি

বি এন এল এফ (ব্রু ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট)

(ক) সভাপতি	সূর্যমনি রিয়াং
(খ) সহ-সভাপতি	বীরবাহু রিয়াং
(গ) জেনারেল সেক্রেটারী	বিদায় রিয়াং
(ঘ) ফিনানসিয়াল সেক্রেটারী	ব্রুহাম রিয়াং
(ঙ) মোট শক্তি	১৫০ জন
(চ) অস্ত্র	৩০৩ রাইফেল, ৯ এম এম পিস্তল, বিভলভার, চাইনিজ বন্দুক
(ছ) দাবি	বিয়াংদেব নিবাপত্তা দেওয়া

টি টি ওয়াই এফ (ত্রিপুরা ট্রাইবাল ইয়ুথ ফোর্স)

(ক) জন্ম ঃ	১৯৯৪
(খ) সাংগঠনিক কমিটি ঃ	
(১) চীফ	ব্রত্রা ত্রিপুরা
(২) মেজর	সুরেন্দ্র ত্রিপুরা
(৩) মেজর	গজেন্দ্র ত্রিপুরা
(গ) শক্তি	৪০-৪৫ জন
(ঘ) বিস্তৃতি	আমবাসা, গন্ডাছড়া এবং ছামনু
(ঙ) দাবি	নেই
(চ) বিরোধী পক্ষ	এন এল এফ টি, টি টি ভি এফ এবং স্যাংক্রাক
(ছ) অস্ত্র	একটি এস এল আর, দুটি ৩০৩ রাইফেল এবং দেশি বন্দুক ৫/৬টি

পর্ব - ২

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদ ঘটমান প্রবাহ

ধর্ম, সন্ত্রাসবাদ ও ত্রিপুরা

ত্রিপুরায় উপজাতি এবং অনুপজাতির মধ্যে মৈত্রী ভাঙ্গনের পেছনে অন্য একটি মুখ্য কারণ হচ্ছে ধর্মান্তকরণ। বিগত বছরগুলিতে বহুসংখ্যক হিন্দু ধর্মাবলম্বী লোক, যার সিংহভাগই হচ্ছেন উপজাতি, খ্রিষ্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়েছেন। এই ব্যাপারে কোনও সুস্পষ্ট পরিসংখ্যান নেই। তবে বিভিন্ন সরকাবি ও বেসরকারি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী শতাংশের ভিত্তিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠির মধ্যে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা অনেকটা এই রকম ঃ

কুকি ও লুসাইদের মধ্যে শতকরা ৯৯% । বাংখল, হালাম, কাইপেন, মলসুম,উচুই, গারো,ডার্লং-দের ক্ষেত্রে ২০% - ৩০%। বিয়াং, কলই,রূপিনিদের ক্ষেত্রে ১০% - ২০%। দেববর্মা, জমাতিয়া, ত্রিপুরা, নোয়াতিয়া এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে ১০% এরও কম। মগ ও চাকমারা মূলত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ।

খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদেব সংখ্যার কথা চিন্তা কবলে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠির জনসংখ্যার উপর ভিত্তি করে এই সংখ্যা ভিন্ন হবে। উদাহবণস্বরূপ দেববর্মারা সংখ্যায় উচুইদের থেকে দশগুণের বেশি । তাই দেববর্মা জনগোষ্ঠির মধ্যে খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা উচুই জনগোষ্ঠির খ্রিষ্ট ধর্মাবলম্বীদের চেয়ে অনেক বেশি। এই ধর্মান্তকরণ বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। তদুপরি খ্রিষ্টানদের দুই গোষ্ঠি যেমন ব্যাপটিষ্ট এবং ক্যাথলিকদের মধ্যেও বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। খ্রিষ্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন স্কুল উপজাতিদেব মধ্যে খ্রিষ্টান ধর্মের প্রসারে এক মুখ্য ভূমিকা নেয়। কাকতালীয় হলেও এটা সত্য, ত্রিপুরার যে সকল স্থানে এই ধর্মান্ত করণ ব্যাপকহারে ঘটেছে সেসব স্থানে উগ্রপন্থাও ততটাই ব্যাপকতা পেয়েছে। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে কিছু কিছু উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় নকসালদের প্রভাব। কুলাই, তুইসিন্দ্রাই, জামথুং, তৈনানি, দেওয়ানবাড়ি, মহারাণি প্রভৃতি এলাকায় নকসালদের কিছু প্রভাব রয়েছে। ষাটের দশকের শেষদিকে এবং সত্তরের দশকের শুরুতে নকসালরা এইসব স্থানগুলোতে সক্রিয় ছিল। তাদের মন্ত্র ছিল 'বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস '। কথিত আছে চারু মজুমদারের মত নকশাল নেতা এইসব এলাকা ঘুরে গেছেন। আত্মসমর্পণকারী টি.এন.ভি. উগ্রবাদি মুজিব মারাক এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিল । ত্রিপুরার উগ্রপন্থার বিকাশে নকশালদের এই প্রভাব কিছুটা হলেও দায়ী।

রাজ্যে বৈরী-মিশনারিদের যোগসাজসের বিষয়টি সন্দেহাতীত নয় বলে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের একটি গোপন দলিল থেকেও জানা গেছে। (পরিশিষ্ট নং-৬(১))।

১৯৯৯ সালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক আই এস আই ও বৈরিদের সঙ্গে খ্রিষ্টান মিশনারিদের সম্পর্ক নিয়ে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মতামত জানতে চায়। ত্রিপুরা সরকার এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন তা থেকে রাজ্যে তৎপর বৈরিদের সঙ্গে খ্রিষ্টান মিশনারিদের গোপন যোগাযোগের বিষয়টি উঠে এসেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরে পাঠানো রিপোর্টে , রাজ্যে বৈরি-মিশনারিদের মধ্যে যোগাযোগ যে থাকতে পারে এ সম্পর্কে সন্দেহজনক বেশ কিছু তথ্য রাজ্য গোয়েন্দা ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের হাতে রয়েছে। বৈরি-মিশনারিদের যোগাযোগ সম্পর্কে সন্দেহজনক গোপন সাতটি তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে পাঠানো হয়েছে। এগুলি হল :

(এক) ১৯৯৭ সালের ৫ জুন বাংলাদেশের সিলেট জেলার গাফলং-এর অদূরে বাল্লাঘাট-এর কাছে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিস ইন্টেলিজেন্স (আই এস আই) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈরি দলগুলি ও মিশনারিদের নিয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করে। বাল্লাঘাট চার্চে এই বৈঠকটি হয়। এই বৈঠকে ত্রিপুরার নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরি সংগঠন এন এল এফ টি ছাড়াও এন এস সি এন, উলফা, পি এল এ, ও বি ডি এস এফ প্রমুখ বৈরি সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিল।

(দুই) ত্রিপুরায় দীর্ঘ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ইতিহাসে কখনও কোন বৈরি সংগঠনের হাতে কোথাও কোনও চার্চ বা পাদ্রি আক্রান্ত হয়নি। তারা বৈরি অধ্যুষিত প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে নির্বিবাদে চলাফেরা করছে। তাছাড়া এন এল এফ টি বৈরিদের অধিকাংশ এবং এ টি টি এফ-এর বেশ কিছু নেতাই খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত।

(তিন) প্রায়শই বৈবিরা প্রত্যন্ত এলাকার এসব চার্চে যাওয়া-আসা করছে। সময় সময় সাধারণ পোষাকে প্রার্থনায়ও অংশ নিচ্ছে।

(চার) প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত মিশনারিদের পরিচালিত স্কুলগুলি বিনা বাধায় চলছে, যদিও অধিকাংশ সরকার পরিচালিত স্কুলই বৈরি উৎপাতে বন্ধ। ধর্মচরণ জমাতিয়া নামে এন এল এফ টি-র এক নেতা গামাকো বাড়ি (অমরপুর) এলাকায় একটি মিশনারি স্কুল চালু করার জন্য স্থানীয় গ্রামবাসীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল।

(পাঁচ) নিষিদ্ধ ঘোষিত এন এল এফ টি বৈরি সংগঠন কর্তৃক জমাতিয়া হদা এবং হিন্দু ধর্মাবলম্বী জমাতিয়া সম্প্রদায়ের মানুষকে গড়িয়া পূজা না করতে বাধানিষেধ বৈরি-মিশনারি যোগসাজসের সন্দেহের অন্যতম কারণ।

(ছয়) গত ২০-১০-৯৯ থেকে ২২-১০-৯৯ খোয়াই থানাধীন মাসাকারবারি এবং

সিপাই হাওর এলাকায় যিশুর আবির্ভাব ঘটেছে প্রচার করে স্থানীয় জিতেন অক্রা ব্যাপটিস্ট চার্চের মিশনারিরা ত্রিশটি হিন্দু পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে। এই নিয়ে সেখানে ধর্মীয় উত্তেজনা ও বিরোধ দেখা দিলে স্থানীয় মানুষ তিনটি চার্চ পুড়িয়ে দেয়।

১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার পর কেন্দ্রীয় সরকার দীনেশ সিং-এর নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিটি গঠন করেছিলেন সেই তদন্ত কমিটির কাছেও তখন রাজ্য সরকার রাজ্যে বৈরি কার্যকলাপের পিছনে খ্রিষ্টান মিশনারিদের হাত রয়েছে বলে জানিয়েছিল। ওই রিপোর্টে (দ্রষ্টব্য পরিশিষ্ট নং-৬(২)) স্পষ্টতই এ মর্মে অভিযোগ করা হয়েছে যে, ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনটি ১৯৫৭ সালে ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি গঠনের পিছনে সক্রিয় মদত ছিল। পরবর্তীকালে টি ইউ জে এস-এর হাত ধরেই জন্ম টি এন ভি-র।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর মিশনারিদের সম্পর্কে যে রিপোর্টটি তৈরি করেছেন তাতে ৩১ অক্টোবর ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত রাজ্যে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিভিন্ন কার্যকলাপ সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই গত ২৫ জুলাই উত্তর জেলার খেদাছড়ার অদূরে ফাদার ভিক্টর ক্রাষ্টার হত্যাকান্ড সম্পর্কে রিপোর্টে কিছু বলা হয়নি। তবে রিপোর্টে রাজ্যে খ্রিষ্টান মিশনারিদের অতীত কার্যকলাপের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে, ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদেব সংখ্যা ছিল মাত্র ১৩৭ জন। শহবেব অদূরে মরিয়মনগর এলাকাতেই ছিল তাদেব তৎপবতা।

১৯৩৮ সালে আগরতলা অরুন্ধতীনগরে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি কাজ শুরু করে। ত্রিপুরার তৎকালীন মহারাজা বীরবিক্রমের অনুমতিক্রমেই নিউজিল্যাণ্ড ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি কাজ শুরু করেছিল।

১৯৩৮ সালে নিউজিল্যাণ্ড ব্যাপটিস্ট সোসাইটি এখানে এসে কাজ শুরু করার পরই রাজ্যে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ত্রিপুরায় এখন ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান ইউনিয়ন ও বোমান ক্যাথলিক এই দুই সম্প্রদায়ের মিশনারিরাই সক্রিয়। এর মধ্যে ব্যাপটিস্টদের সদর দপ্তর অরুন্ধতীনগরে এবং রোমান ক্যাথলিকদের সদর দপ্তর দুর্জয়নগরে।

প্রতিটি মিশনারি সংগঠনেরই পৃথক পৃথক বেশ ক'টি শাখা সংগঠন রয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে তারা কর্মরত। রাজ্যে এখন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান মিশনারিদের আটটি ধর্মপল্লী রয়েছে। এগুলি হল মরিয়মনগর ধর্মপল্লী, বোধজংনগর ধর্মপল্লী, কুমারঘাট ধর্মপল্লী, যতনবাড়ি ধর্মপল্লী, তেলিয়ামুড়া ধর্মপল্লী, ডেপাছড়া ধর্মপল্লী, মোহরপাড়া ধর্মপল্লী ও বিশ্রামগঞ্জ ধর্মপল্লী।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের উনিশটি উপজাতি জনগোষ্ঠির মধ্যে লুসাই ও কুকিদের সম্পূর্ণ ভাবে ধর্মান্তরিত করে খ্রিষ্টান করে ফেলা হয়েছে। বর্তমানে ত্রিপুরি, জমাতিয়া ও রিয়াংদের ধর্মান্তরিত করার পেছনে মিশনারিরা বেশি সক্রিয়।

রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের গোপন দলিলটি থেকে পাওয়া খবরে আরও জানা গেছে, রাজ্যে সক্রিয় খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনগুলি বিদেশ থেকে বছর বছর কোটি কোটি টাকা পাচ্ছে। এছাড়া স্থানীয়ভাবেও তারা অর্থ সংগ্রহ করছে।

ত্রিপুরায় খ্রিষ্টান মিশনারিদের সংখ্যা

সেন্সাস	খ্রিষ্টানদের সংখ্যা
১৮৮১	১১৩
১৮৯১	১৩৩
১৯০১	১৩৭
১৯১১	১৩৮
১৯২১	১,৮৬০
১৯৩১	২,৫৯৬
১৯৪১	৩২৮ (বিতর্কিত)
১৯৫১	৫,২৬২
১৯৬১	১০,০৩৯
১৯৭১	১৫,৭১৩
১৯৮১	২৪,৮৭২
১৯৯১	৪৬,৪৭২
২০০১	-----

সূত্র ঃ- সেন্সাস রিপোর্ট

১৯৯৯ সালে রাজ্যে খ্রিষ্টান মিশনারিদের বিভিন্ন সংগঠনগুলি ইউনাইটেড খ্রিষ্টান ফোরাম (ইউ সি এফ) নাম দিয়ে একটি যৌথ মঞ্চ গঠন করেছে। মিশনারিরা রাজ্যের বৈরি সংগঠনগুলিকে অর্থ সাহায্য করছে বলে আর এস এস এবং ভি এইচ পি যে

প্রচার কবছে তার পালটা জনমত গঠন ও প্রচারের লক্ষ্যেই ইউ সি এফ গঠন করা হয়েছে বলে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তরের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, ইউ সি এফ মূলত গঠন করা হয়েছে ক্যাথলিক চার্চ, ত্রিপুরা ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান ইউনিয়ন, গসপেল ফর এশিয়া, ইভানজিলিকাল খ্রিষ্টান ফেলোশিপ, বিশ্ববাণী, প্রেসবেটেরিয়ান চার্চ, ইভানজিলিকাল ফ্রি চার্চ অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনগুলিকে নিয়ে।

রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনগুলির সাথে বৈরি সংগঠনগুলির যোগসাজসের অভিযোগ সম্পর্কে এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকার সরকারিভাবে কোনও কিছু বলেনি। তবে বামফ্রন্টের এক একজন মন্ত্রী ও নেতা এক এক সময় এ সম্পর্কে এক এক ধরনের কথা বলছেন। রাজ্য অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরী প্রায়শই বলেন, খ্রিষ্টান মিশনারিরা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিকে নিয়ে পৃথক খ্রিষ্টান রাজ্য গঠন করতে চাইছেন। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বেশ ক'বার বলেছেন, রাজ্যের খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনগুলিকেই প্রমাণ করতে হবে যে তারা সৎ। মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরে অবশ্য সম্মিলিত খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠন (ইউ সি এফ) গত বছর রাজধানী শহরে একটি শান্তি মিছিল সংগঠিত করেছিল।

সন্ত্রাসবাদিদের গাঁটছড়ায় শৃঙ্খলিত রাজ্য ত্রিপুরা

ভারতবর্ষ জুড়ে দেশের এবং বিদেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদি দল যে সক্রিয় সেই খবর দীর্ঘদিন ধরে খবরের কাগজের শীর্ষস্থান দখল করে রেখেছে। বলা বাহুল্য সেই সব সংবাদের সত্যাসত্য বিচার করা প্রায় অসম্ভব। কারণ এইসব তথাকথিত জনহিতকারি সন্ত্রাসবাদিরা প্রকাশ্য দিবালোকে তাদের ক্ষমতা জাহির করে না, তারা সেটা করে রাতের অন্ধকারে, সকলের অগোচরে। মাঝে মাঝে এদেরই কেউ কেউ কখনও সখনও কোনও হত্যা, বোমা বিস্ফোরণ ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব স্বীকার করে নেয় বটে। কিন্তু তাদের সেইসব দাবিও সন্দেহমুক্ত নয়। তাই এইসব বিষয়ে যা কিছুই লেখা হোক না কেন তার বেশির ভাগটাই বিভিন্ন সূত্রগত তথ্যের উপর নির্ভরশীল। সেসব নিয়ে ক্রমাগত স্বীকার, অস্বীকারের খেলা চলে। এক দেশ বা একদল যা স্বীকার করে অন্য দেশ বা অন্য দল সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকাব করে। এই স্বীকাব, অস্বীকারের টানাপোড়েনের মধ্যে ক্রমান্বয়ে অবদমিত হতে থাকে সাধাবণ মানুষ, অবনতি হয় সেইসব স্থানের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামোও। প্রায় তিন দশক ধরে দেশের এবং বিদেশের সংবাদ মাধ্যমগুলি ক্রমাগত আর্তনাদ করে চলেছে যে ভারতবর্ষে মূলত তিনটি ফ্রন্টে আই এস আই তাদেব কাজকর্ম চালাচ্ছে। কাশ্মির ফ্রন্ট, মুম্বাই ফ্রন্ট এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল ফ্রন্ট।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের কুয়াশা ঢাকা শীতল নিঝুম পাহাড়গুলিতে দাবানল ছড়িয়েছিল মূলত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সময়। সাতের দশকের প্রথম দিকে বিশ্বজুড়ে গোয়েন্দা সংস্থাগুলির গোপন ক্রিয়াকলাপ নিয়ে দুনিয়া জুড়ে টন টন নিউজপ্রিন্ট খরচ হয়েছে। চীন, বার্মা (অধুনা মায়ানমার) ও বাংলাদেশ-তিন তিনটি দেশের সীমানা ছুঁয়ে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি বিশাল জনগোষ্ঠী হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের। ফলে ভৌগোলিক অবস্থানে যেমন এই এলাকাটি সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি জাতিসত্তার প্রশ্নে চিরদিনই স্পর্শকাতর। নয়াদিল্লি প্রথমটি বুঝতে চাইলেও দ্বিতীয়টিকে তেমন গুরুত্ব দিতে কখনওই পারেনি। কিন্তু বিদেশি এজেন্সিরা পেরেছিল। ফলে নাগাল্যাণ্ডের এ জেড ফিজো ও মিজোরামের লালডেঙ্গা যখন ১৯৪৬ নাগাদ ভারত বিবোধী' যুদ্ধ ঘোষাণা করলেন, তখন বিদেশি সাহায্য পেতে তাদের বিশেষ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়নি। তারপর থেকেই শুরু। কখনও উঠেছে স্বাধীনতার কখনও 'পূর্ণ-স্বায়ত্ত শাসন'-এর দাবি। আবার কখনও বা কোনও স্পষ্ট দাবি ছাড়াই গজিয়ে উঠেছে একের

পর এক ছোট-বড়-মাঝারি বৈরি সংগঠন।

ভিয়েতনাম, ইরান কেলেঙ্কারি এবং সর্বোপরি সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থাগুলি কিছুটা বেকায়দায় পড়ে যায়। যে কোনও কারণেই হোক উত্তর-পূর্বাঞ্চলে তারা তাদের কাজকারবার গুটিয়ে ফেলে। আটের দশকের মাঝামাঝি পর্যায়ে এদের পোশাক বদল ঘটে। তখন দেখা যায় যে মায়ানমারের বৈরিদের সম্পর্কেই তারা বেশি আগ্রহী। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈরিদের মধ্যেও কোনও কোনও গোষ্ঠী তাদের কিছুটা সহযোগিতা পায়।

বলা হয়ে থাকে, আটের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে পরের দশকের গোড়ার দিকে বিভিন্ন গোপন আস্তানায় দারুণ উদ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে বিদেশি কুচক্রীরা। বর্তমানে তারা বিশেষ রাখঢাক না করেই বৈরিদের মাধ্যমে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ চালাচ্ছে বলে সকলে সন্দেহ করছেন।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সবকটি বৈরি সংগঠন - যেমন নাগাল্যাণ্ডের ন্যাশন্যাল সোসালিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যাণ্ড (এন এস সি এন) -এর আইজাক মুইভা ও খাপলাং গোষ্ঠী, অসমের ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অফ অসম (উলফা), ত্রিপুরার টাইগার ফোর্স(এ টি টি এফ), এন এল এফ টি, মণিপুরের পিপলস লিবারেশন আর্মি (পি এল এ), ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট(ইউ এন এল এফ) - এরা প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বিদেশী চক্রের মদতপুষ্ট বলে সন্দেহ তৈরি হচ্ছে এবং তাদের ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে সরাসরি সহযোগিতা করছে বেশ কিছু নেতা। কেউ কেউ আবার বৈরিদের সোজাসুজি 'স্বাধীনতা সংগ্রামী' বলে সার্টিফিকেটও দিচ্ছেন ও দিয়েছিলেন। গত আট বছরে প্রতিবেশি রাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈরিদের প্রশিক্ষণ শিবির, স্থায়ী আস্তানা, ট্রানজিট ক্যাম্প এমনকি সদর দফতর পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বলে অসংখ্য খবর প্রকাশিত হয়েছে।

বিদেশি চক্রগুলির কোনটার কাজের ধরন ব্যুরোক্রেটিক কোনটা বা সরাসরি মিলিটারি ইনটেলিজেন্স। এদের কারও কারও কাজকর্ম সীমাবদ্ধ থাকে বিভিন্ন মিশনারি সংগঠন, বিশেষত ব্যাপটিস্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে বৈরিদের অর্থসাহায্য, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি পৌঁছে দেওয়ার মধ্যে। কারও বা অস্ত্র সরবরাহে।

বিভিন্ন গণমাধ্যম ও গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে বিদেশি চক্রগুলির মূল লক্ষ্য হল বৈরিদের অস্ত্র যোগান, অস্ত্র ও বিস্ফোরক পদার্থ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ, জাল ভারতীয় টাকা দেশের অভ্যন্তরে চালিয়ে দেওয়া, বৈরিদের প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা, এবং বিভিন্ন বৈরী সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন।

গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী কাছাড়ের করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দির বেশ কিছু শিক্ষা

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এরা যোগাযোগ রক্ষা করে চলে। কিছু কিছু শিক্ষক এদের কাছ থেকে নিয়মিত মাসোহারা পায়। পরিবর্তে তারা এজেন্টদের থাকা-খাওয়া ও খবর সংগ্রহে সাহায্য করে। কখনও কখনও বৈরিদের কাছে বি এস এফ বা সেনা আনাগোনার খবর পৌঁছানোর দায়িত্বও তাদের।

বিদেশি চক্রীরা যে শুধু উগ্রপন্থীদের গেরিলাযুদ্ধে ও অন্তর্ঘাতমূলক কাজকর্মে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাই নয়, তাদের জন্য অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র বিস্ফোরক ও আনুসঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র আমদানির ব্যবস্থাও করে থাকে। গোয়েন্দা রিপোর্ট বারবার করে এটাও জানিয়েছে যে, বিদেশি চক্রীদের প্রধান কাজগুলির মধ্যে আছে উচ্চপর্যায়ের একাংশ অফিসারের মাধ্যমে বৈরিদের ভারত-বিরোধী কার্যকলাপে যাতে সাহায্য করতে পারে তার জন্য টাকার জোগান দেওয়া বা অন্যভাবে বাধ্য করা। এই অফিসারদের অনেকেই আবার স্বেচ্ছায় বৈরিদের সাহায্যে যথেষ্ট তৎপর।

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থীদের সবকটি সংগঠন বর্তমানে এ কে -৪৭, এ কে -৫৬, চাইনিজ এম ৫, এম ১৬ (রাইফেলস্), মর্টার গ্রেনেড জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক এবং অত্যাধুনিক ওয়ারলেস সেটে সজ্জিত। এগুলি সরাসরি বিদেশ থেকে আমদানি করা। সীমান্ত অঞ্চল থেকে এগুলি বৈরি আস্তানায় আসে।

গোয়েন্দা রিপোর্টে আরও প্রকাশ করেছে যে, ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের অস্ত্র রাজ্যে ঢোকে মূলত শিলাছড়ি, গণ্ডাছড়া এবং রইস্যাবাড়ি হয়ে। অসমের উলফার অস্ত্র যায় কাছাড় ও হাইলাকান্দি সীমান্ত দিয়ে এবং পি এল এ -র অস্ত্র মণিপুরে যায় করিমগঞ্জ ঢুকে জিরিবামের রাস্তা ধরে। মইতি বৈরিদের ও এন এস সি এন -এর অস্ত্রচালানও সীমান্ত দিয়েই আসে। ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বের রাজ্যগুলিতে তৎপর বৈরিদের একটি জমাটি অস্ত্রবাজারের রোমহর্ষক কাহিনী বিভিন্ন সময় ধৃত বহু বৈরীর জবানবন্দি থেকেও জানা গেছে (পরিশিষ্ট নং ৮)।

এরাজ্যে এত বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র কীভাবে আসছে ? বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, রাজ্যের বিভিন্ন সীমান্ত এলাকার পাচার কারবারীরা, যারা ইতিপূর্বে অন্যান্য সীমান্ত অপরাধের সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং সীমান্ত ওপারের দাগি সীমান্ত কারবারীদের সঙ্গে মিলে এপারে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত করত, অবস্থার সুযোগে এইসব দাগি সীমান্ত কারবারীরাই এক্ষণে মা-লক্ষ্মীর আরাধনায় এই অস্ত্র কারবারে নেমে পড়েছে। মূলত সীমান্তপারকে কেন্দ্র করেই এ রাজ্যে বেআইনি অস্ত্রের কারবারটি চললেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে এ রাজ্য হয়েও অস্ত্রশস্ত্র সীমান্তপারেও যাচ্ছে। বিশেষত, বিদ্রোহিদের হাত হয়ে যেসব অস্ত্রশস্ত্র আসছে তা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মণিপুর, মিজোরাম হয়ে ত্রিপুরার কাঞ্চনপুর সীমান্তের কেসপেন্ট রিজার্ভ ফরেস্ট দিয়ে চলাচল করছে।

এসব সীমান্ত এলাকাগুলি মূলত অস্ত্র মজুত ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আসল

কারবারটা চলছে বিদেশের মাটি থেকেই। অবশ্য কিছু অস্ত্র শহরে, শহরতলিতেও মজুত করা হচ্ছে। সীমান্ত দিয়ে আসা অস্ত্রগুলির কিছুটা বাসে এবং কিছুটা ট্রাকে করে কিংবা প্রাইভেট কারে করেও পরিবহণ করা হচ্ছে।

মোট কথা, সীমান্ত ছাড়াও গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চল সহ ভারতবিরোধি বিচ্ছিন্নতাবাদি সন্ত্রাসবাদি সংগঠনগুলির জন্য অস্ত্রের সিংহভাগই আমদানি হচ্ছে সমুদ্র বন্দর দিয়ে। ইতিমধ্যেই বেশ ক'বার অস্ত্রবাহী জাহাজ, ট্রলারে করে অস্ত্র পাচারের পথে ধরা পড়েছে। মোট কথা, মজুত এলাকা হিসেবে এই অঞ্চলটি পূর্ব এশিয়ার একটি জমাট অস্ত্র বাজারে পরিণত হয়েছে।

এছাড়া সীমান্তপারে বসবাসরত ত্রিপুরি সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশও এখন রাজ্যের নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরিদের সাথে হাত মেলাতে বাধ্য হচ্ছে। অস্ত্র প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে আশ্রয়দান এমনকি অস্ত্র আমদানির ক্ষেত্রেও সীমান্ত গ্রামের এসব ত্রিপুরিরা রাজ্যের সন্ত্রাসবাদিদের সহযোগিতা করতে বাধ্য হচ্ছে। পর্দার আড়ালে বিদেশি গোয়েন্দা সংস্থা মূল চাবি-কাঠি নাড়লেও গভীর জঙ্গলে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈরিদের মুক্তাঞ্চল করার ক্ষেত্রে এসব ত্রিপুরিরাই যেন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিচ্ছে। মাঝখানে কৃত্রিম সীমান্ত রেখা থাকলেও রাজ্যের ত্রিপুরি উপজাতিদের সাথে সীমান্তের ওপারে বসবাসকারী ত্রিপুরিদের ভাষাগত মিল রয়েছে। মিল রয়েছে খাদ্য আর সাংস্কৃতিক চর্চার দিক দিয়েও।

মূলত একই ভাষা গোষ্ঠির লোক হওয়ার সুবাদেই এপারের জঙ্গিদের সঙ্গে সহজেই তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শুধুমাত্র সম্পর্কই নয়, এমনও খবর রয়েছে যে, অনেক সময় রাজ্যের বৈরিদের সঙ্গে সীমান্তপারের কিছু সংখ্যক ত্রিপুরি যুবকও সীমান্ত অতিক্রম করে বিভিন্ন হামলা ও সন্ত্রাসে অংশ নিচ্ছে। সীমান্তের ওপারে ত্রিপুরিদের সঙ্গে রাজ্যের সন্ত্রাসবাদীদের সম্পর্ক খুব গাঢ় হয়ে উঠেছিল প্রাক্তন এন এল এফ টি সভাপতি ধনঞ্জয় রিয়াং -এর সময়কালে।

সম্প্রতি বান্দরবনের 'লামা' অঞ্চলে রাজ্যের বৈরিদের সর্ববৃহৎ ঘাঁটিটি তৈরি হয়েছে। এই ক্যাম্পটি মূলত সীমান্তপারে অত্যন্ত দুর্গম অঞ্চলে। বলতে গেলে 'নো ম্যানস্ ল্যাণ্ড'। এই ঘাঁটিটি মূলত ট্যানজিট ক্যাম্প হিসাবেই গড়ে উঠেছে। এন এন সি এন থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈরিরা যেমন এই ক্যাম্পকেই ব্যবহার করে তেমনি অস্ত্র ও মাদক ব্যবসায়ীদেরও এই ক্যাম্পে যাতায়াত রয়েছে। অস্ত্র আমদানি থেকে শুরু করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৈরিদের উচ্চ পর্যায়ের কোন বৈঠকও দুর্গম এই শিবিরেই হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেঘালয় সীমান্তের 'চাতক' প্রশিক্ষণ শিবিরটি। এই শিবিরে যে শুধু উত্তর পূর্বাঞ্চলের বৈরিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত তাই নয়, এখানে কাশ্মিরের সন্ত্রাসবাদিদেরও যথেচ্ছ আনাগোনা ছিল। প্রশিক্ষণ ছাড়াও এ শিবির থেকে বিভিন্ন ভারতীয় এজেন্সির বার্তা ধরে নেওয়া ও জাল

ভারতীয় নোট বাজারে ছাড়ার কাজ চালানো হত। গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী বর্তমানে চাতক শিবিরটি থেকে গেলেও এখন এটি স্রেফ ট্র্যানজিট ক্যাম্প হিসাবে বৈরিরা ব্যবহার করছে।

বেআইনি অস্ত্র ও গ্রাম ত্রিপুরা

ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের কারণে রাজ্যের গ্রাম-পাহাড়ের বিপন্ন নিরাপত্তাহীন মানুষকে ইদানিং নতুন একটি বিষয়ের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদের নল্চের আড়ালে ইতিমধ্যেই রাজ্যের একশ্রেণীর মানুষের হাতে লাইসেন্সবিহীন বেআইনি অস্ত্র এসে গেছে। সন্ত্রাসবাদিদের হামলার পাল্টা হামলার মানসিকতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিপন্ন অন্য অংশেব মানুষের মধ্যেও বেআইনি অস্ত্র সংগ্রহের একটা উদ্বেগজনক মানসিকতার জন্ম নিয়েছে যা এককথায় নিকট ভবিষ্যতে সন্ত্রাসদীর্ণ ত্রিপুরাকে আরও জীর্ণ করার পথে ঠেলে দিচ্ছে।

ঠিক কত পরিমাণ কি ধরণের বেআইনী অস্ত্র এরাজ্যের গ্রাম-পাহাড়ের মানুষের হাতে চলে এসেছে তার বাস্তবভিত্তিক পরিসংখ্যানগত কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। কিন্তু এনিয়ে একটি অনুসন্ধানমূলক তথ্য থেকে জানা গেছে কম করেও পাঁচ থেকে ছয় হাজাব বেআইনি অস্ত্র গ্রাম-পাহাড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। গ্রাম ত্রিপুরার প্রায় আশি শতাংশ উপজাতি ও মিশ্র জনবসতিপূর্ণ এলাকাতেই কিছু না কিছু অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে। অত্যাধুনিক এল এম জি, এস এল আর, এ কে সিবিজের মারাত্মক অস্ত্র থেকে শুরু করে আমেরিকা, চীন, থাইল্যাণ্ডে তৈবি নাইন এম এম পিস্তল (৭.৬ বোর), রিভলবার (পয়েন্ট টু টু ওয়েবলি) ইত্যাদি সব অস্ত্রই সন্ত্রাসদীর্ণ গ্রাম ত্রিপুবায এসে গেছে। এছাড়া দেশিয় তৈরি পিস্তল, রিভলবার, বন্দুক, দেশি কামান ইত্যাদিতো রয়েছেই।

রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের ফলে দেশি-বিদেশি অস্ত্রের চাহিদা সম্প্রতি রাজ্যে বেড়ে যাওয়ায় ফাটকা অস্ত্র ব্যবসায়ীরা এখন এসব অস্ত্রশস্ত্রেব দামও অস্বাভাবিকভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে। অবশ্য দাম নেওয়া হচ্ছে পার্টি বুঝে।

একটি এ কে ৪৭ রাইফেল (কাঠের বাঁটযুক্ত) বিক্রি হচ্ছে ৭০-৭৫ হাজার টাকায়। এই রাইফেলের অন্য একটি সিস্টেমে লোহার বাঁট ভাঁজ করে ছোট করা যায। এই সুবিধার জন্য সেগুলির দাম ৮৫-৯০ হাজার পর্যন্ত। নাইন এম এম ৭.৬৫ বোরের প্রতিটি পিস্তলের দাম ৩৫/৪০ হাজার টাকা। বত্রিশ বোরের রিভলবারের দাম ৩০-৩২ হাজার টাকা। সিঙ্গল ব্যারেল বন্দুক পনের থেকে সতের হাজার টাকা, চেক রিপাবলিকের তৈরি সি জেড পিস্তলের দাম প্রায় ৫৫-৬০ হাজার ও আমেরিকার আরমানিয়াস স্পেশাল ৭৫-৮০ হাজার টাকা। ভারতীয় বাজারে বিশেষত ত্রিপুরায় এসব অস্ত্র পাওয়া যাচ্ছে সে দেশের টাকার সমানুপাতে। অর্থাৎ ত্রিপুরার বাজারে একটি এ কে ৪৭ রাইফেলের দাম ৫৫-৬০ হাজার টাকার কাছাকাছি এবং পিস্তল,

রিভলবারের জন্য দিতে হচ্ছে ৩০-৩৫ হাজার টাকা। আর প্রতিটি বুলেটের দাম রাজ্যের বাজারে পঁচাত্তর-আশি টাকা। যারা বন্দুক দেবে তাদের সবার কাছে আবার গুলি পাওয়া যায় না। তাই গুলির জন্য আলাদা পার্টিকে ধরতে হয়।

কিছু কিছু এমন পিস্তল ও রিভলবারও বাজারে এসে গেছে যাতে এল এম জি, এস এল আর-এর গুলিও ব্যবহার করা যায়। এমনই একটি দেশিয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্রেই ২০০০ সালের শুরুতে হত্যা করা হয়েছে সদর এস ডি ও সুখরাম দেববর্মাকে এবং ওই এস এল আর-এর গুলিটি সাধারণত ত্রিপুরা পুলিশই ব্যবহার করে থাকে। তাই স্বভাবতই এমন আশঙ্কা করা যেতে পারে যে, গুলি স্থানীয় ভাবেও পাওয়া যাচ্ছে নিরাপত্তা কর্মী ও বাজ্য পুলিশের লোকদের মারফৎ।

সদর এস ডি ও সুখরাম দেববর্মা হত্যাকাণ্ডেই শুধু এ রাজ্যে বেআইনি অস্ত্রের ব্যবহার হয়নি, এর আগেও রাজ্যে বহু হত্যাকাণ্ড, ডাকাতির ঘটনায় আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার হয়েছে। সম্প্রতি জাতিদাঙ্গায়ও এসব অস্ত্রশস্ত্র বেরিয়ে আসতে দেখা.যাচ্ছে - বিশেষত পার্বত্য পল্লীগুলিতে তা প্রকাশ্যেই একশ্রেণীর জাত/উপজাত যুবক যারা বৈার নয় বা কোন সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের সঙ্গেও যুক্ত নয়, অস্ত্র হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

এছাড়া তথাকথিত সন্ত্রাসবাদিদের হাতে তো অত্যাধুনিক সব ধরণেব অস্ত্রই রয়েছে। আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক এম ৫, এম ১৬ , এ কে ৪৭. ৫৬ এমনকি চিনে নির্মিত দূরনিয়ন্ত্রিত ১.৫ কি.মি. দূরত্বে ফিক্সড টার্গেট স্নাইফার রাইফেলও এক্ষণে রাজ্যের বৈরিদের হাতে এসে গেছে। অর্থাৎ এই রাইফেল থেকে দেড় কিলোমিটার দূরত্বে কোনও লক্ষ্যবস্তুর উপর যদি নিশানা লাগানো যায়, লক্ষ্যভ্রষ্ট হবেনা।

তথাকথিত সন্ত্রাসবাদিদের কাছ থেকে এসব অস্ত্র উদ্ধারতো দূরের কথা, উপজাতি পল্লীর সাধারণ মানুষ, যারা বেআইনিভাবে অস্ত্র মজুত রাখছে, তাদের অস্ত্রগুলিও উদ্ধারে আজ পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেই। উপরন্তু লাইসেন্সধারি যেসব বন্দুক ভোটের মুখে তুলে নেওয়া হয় এসব বন্দুকগুলিও পরে ফেরৎ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর জাতিদাঙ্গার সময় লাইসেন্সবিহীন এসব বেআইনি অস্ত্রের পাশাপাশি লাইসেন্সধারি অস্ত্রগুলিও বেরিয়ে আসছে। কোথায় কোনও উপজাতি পল্লীতে কার কাছে কি বেআইনী অস্ত্র রয়েছে তা পুলিশের না জানার কথা নয়, কিন্তু বেআইনী এসব অস্ত্র উদ্ধারে তেমন কোনও উদ্যোগ নেই।

শুধু তাই নয়, জিরানিয়া থানাধীন হরিজয় চৌধুরী পাড়া ও তার আশপাশের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ এলাকায় কার কাছে কি ধরণের বেআইনি অস্ত্র রয়েছে এ সম্পর্কিত একটি তালিকা স্থানীয়ভাবে রাজ্য পুলিশের ডি জি (প্রাক্তন) কে টি ডি সিং -এর কাছে গত ১৯৯৯ সালে দেওয়া হয়েছিল। ডি জি শ্রী সিং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিষয়টি দেখার জন্য পশ্চিম জেলার তৎকালীন এস পি -কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনও কাজ হয়নি। একদিনের জন্যও জিরানিয়া থানার পুলিশের এসব বেআইনি অস্ত্র উদ্ধারে অভিযানে যেতে সময় হয়ে উঠেনি।

বিদেশি গুপ্তচর সংস্থা : গৃহমন্ত্রকের রিপোর্ট

ভারত সরকারের গৃহ মন্ত্রণালয় ১৯৯৮ সনের অক্টোবর মাসে তাঁর মন্ত্রণা পরিষদের নিকট গুপ্তচর সংস্থার এবং ভারতের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার যে চিত্র প্রকাশ করেছেন, তাতে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি ভয়াবহ না হলেও যথেষ্টই ভীতিপ্রদ। দেশের মোট ৫৩৫ টি জেলার মধ্যে ২১০ টিই উগ্রপন্থী কার্যাবলী, জাতিগত বিদ্বেষ ও অন্যান্য নাশকতামূলক সমস্যা কবলিত। এর মধ্যে শুধুমাত্র উত্তরপূর্বাঞ্চলেরই ৬৯টি জেলার মধ্যে ৪৮টি জেলাতে এই সমস্ত সমস্যা প্রকট। অনুরূপভাবে জম্মু ও কাশ্মিরের ১০ টি জেলাতেও আই এস আই-র নাশকতামূলক কাজকর্ম চলছে। তাছাড়া আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিও এসমস্ত কারণেই একটু বেশি উদ্বেগজনক।

গৃহ মন্ত্রণালয়ের ওই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, পাকিস্থানি গুপ্তচর সংস্থা আই.এস.আই. ভারতবর্ষকে প্রায় পুরোপুরিভাবে কব্জা করে ফেলেছে। প্রথমদিকে এদের নাশকতামূলক কর্মসূচি কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও কাশ্মিরেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বর্তমানে উত্তর প্রদেশের তরাই অঞ্চল থেকে শুরু করে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল, কলকাতা, মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লী, কোয়েম্বাটুর ইত্যাদি বড় বড় শহরগুলোতেও আই.এস.আই. সক্রিয়। দেশের বিভিন্ন স্থানে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনাগুলিই এব বড় প্রমাণ। স্থানীয় মৌলবাদি শক্তিগুলিই এদেব সহযোগিতা করে চলেছে।

১ অক্টোবর ১৯৯৮ তারিখে 'হিন্দুস্থান টাইমস' পত্রিকার একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, আই.এস.আই. উত্তরপ্রদেশকে তাদের ঘাঁটি হিসাবে বেছে নিয়েছে। আই.এস.আই. -এর ক'জন চরকে গ্রেপ্তারের পর প্রতীয়মান হয় যে, পশ্চিম উত্তর প্রদেশের কিছু কিছু অঞ্চল বিশেষ করে মিরাট ও তার আশেপাশের এলাকায় তাদেব অনুগামীদের প্রধান আস্তানাগুলি রয়েছে।

এদের মূল লক্ষ্য হল ভারতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ও জনবহুল অঞ্চলে, বাসে, ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি করা। তাই এ রাজ্যে ২০০০ সালের শুরু থেকে হঠাৎ করে যে বোমা বিস্ফোরণ ও হামলার ঘটনাগুলি একের পর এক ঘটেছে তার সঙ্গে আই এস আই-র যোগসাজস একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায়না।

১৯৯৭-এর ১৬ এপ্রিল মিরাট পুলিশ কর্তৃক জাকির বলিফ নামে একজনকে গ্রেপ্তারের পর জানা গিয়েছিল যে, আই.এস.আই. তাকে ভারতের নানা স্থানের উল্লেখযোগ্য সেতু, রাস্তা, হরিদ্বারের খাল এবং রুরকি ও মিরাটের সেনা ছাউনির ভিডিও এবং স্থির চিত্র সংগ্রহের জন্য নিযুক্ত করেছে। জাকিরের প্রাক্তন স্ত্রী সুরাইয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং সিগন্যাল কোর -এর গোপনীয় দলিলপত্র আই.এস.আই-এর কাছে পাচার করার সময় ১৯৯৭-এর ১৪ মে মিরাট পুলিশ কর্তৃক গ্রেপ্তার হয়। এসমস্ত

তথ্য থেকে এটা স্পষ্টই প্রতিয়মান যে ত্রিপুবা সহ উত্তব পূর্বের রাজ্য গুলিতে সত্যিই আই এস আই তৎপর। এদের মোকাবিলায় আশু কার্যকবি পদক্ষেপ দরকার।

ওভারগ্রাউণ্ডে বৈরি-সহযোগি

নিরাপত্তা বাহিনী যেমন তথ্য সংগ্রহের জন্যে তাদেব প্রয়োজনানুযায়ী ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক তৈরি করেন ঠিক তেমনি বৈরিরাও তাদেব প্রয়োজনানুযায়ী ওভার গ্রাউণ্ডে তাদের নিজস্ব লোকজন বাখে। ওই ওভাবগ্রাউণ্ড সহযোগীবাই বলতে গেলে তাদের মূল শক্তি। তারাই মূলত বৈরি দলে নতুন সদস্য ভর্তিব কাজ থেকে শুরু করে বৈরি আস্তানায় খাবারদাবার পৌছে দেওয়া, বৈবিদের পথ দেখিয়ে দেওয়া, নিবাপত্তা বাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে বৈরিদের তথ্য সংগ্রহ কবে দেওয়া, অপহৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়ে নিতে মুক্তিপণের ব্যাপারে মধ্যস্থতাকাবীর ভূমিকা পালন কবে থাকে।

মোট কথায় আণ্ডারগ্রাউণ্ডের বৈরিদের ওভারগ্রাউণ্ডের সব ধবণেব কাজ এই ওভারগ্রাউণ্ড বৈরি সহযোগীরা করে দেয়। কোন বৈরি সদস্য গুলি বিনিময়ে কোথাও আহত হয়ে থাকলে তার চিকিৎসাব ব্যবস্থা পর্যন্ত এই ওভারগ্রাউণ্ডেব বৈরিরাই করে। তাই বাজ্যের সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের পেছনে এই ওভারগ্রাউণ্ড বৈবি সহযোগীদের একটা বিবাট ভূমিকা বয়েছে। উপজাতি বৈবি সংগঠন বলে যে শুধু উপজাতি যুবকবাই বৈরিদের ওভারগ্রাউণ্ড সহযোগী হিসাবে কাজ করছে এটা কিন্তু নয়, বহু অনুপজাতি যুবক, মুসলিম যুবকও রাজ্যে তৎপর উপজাতি বৈরিদের ওভারগ্রাউণ্ড সহযোগী হিসাবে কাজ করছে।

গত দশ বছরে কম করেও দশ হাজারের উপব ওভাবগ্রাউণ্ড বৈরি সহযোগী ধবা পড়েছে। বাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে ১৯৯৭ সালে ওভারগ্রাউণ্ড বৈরি সহযোগীদের একটা তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তাতে ৫ শতাধিক সরকারি কর্মচারি ও অফিসারের নামও উঠে এসেছে যারা নিষিদ্ধ ঘোষিত বাজ্যের দুটি বৈরি সংগঠনকেই নানাভাবে সাহায্য করছে। কিন্তু ওভারগ্রাউন্ড বৈরি সহযোগীদের চিহ্নিত করে যে ভাবে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন ছিল সেই ভাবে সরকারী কঠোর পদক্ষেপ না থাকায় ওভারগ্রাউণ্ড বৈবি সহযোগীদের দৌরাত্ম বলতে গেলে বাড়ছে বই কমছে না।

রেজোমনিপাড়া থেকে ....

কেন কীভাবে বৈরি হলাম

(ধৃত বৈরির জবানবন্দি থেকে)

পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির তেইশ বছরের যুবক মন্ত্রীজয় রিয়াং। বাড়ি অম্পির একজনছড়া গাঁওসভার রেজোমনিপাড়া। ১৯৯২ সালে কাসকো ব্যাপটিস্ট খ্রিষ্টান মিশনারি চার্চ-এ খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। ১৯৯৬ সালে এ টি টি এফ দলে যোগদান করে।

কিন্তু কেন, কি কারণে মন্ত্রীজয় এ টি টি এফ বৈরি দলে যোগদান করে, কারা কীভাবে মন্ত্রীজয়দের বৈরি দলে টেনে নেয়-বৈরি জীবন ছেড়ে এসে মন্ত্রীজয় তা পুলিশকে জানিয়েছে। কিন্তু মন্ত্রীজয় একা নয়, তার চেনা জানা এমন আরও বহু পাহাড়ি যুবক বৈরিদলে নাম লেখাচ্ছে/ লিখিয়েছে। কীভাবে কাদের হাত ধরে মন্ত্রীজয়রা এই 'রোমাঞ্চকর দুনিয়ায়' পা ফেলছে মন্ত্রীজয় -এর জবানবন্দি থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে যায়। মন্ত্রীজয় কী বলছে বরং শোনা যাক।

১৯৯৬ সাল। মন্ত্রীজয় ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ -এর অধিনে কাঞ্চনপুরের গছিরামপাড়া হাই স্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করেনি। এর আগে ১৯৯২ সালে সে কাসকো ব্যাপটিষ্ট খ্রিষ্টান মিশনে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। মন্ত্রীজয় -এর স্কুল জীবনের প্রথম দিকটা কেটেছে অম্পিতে। অম্পির সোনাছড়া ট্রাইবেল মডেল কলোনি স্কুলে সে ক্লাস ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে। অম্পিতে থাকাকালীন মন্ত্রীজয় -এর সঙ্গে পরিচয় হয়-অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ টি টি এফ) -এর সার্জেন্ট মেজর জুয়েল ওরফে অলিন্দ্র দেববর্মার। অলিন্দ্র একদিন তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার নিজের বৈরি জীবনের রোমাঞ্চকর কাহিনীর কথা শোনায়। এবং ত্রিপুরাকে পৃথক ট্রাইবাল স্টেট করার কল্পকাহিনীর কথা বলে। মন গলে যায় মন্ত্রীজয় -এর।

একদিকে পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ অন্যদিকে কর্মহীনতা মন্ত্রীজয়কে অলিন্দ্রর রোমাঞ্চকর বৈরি জীবনের প্রতি আকর্ষিত করে। ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর মাসে অলিন্দ্র তার ৯-১০ জন সঙ্গীকে নিয়ে রেজোমনি পাড়ায় আসে। মন্ত্রীজয় তার অন্য দুই বন্ধু- অম্পির চুলছাপাড়ার পূর্ণজয় রিয়াং ও তৈইবাকলাই -এর সুকান হরি জমাতিয়াকে নিয়ে অলিন্দ্রর সঙ্গে চলে যায়। গামাকো, পাহাড়পুর, রইস্যাবাড়ির জঙ্গল হয়ে সোজা পার্বত্য চট্টগ্রামস্থিত এ টি টি এফ -এর লাউগাং ক্যাম্পে।

১৯৯৭ -এর জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি দুই মাস টানা প্রশিক্ষণ চলে। প্রশিক্ষণ লাউগাং ক্যাম্পেই চলে। অলিন্দ্র নিজে এবং উলফার রিংকাং বরুয়া এই প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণ শেষে মন্ত্রীজয়কে কর্নেল পদ দেওয়া হয় এবং যেহেতু মন্ত্রীজয়

মাধ্যমিকস্তর (অনুত্তীর্ণ) পর্যন্ত পড়াশুনা করেছে এবং সে দেখতে ভাল এবং স্মার্ট তাই তাকে এ টি টি এফ- এর বিদেশ দপ্তরে কাজ দেওয়া হয়।

১৯৯৭-৯৮ সালে মন্ত্রীজয় তার তিন এ টি টি এফ সঙ্গী এবং চার উলফা সঙ্গীকে নিয়ে ভূটানে উলফার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স যায়। সাতছড়ি এ টি টি এফ ক্যাম্প থেকে আগরতলায় এসে ক্যাপিটাল ট্রাভেলস -এর বাস ধরে গুয়াহাটি ডিমাপুর ইটানগর হয়ে তারা ভূটান যায়। গুয়াহাটিতে পল্টন বাজারে, ডিমাপুর ও ইটানগরে তারা হোটেলে রাত কাটায়। প্রায় ছয় মাস মন্ত্রীজয় তার উলফা সঙ্গীদের সঙ্গে ভূটানে উলফার জেনারেল হেড কোয়ার্টার্সে ছিল। সেখানে তাদের আর্বান এক্সট্রিমিজম প্রসঙ্গে প্রাশিক্ষণ দেওয়া হয়। প্রাশিক্ষণ দেওয়া হয় কীভাবে ল্যান্ড মাইন পুঁততে হয়, গোরিলা ফাইটিং করতে হয় ইত্যাদি সব বিষয়ে।

ভূটানে উলফার সদর দপ্তরে ছয় মাস প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর ইটানগর, ডিমাপুর হয়ে মায়ানমারের সীমান্তে ইস্টার্ন নাগাল্যান্ডের মন জেলার জঙ্গলে তারা এন এস সি এন (কে) -এর একটি ক্যাম্পে আসে। এই ক্যাম্পের অদূরে চিনা ন্যাশন্যাল ফ্রন্ট (সি এন এফ) বৈরিদের একটি ক্যাম্প রয়েছে। তাছাড়া কোচিন ইনডিপেনডেন্ট আর্মি (কে আই এ) বৈরিদের একটি ঘাঁটি রয়েছে ওই এলাকায়। সি এন এফ ও কে আই এ বৈরিদের সঙ্গে অস্ত্র কেনার ব্যাপারে কথা হয়। সি এন এফ বৈরিরা কিছু আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতে রাজীও হয়েছিল কিন্তু তখন সেখানে এন এল এফ টি বৈরি দেরও এত বেশি মুভমেন্ট ছিল অস্ত্র সরবরাহ নেওয়া সম্ভব হয়নি। সেখান থেকে তাই খালি হাতেই তারাবন এ টি টি এফ ক্যাম্পে চলে আসতে হয়।

তারপর ১৯৯৮ সালে মন্ত্রীজয় তার এক এ টি টি এফ সঙ্গী ও উলফার ফরেন সেক্রেটারিকে নিয়ে ঢাকা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে বেনামি পাসপোর্টে থাইল্যান্ডে যায়। এ টি টি এফ প্রধান রনজিৎ দেববর্মা নিজেই তাদের পাসপোর্টের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। পাসপোর্টে মন্ত্রীজয়কে জার্নি ত্রিপুরা এবং অন্য সঙ্গী রুবাল দেববর্মার পরিচয় দেওয়া হয় রুবাল ত্রিপুরা হিসাবে। উলফার ফরেন সেক্রেটারি থাই ভাষা জানত। তাই ভাষার ব্যাপারে কোথাও কোন সমস্যায় পড়তে হয়নি তাদের।

মূলত অস্ত্র কেনাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। ভারতীয় টাকায় ৬০/৭০ হাজারে ব্যাংককে একে ৫৬ রইফেল পাওয়া যায়। অস্ত্রকারবারীদের সঙ্গে তাদের কথা হয়। কিন্তু খুব বেশি পরিমাণে অস্ত্র একসঙ্গে বিক্রি করতে তারা নারাজ। কারণ সমুদ্রপথে বাংলাদেশের কক্সবাজার দিয়ে এসব অস্ত্র আনার ক্ষেত্রে তখন বেশ কড়া নজরদারী ছিল বার্মা আর্মি ও বাংলাদেশের তরফে।

বিদেশ থেকে অস্ত্র আমদানি করতে তৃতীয় বারও ব্যর্থ হওয়ায় সংগঠন প্রধানের কুনজরে পড়তে হয় মন্ত্রীজয়কে। বৈরীডেরায় তার অবস্থা দিন দিন ক্রমেই খারাপ হচ্ছিল। তাই সে আস্তে আস্তে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আসে এবং প্রাক্তন এন এল এফ টি ও পরে টি আর এ বৈরী নেতা ধনঞ্জয় রিয়াং -এর মাধ্যমে রাজ্য পুলিশের আই জি সেলিম আলির চেম্বারে আত্মসমর্পণ করে ২০০০ সালের সেপ্টেম্বরে ১৩ তারিখে।

বৈরি ডেরায় একমাস

(অপহৃতের জবানি থেকে)

১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ধলাই জেলাব আমবাসা কলোনির এক জিপ চালক বৈরি কবল থেকে ছাড়া পেয়ে এসে যে তথ্য ফাঁস করেছেন তার থেকে রাজ্যের বৈরিদের সঙ্গে মুসলিম কিংবা তালিবানি বৈরীদেবও যোগসাজসের একটি তথ্য জানা গেছে। শ্রীনিবাস দাস নামে আমবাসা কলোনি এলাকার ওই জিপচালক-শিকারীবাড়ি থেকে অপহৃত হন। নগদ ২০ হাজার টাকা মুক্তিপণ দিয়ে তিনি বৈরী কবল থেকে মুক্তি পান।

বৈরিডেরায় দীর্ঘ একমাসের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনা করতে গিয়ে এই জিপচালক বলেছেন, ওই দিন সকাল সাতটা নাগাদ শিকারিবাড়ি আপের কাছে ১০-১৫ জনের একটি সশস্ত্র বৈরিদল তার গাড়িটি আটক করে যাত্রীদের মারধোর করে। যাত্রী এক পুলিশ কর্মীকে অপহরণের চেষ্টা করে। কিন্তু পুলিশ কর্মীটি পকেট থেকে একটি কাগজ দেখানো মাত্রই বৈরিরা তাকে ছেড়ে দেয়। সন্দেহ করা হচ্ছে ওই কাগজটি বৈরিদের চাঁদার রসিদ ছিল। বৈরিরা পুলিশ কর্মীকে ছেড়ে দিয়ে তখন গাড়িচালক শ্রীনিবাসকে অপহরণ করে। অপহরণের পরে বৈরিরা তাকে চোখ বেঁধে সাত-আট ঘন্টা হাঁটিয়ে একটি গাছতলায় হাতে পায়ে শেকল দিয়ে বেঁধে আটকে রাখে। যখন চোখের কাপড় খুলে তখন চারিদিকে অন্ধকার দেখতে পেয়ে সে রীতিমত ঘাবড়ে যায়। চোখে কিছু না দেখলেও পাশের উপজাতি লোকজনের কথা শুনতে পান। কিছুক্ষণ পর ওই বাড়ি থেকে বৈরিদের জন্য কলাপাতায় খাবার আসে। সেখান থেকে তাকেও একভাগ দেওয়া হয়। এরপর কয়েকঘন্টা বিশ্রাম করিয়ে বৈরিরা রাতের অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় অন্যত্র পাড়ি দেয়।

শ্রী দাস জানান, তার অনুমান তাকে মনু-ছৈলেংটা সড়ক অতিক্রম করিয়ে শেরমুনের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ২০/২২জন সশস্ত্র জঙ্গিকে তার পাহাড়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়। সেখানে এক-দুই দিন কাটানোর পর শ্রীদাস বৈরিদের কাছে গরীব লোকজনকে অপহরণ করার কারণ জানতে চাইলে, বৈরিরা তাকে বলে এখানে অনুপজাতিদের নায্য কর দিয়েই থাকতে হবে। অস্ত্র ক্রয়ের জন্য তারা চাঁদা আদায় করে সেই অর্থের যোগান সুনিশ্চিত করছে। কিন্তু অনুপজাতিদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া যায় না বলেই তাদের অপহরণ করা হচ্ছে এবং হবে।

শ্রীদাস আরও জানান, ২০/২২জন সশস্ত্র জঙ্গি তাকে পাহাড়া দিচ্ছিল। এভাবেই কেটেছে দিন। যতদিন গড়ায় নতুন নতুন তথ্য তার চোখের সামনে আসে।

ক্লান্ত হয়ে গাছতলাতেই একদিন শ্রীদাস ঘুমোচ্ছিলেন, বুলেটের আওয়াজ শুনে হঠাৎ আঁৎকে উঠলেন। চোখ মেলেই দেখলেন দুই উপজাতি বৃদ্ধ পাশে বসে চোখের জল ঝবাচ্ছেন। আর পাশ দিয়ে রক্তের বন্যা বইছে। পড়ে আছে কিছুক্ষণ আগেও জীবন্ত সশস্ত্র এক জঙ্গির নিথর দেহ। উপজাতি বৃদ্ধ ওই ডেরার বৈরি কমান্ডেন্টের কাছে অভিযোগ করলেন, ওই বৈরিটি নাকি গত বাতে তাদের এক মেয়েকে ধর্ষণ করেছে। কমান্ডেন্ট সেই অভিযোগেই তাদের সহকর্মীটিকে চোখেব সামনে গুলি করে হত্যা করল।

এই ঘটনায় বাকি পাঁচ যুবকও রীতিমত ঘাবড়ে যায়। একসময় তাদের লুকিয়ে চোখের জল ফেলতে দেখা যায়। ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই এই শিবিরের পাশে পড়ে থাকা নিথর দেহে লাথি মেরে শ্রীদাসকে সঙ্গে নিয়ে বৈরিরা চলে যায় অন্য এক শিবিরে। ঘন জঙ্গলের পথে সীমান্ত এলাকায় তাকে রাখা হয়। সেখানে যাওয়ার পবই ওই যুবকদেব আব দেখা যায়নি।

ধাবণা করা হচ্ছে ওরা বাংলাদেশে পাড়ি দিয়েছে। পবদিন ছুটে আসে আরও পাঁচজন যুবক। দীর্ঘ একমাস এইভাবে কাটিয়ে ২০ হাজাব টাকা দিয়ে বৈবি কবল থেকে মুক্তি পায় শ্রীনিবাস। আসার সময় জঙ্গিবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয় রাজ্যেব সর্বত্রই সন্ত্রাস অব্যাহত থাকবে। আমবাসার কয়েকজন ব্যবসায়ী ও পঞ্চায়েতের কয়েকজন সদস্যেব উদ্দেশ্যে চাঁদা চেয়ে কয়েকটি চিরকূটও ধরিয়ে দেয় তার হাতে। বৈরি ডেবা থেকে ফিরে এসে এক সাক্ষাতকারে এসব তথ্য ফাঁস করেছেন অপহৃত শ্রীনিবাস দাস। এটা অপহৃত এক শ্রীনিবাসের অভিজ্ঞতা নয়, এ রাজ্যে নিত্যদিন এমন আধা ডজন শ্রীনিবাস অপহৃত হচ্ছেন এবং মুক্তি পেয়ে এসে বৈরি কবলের এসব অভিজ্ঞতার কথা জানাচ্ছেন।

সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের নামে ত্রিপুরায় অপ্রতিরোধ্য অপহরণ ব্যবসা

সন্ত্রাসক্লান্ত এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদের গর্ভে ক্রমবর্ধমান অপহরণ বাণিজ্য একটা নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয়ে পুষ্ট তার গতি আজ প্রায় অপ্রতিরোধ্য নানা কারণে, নানা স্বার্থে। সাধারণ মানুষকে নিয়ে মানবরূপীদের সেই ধান্দা চলেছেই।

দুই দশকেরও বেশি বয়সী রাজ্যের সন্ত্রাসবাদ ক্রমেই কীভাবে বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে গত কয়েক বছরে রাজ্যে সংঘটিত সন্ত্রাসবাদের খতিয়ান থেকেই তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে । রাজ্য পুলিশের বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানী সূত্র ও বিভিন্ন সময় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে রাজ্যের বৈরি সন্ত্রাসের এই খতিয়ান থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৩ সালের পর থেকে রাজ্যে তথাকথিত বৈরিদের অপহবণ বাণিজ্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

১৯৯৩ সালে সারা রাজ্য থেকে যেখানে ৯৬ জন অপহৃত হয়েছিলেন, গত সাত বছরের ব্যবধানে তা পাঁচ গুণ বেড়ে ১৯৯৯ সালে ৪৮০-এ এবং ২০০০ সালেব আগষ্ট মাস নাগাদ ৪৭৪-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

দিনমজুর, কৃষক থেকে অটোচালক, ট্রাক চালক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, শিক্ষক, ডাক্তাব. ইঞ্জিনিয়ার, ঠিকাদার, শিশু, বৃদ্ধ কেউই অপহরণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন না। ক্রমবর্ধমান এই অপহরণ বাণিজ্য রোধে রাজ্য পুলিশের বাস্তবভিত্তিক কোনও ফলপ্রসূ পরিকল্পনা না থাকায় এই বাণিজ্য এখন পাহাড়ি এলাকার এক শ্রেণীর বেকার যুবকের পেশায় পরিণত হয়েছে।

বিভিন্ন তথ্যানুসন্ধানী সূত্রের খবর হল, এক শ্রেণীর অনুপজাতি বেকার যুবকও এতে সামিল হয়েছে। আর বিভিন্ন সময়ে আত্মসমর্পণ করেছে এমন তথাকথিত বৈরিরাই হল এই বাণিজ্যের মূল ' রফাকারী ' বা ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে মূল মধ্যস্থতাকারী।

বিভিন্ন সময়ে অপহৃত হয়ে পরে মুক্তিপণ দিয়ে ফিরে এসেছেন এমন বেশ ক'টি সূত্রে পাওয়া খবরে জানা গেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথাকথিত বৈরিরা অপহৃতকে রাজ্যের অভ্যন্তরেই কোথাও নিয়ে রাখছে এবং অপহরণস্থল থেকে জঙ্গল পথে সেই আস্তানার দূরত্ব খুব বেশিও নয়। চোখ বেঁধে এক জায়গা দিয়েই বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে কাছাকাছি জঙ্গলের অস্থায়ী আস্তানায় রাখা হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই

ভিন্‌দেশে নিয়ে যাওয়া হয়

অপহৃত ব্যক্তি কাকে টাকা দিয়ে কার মাধ্যমে মুক্তি পেল এসব বিষয় সামনে রেখে অপহরণের উৎস সন্ধানের ব্যাপারে তেমন কর্মদক্ষ নয় পুলিশ। এই অভিযোগও রয়েছে, মধ্যস্থতাকারীদের অধিকাংশই আবার কোনও না কোনও রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী। এই অবস্থায় রাজনৈতিক নেতাদের ভয়েও মুক্তিপ্রাপ্ত অপহৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যাপারেও পুলিশের ভূমিকা ' ধরি মাছ, না ছুঁই পানি '-র মত।

যার ফলে রাজ্যের সন্ত্রাসবাদের গর্ভে ক্রমবর্ধমান এই অপহরণ বাণিজ্য রাজ্যের অর্থনীতিতে একটা ' প্রলয় ' ডেকে আনার মত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। কেননা, একবার যার পরিবার থেকে কেউ অপহৃত হয়েছে সেই পরিবারের অবস্থা একরকম পথে বসার সামিল। অবস্থা বুঝে ন্যুনতম ১ হাজার থেকে সর্বোচ্চ ২৯ লাখ টাকা পর্যন্ত বৈরিরা মুক্তিপণ আদায় করেছে । এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ মুক্তিপণ দিয়েছে সদর উত্তরের মেঘলিবন চা বাগানেব মালিক যোগব্রত চক্রবর্তী-র পরিবার। প্রায় ২৯ লাখ টাকা দেওয়ার পরও চক্রবর্তী-র মরদেহ ফেরত দেয়নি এ টি টি এফ বৈরিরা।

ইতিপূর্বে একটি বেসরকারি পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে, বছরে গড়ে ৫ কোটির বেশি টাকা এই অপহবণ বাণিজ্যের মাধ্যমে হাত বদল হচ্ছে। আর এর পরিণতিতে গ্রাম-পাহাড়ের সবরকমের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম এক রকম ভেঙে পড়েছে। এমনকি যে জায়গায় বৈরি কার্যকলাপ নেই, সে সমস্ত এলাকায় কর্মরত সরকারি কর্মচারীরাও এই অপহরণ ও সন্ত্রাসকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে স্বাভাবিক কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছে। শুধু অপহৃতকেই বৈবিদের টাকা দিতে হয়না, গ্রাম-পাহাড়ের মানুষকে বৈরীদের নির্ধারিত হারে চাঁদা দিতে হচ্ছে।

আশ্চর্যের বিষয় হল, শুধু স্কুল, ব্লক, বাঙ্ক, পঞ্চায়েত, গ্রামোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিসের নীচুস্তরের অফিসার কর্মচারিরাই নয় তথাকথিত এই সন্ত্রাসবাদিদের অপহরণের ভয়ে প্রশাসনের পদস্থ অফিসার কর্মচারিদেরও চাঁদা দিতে হচ্ছে। তাই সরকারি অফিসার কর্মচারিরা অপহরণের ভয়ে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকা সফর এক রকম বন্ধ করে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের সম্পর্কে যত কম বলা যায় ততই ভাল। অপহরণের ভয়ে গ্রাম-পাহাড়ের কোনও নেতা-মন্ত্রীই আজ আর তাদের গ্রামেব বাড়িতে থাকেননা।

বৈরিদের হাতে অপহরণের খতিয়ান
(১৯৯৩ - জুলাই ২০০০)

বছর	চা-বাগানের কর্মচারি	ছাত্র	কৃষক/ শ্রমিক	সরকারি শিক্ষক	অন্যান্য	মোট
১৯৯৩	-	-	-	৩	৯৩	৯৬
১৯৯৪	২	১	-	৬	২০৭	২১৬
১৯৯৫	-	-	৫৬	৯	৩০২	৩৬৭
১৯৯৬	৩	৩	৩	১	২৮৪	২৯৪
১৯৯৭	১	৬	-	২	১৪৯	১৫৮
১৯৯৮	১	১০	৬	১২	৩৭২	৪০১
১৯৯৯	-	২৪	১৩	২৫	৪১৮	৪৮০
২০০০	৪	২১	৫৬	১৩	৩৮০	৪৭৪

সূত্র ঃ রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর ও বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্য।

এই অপহরণের ব্যাপারে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সরকারি প্রশাসনের তরফে অপহৃত ব্যক্তিকে উদ্ধারের জন্য খুব কম ক্ষেত্রেই কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। এমনকি অপহৃত ব্যক্তি বৈরি ডেরা থেকে ফিরে এসে কোথায় থেকে কি ভাবে সে অপহৃত হয়েছে, কারা এই অপহরণের সঙ্গে যুক্ত বা কার মাধ্যমে টাকা দিয়ে তিনি ফিরে আসলেন এই সব জানানোর পরও অপহরণকারি বা তাদের মধ্যস্থতাকারীর বিরুদ্ধে কোনও পুলিশি ব্যবস্থা নেই।

এই অবস্থায় অপহরণ এই রাজ্যে এখন এক শ্রেণীর গ্রামীণ ও পাহাড়ি এলাকার দুষ্কৃতীর পেশায় পরিণত হয়েছে এবং দিন দিন পাহাড়ি এলাকার এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে এই অপহরণ ব্যবসার প্রতি মোহ বাড়ছে।

এক কথায় সাধারণ মানুষ থেকে যে কোনও সরকারি কর্মচারি, এমনকি রাজ্য পুলিশের

কর্মচারিদের পর্যন্ত এখন বৈবি দুষ্কৃতীদের অপহরণের পর মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে মুক্তি পেতে হচ্ছে। অবস্থাটি এখন এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে অফিসযাত্রী সরকারি কর্মচারি, স্কুলশিক্ষক, গাড়ি শুদ্ধ মানুষকে এক্ষণে বৈরিরা অপহরণ করে নিয়ে যাচ্ছে। অথচ প্রতিরোধে তেমন জোরদার ব্যবস্থা নেই। যদিও রাজ্য সরকার কাগজ কলমে বৈরি মোকাবেলায় বেশ কিছু অ্যাকশান প্ল্যানের কথা বলে বেখেছেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার কোনটিরই সফল বাস্তবায়ন এই রাজ্যের কোন বৈরি অধ্যুষিত এলাকায় নেই।

কোথাও কোনও বৈরি হামলা কিংবা অপহরণের ঘটনা সংঘটিত হলেই রাজ্য সরকার যথাযথ নিরাপত্তা বাহিনী নেই বলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এবং সরকারি দল বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে দোষারোপ করেই যে যার দায়িত্ব খালাস করছেন। আর পাণ্ডববর্জিত এই রাজ্যে নিত্য বেঘোরে বৈরীদের হাতে প্রাণ হারাচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

প্রধান প্রধান ঘটনা সমূহ

☞ **১৯৯২**

১) ৮ মে	তেলিয়ামুড়ার কাকড়াছড়ায় নৌকা থেকে নামিয়ে তিন জেলেকে হত্যা।
২) ২২ মে	ফটিকরায় -এর নেপালিটিলা পুলিশ আউটপোষ্টে এ টি টি এফ (ট্রাইবাল)-এব হানা। তিন কনস্টেবল গুলি বিদ্ধ, তিনটি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল ছিনতাই।
৩) ৪ অক্টোবর	৫০/৬০ এ টি টি এফ (ট্রাইবেল) বৈরিব গঙ্গানগর থানায় হামলা। ১৬টি থ্রি-নট-থ্রি রাইফেল লুট। চার কনস্টেবল নিহত, আহত আরও ছয়। এক বৈরি নিহত।
৪) ১০ ডিসেম্বর	কৃষিমন্ত্রী নগেন্দ্র জমাতিয়ার এসকর্টে এম্বুস। তেলিয়ামুড়ার কাকড়াছড়ায়। এক লেন্স নায়েব নিহত, চার কৃষি দপ্তরের কর্মী আহত।

☞ **১৯৯৩**

১) ৮ জুলাই	নালকাটার অদূরে করমছড়ায় বি এস এফ (৯ ব্যাটেলিয়ান) -এর জলের গাড়িতে এ টি টি এফ বৈরিদের হামলা। এক কনস্টেবল নিহত, এস এল আর লুট।
২) ২০ সেপ্টেম্বর	ধলাই জেলার মনু-র ধূমাছড়াতে এন এল এফ টি বৈরীদের ডি এ আর ক্যাম্পে হামলা। সাত ডি এ আর জওয়ান নিহত।
৩) ২ অক্টোবর	নালকাটা থেকে মনুতে আসার পথে এ

	এ রোডের উপর করমছড়ায় বি এস এফ এর জলের গাড়িতে হামলা। দুই বি এস এফ জওয়ান নিহত। আহত ৪।
☞ **১৯৯৪**	
১) ২০ জানুয়ারি	কৈলাশহরের সিঙ্গারবিলে বৈরি সন্দেহে সশস্ত্র ৫ উপজাতি যুবককে পিটিয়ে হত্যা।
২) ১৬ মার্চ	মনুঘাট থানাধীন ছৈলাংটায় কৃষ্ণকান্ত পাড়ার জঙ্গলে সি আর পি এফ -এর ৩৭নং বাহিনীর উপর এম্বুস, গুলির লড়াই। এক জওয়ান নিহত।
৩) ৪ সেপ্টেম্বর	গণ্ডাছড়া-আমবাসা সড়কে জিপ হামলা, নিহত ৪।
৪) ৭ সেপ্টেম্বর	সিধাই-র পূর্ব কলোনিতে এ টি টি এফ বৈরিদের অতর্কিতে হামলা, ৩ গ্রামবাসীকে হত্যা।
৫) ১৬ সেপ্টেম্বর	রাজধানী শহর সংলগ্ন গাবর্দ্দির অদূরে ও এন জি সি -র এক অফিসার সহ চার জনকে হত্যা।
৬) ৪ ডিসেম্বর	গঙ্গানগর সড়কে ৯২ ব্যাটেলিয়ানের সি আর পি এফ জওয়ানদের উপর অ্যাম্বুস, দুই কনস্টেবল সহ তিনজন নিহত, সাত জওয়ান ও সাতজন গ্রামবাসী যারা সি আর পি এফ -এর গাড়িতে করে আসছিলেন তারা গুলিবিদ্ধ হয়।
৭) ১৬ ডিসেম্বর	ভাংমুন ইউ বি আই থেকে তিন সশস্ত্র এন এল এফ টি বৈরির এক লক্ষাধিক টাকা লুঠ।

☞ **১৯৯৫**

১) ৭ জানুয়ারি	আঠারোমুড়া পাহাড়ের ভিতর চালের ট্রাক লুঠের চেষ্টা, সি আর পি এফ -র সঙ্গে গুলি বিনিময়। এক বৈরি নিহত।
২) ৭ জুন	কাঞ্চনপুর থানাধীন আনন্দবাজারের অদূরে সি আর পি এফএর ১৪নং বাহিনীর এসকর্ট পার্টির উপর এম্বুস। দুই সি আর পি এফ জওয়ান, দুই পুলিশ কনস্টেবল এবং এক চালক নিহত। আহত ৩। দুইটি এস এল আর, একটি কার্বাইন, প্রচুর গুলী লুঠ। সি আর পি এফ জওয়ানরা এক ইঞ্জিনিয়ারকে এসকর্ট করে গ্রামোন্নয়নের কাজ দেখতে যাচ্ছিলেন।
৩) ১০ জুলাই	জলেফায় গ্রিফের গাড়িতে গুলি, ৪ সি আর পি এফ নিরাপত্তা কর্মী নিহত, অস্ত্র লুঠ।
৪) ১২ জুলাই	মনু-ছামনু সড়কে পুলিশের এসকর্ট ভ্যানে হামলা, ৭ পুলিশ কর্মী নিহত, অস্ত্র লুঠ।
৫) ১৬ জুলাই	ধলাবিল নির্মিয়মান বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ভিন্ন রাজ্যের দুই ঠিকাদার ইঞ্জিনিয়ার অপহৃত।
৬) ১৭ জুলাই	শহরতলি নাগিছড়ার কাছে গাড়ি থামিয়ে ও এন জি সি -র দুই ইঞ্জিনিয়ারকে অপহরণ।
৭) ২৮ জুলাই	জেলা পরিষদ নির্ব্বাচন শেষে ভোট বাক্স নিয়ে ফেরার পথে জিরানিয়ার জয়রাম পাড়ায় হামলায় তিন পুলিশ কর্মী নিহত,

	অস্ত্র লুঠ।
৮) ১ আগষ্ট	মরাছড়ায় বৈরীদের গণহত্যা, নির্বিচারে গুলি, নিহত সাত গ্রামবাসী।
৯) ২ সেপ্টেম্বর	মনুর লালছড়ায় চাকমা গ্রামবাসীর সঙ্গে বৈরিদের সংঘর্ষ, এক গ্রামবাসী আহত।
১০) ১৪ সেপ্টেম্বর	ছেচুয়া-বামপুর সড়কের টহলধারি ১১৩ নং ব্যাটেলিয়নের সি আর পি এফ জওয়ানদের উপর হামলা, তিন জওয়ান নিহত, তিনটি এস এল আর লুঠ।
১১) ২ অক্টোবর	আমবাসার হবিণছড়ায় তল্লাসিতে গিয়ে টি টি ওয়াই এফ বৈবিদের গুলিতে দুই সি আব পি এফ জওয়ান নিহত।
১২) ১৯ নভেম্বর	কমলপুব ইউ বি আই -এ এন এল এফ টি, এন এস সি এন (আই/এম) -এর হানা। ৩১ লক্ষ টাকা লুঠ।

☞ **১৯৯৬**

১) ২০ জানুয়ারি	দেহরক্ষী সহ সি.পি.এম বিধায়ক প্রণব দেব্বর্মা অপহৃত
২) ২১ জানুয়ারি	হেজামারা-- সুবল সিং রোডে পালস্ পোলিও প্রোগ্রামে যাওয়ার পথে সি.আর.পি.এফ-র এসকর্টে হামলা, ৬ জওয়ান সহ হত ৭, অস্ত্র লুট
৩) ৪ এপ্রিল	গাবদ্দিতে সি.আর.পি.এফ -এর উপর হামলায় নিহত ৬ জওয়ান
৪) ৬ জুন	সিধাই থানাধীন মেঘলিবন চা

	বাগানের মালিক যোগব্রত চক্রবর্তী অপহৃত। ২৯ লক্ষাধিক টাকা মুক্তিপণ দেবার পরও অপহৃতকে হত্যা করে মৃতদেহ গুম
৫) ২ জুলাই	শান্তিরবাজার থানাধীন মনাইপাথর গ্রামীণ ব্যাংকে দিন-দুপুরে এন এল এফ টি-র হামলা, ৮ লক্ষ এক হাজার দুশো পঁচিশ টাকা লুঠ। গুলিতে নিহত ১, আহত ৬।
৬) ৩০ জুলাই	কাঞ্চনপুরে দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়নের দুই বি এস এফ জওয়ান নিহত এন এল এফ টি-র গুলিতে।
৭) ১ আগষ্ট	দেহরক্ষী সহ বিধায়ক দেবব্রত কলই অপহৃত ধূমাছড়া থেকে।
৮) ৬ সেপ্টেম্বর	দিন-দুপুরে জম্পুইজলা গ্রামীণ ব্যাংক থেকে এন এল এফ টি বৈরীদের ৪ লক্ষ টাকা লুঠ
৯) ২৩ সেপ্টেম্বর	খোয়াই -এর বেলছড়া এলাকায় এ টি টি এফ (টাইগার) বৈরিদের গুলিতে এক জে সি ও সহ সেনাবাহিনীর মারাঠা লাইট ইনফ্যানট্রি -র চার জওয়ান নিহত।
১০) ২৮ সেপ্টেম্বর	উপদ্রুত ঘোষিত খোয়াই-এর পার্বত্য পল্লীতে আসাম রাইফেলস্ আক্রান্ত, জে সি ও সহ পাঁচ জওয়ান হত।
১১) ১২ অক্টোবর	চম্পকনগরে সি.পি.এম. অঞ্চল কমিটির সম্পাদক সহ বৈরীদের গুলিতে নিহত ৪, অগ্নিসংযোগ

১২) ৭ নভেম্বর	রইস্যাবাড়ি সীমান্তের চাপলিংছড়ার কাছে ল্যাণ্ডমাইন বিস্ফোরণে ৭ বি এস এফ জওয়ান সহ নিহত ২১, আহত ১০, বি এস এফ -এর ওই গাড়িতে করে আসার পথে পাঁচ উপজাতি মহিলা, তিনটি শিশু ও ৩টি উপজাতি যুবক নিহত হয়। বৈরিবা জওয়ানদের কাছ্ থেকে বাবটি অস্ত্র ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

☞ **১৯৯৭**

১) ১ জানুয়ারি	শাখা সংগঠন সহ এন এস সি এন নিষিদ্ধ ঘোষিত।
২) ৪ জানুয়াবি	বৈবিদের পুঁতে বাখা বোমা বিস্ফোবণে চাপলিং ছড়ায় দুই আসাম রাইফেলস জওয়ান নিহত, রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছিল সেখানে।
৩) ১৩ জানুয়ারি	ত্রিপুরার বৈরিদের আত্মসমর্পণেব সর্বশেষ সময়সীমা বেধে দেওয়া হয় ২৬ জানুয়ারি ১৯৯৭ পর্যন্ত। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা এরপরও আত্মসমর্পণ না করলে কঠোর ব্যবস্থা।
৪) ১১ ফেব্রুয়ারি	মধ্যরাতে টাকারজলা থানাধীন জারুলবাছাই -এ গণহত্যা, নিহত ১৫, গোটা গ্রাম পুড়ে ছাই।
৬) ১৬ ফেব্রুয়াবি	খোয়াই -র রামচন্দ্রঘাট, বৃন্দাবনঘাটে দাঙ্গা পরিস্থিতি, ৯ ফেব্রুয়ারি বৈরিদের প্রথম

	হামলা। দুই অনুপজাতির মৃতদেহ উদ্ধার। ১৬ ফেব্রুয়ারি ফের বৈরিদের হামলা। দুই অনুপজাতিকে পিটিয়ে হত্যা।পাল্টা হামলা। বহু বাড়ি ভস্মীভূত। শিশু-মহিলা সহ আহত ৪।
৭) ৭ মে	নতুনবাজার থানাধীন চেলাগাঙেব তুইচাকমায় ১জন হোমগার্ডসহ নিহত ১৮ সি আর পি। ১৩টি এস এল আব ও ২টি কারবাইন লুঠ।
৮) ১০ জুন	ছামনু-গোবিন্দবাড়ি সীমান্ত সড়ক নির্মানেব কাজে নিয়োজিত কর্মীদের ওপর হামলা, ৭ জন টেরিটোরিয়েল আর্মি সহ নিহত ১৮, আহত ১০। ৪টি এস এল আব, ২টি ও ১টি এল এম জি লুঠ।
৯) ২ জুলাই	শান্তিরবাজার থানাধীন মনাইপাথর গ্রামীণ ব্যাঙ্কে দিন-দুপুরে এন এল এফ টি-ব হামলা, ৮ লক্ষ এক হাজার দুইশ পচিশ টাকা লুঠ। গুলিতে নিহত ১, আহত ৬।

☞ **১৯৯৮**

১) ১১ ফেব্রুয়ারি	সদর উত্তরের উড়াবাড়িতে গণহত্যা, নিহত ৫, একই দিনে মধ্যরাতে খোয়াই -এর গণকিতে গণহত্যা, নিহত ৭, আহত ৬
২) ১২ ফেব্রুয়ারি	আমবাসা-গণ্ডাছড়া সড়কের গঙ্গানগরে টি এস আর জওয়ানদের কনভয়ে হামলা , ৭ টি এস আর জওয়ান, এক বেসরকারি জিপচালক ঘটনাস্থলেই নিহত,

	আহত আরও ৫।
৩) ২০ মার্চ	সেনাবাহিনীর ১৪ মারাঠা রেজিমেণ্টের জওয়ানদের সাথে এ টি টি এফ (টাইগার) বৈরিদের গুলীব লড়াই। সেনাবাহিনীর এক মেজর সন্তোষ প্রভাকব ও এক নায়েক শিবাজী কোর্টে নিহত।
৪) ২২ মার্চ	কল্যাণপুবেব ধূপছড়ায় টি এস আব (দ্বিতীয়) বাহিনীর উপব এ টি টি এফ (টাইগাব) এব হামলা। ছয় জওয়ান নিহত। পালটা হামলা, বহু উপজাতি বাড়ি ভস্মীভূত।একই দিনে খোয়াই থানাধীন গগমনি পাড়ায় টি এস আব দ্বিতীয় ব্যাটেলিযানেব জওয়ানদেব উপব হামলা। এ টি টি এফ (টাইগার) বৈবিদেব এই হামলায় ৬ জওয়ান নিহত, আহত ১, দুটি বাইফেল ও একটি কার্বাইন ছিনতাই
৫) ১ এপ্রিল	কমলপুবেব সালেমা থানাধীন আভাঙ্গা নদীব পাড়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিমল সিনহা ও তার ভাইকে হত্যা। অপহৃত ছোট ভাইকে বৈরি কবল থেকে ছাড়াতে গিয়ে মন্ত্রী মাবা যান।
৬) ৩১ মে	সিধাই থানাধীন দালান বাড়িতে ১৪ মাবাঠা লাইট ইনফ্যানট্রি বেজিমেণ্টের জওয়ানদের উপর এ টি টি এফ (টাই'গার) বাহিনীর হামলা মোহিত যোশী নামে এক আর্মি অফিসার নিহত।
৭) ১০ জুন	সদব উত্তবেব আদরিনী চা

	বাগানের মালিককে অপহরণ, পুত্রকে বাগানেই গুলি করে হত্যা (পরে অপহৃত পিতাকে হত্যা) ২০ জুন পিতার মৃতদেহ জগৎরাম পাড়া থেকে উদ্ধার।
৮) ২৯ জুন	বাইখোড়া থানাধীন কোয়াইফাং-এ টি এস আর জওয়ানদের কনভয়ে হামলা, দুই জওয়ান, এক সিভিলিয়ন নিহত, আহত ৬ জওয়ান।
৯) ২৬ জুলাই	শান্তিরবাজার থানাধীন চড়করাই-এ বৈরী হামলা, অপহৃত ২, নিহত ২,৩০ বাড়ি ভস্মীভূত।
১০) ৫ আগষ্ট	সদর উত্তরের নরেন্দ্রপুর চা বাগানে গণহত্যা। ৫ চা বাগান শ্রমিককে গুলি করে হত্যা, ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা লুট।
১১) ১৫ আগষ্ট	স্বাধীনতা দিবসে কাঞ্চনপুর পেচারথল সড়কে যাত্রী বাসে হামলা, নিহত ৬ বাস যাত্রী, আহত১৩।
১২) ২১ আগষ্ট	অমরপুরের রাংকাং -এ গণহত্যা, নিহত ৫ গ্রামবাসী।
১৩) ২২ আগষ্ট	জিরাণিয়া থানাধীন সাধুপাড়ায় খোয়াই গামী যাত্রীবাস থামিয়ে ভুল করে উপজাতি যাত্রীবাহী বাসে হামলা, মান্দাই -এ খেলতে আসা তিন ছাত্র নিহত, আহত ১৫ ছাত্র। পরে বৈরিরা পাশের ফরেষ্ট ড্রপ গেইট থেকে এক ফরেষ্টার ও দুই ফরেষ্ট গার্ডকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।
১৪) ২৮শে আগষ্ট	কমলপুরের শিব বাড়িতে গ্রিফ কর্মীদের উপর হামলা, নিহত ৭ শ্রমিক, আহত ৬, অপহৃত ৭।

১৫) ৪ সেপ্টেম্বর	টাকারজলা কানাইরাম বাড়িতে হানা। নিহত ১, অপহৃত ৮।
১৬) ১৫ সেপ্টেম্বর	বীরগঞ্জ থানাধীন ব্লকটিলায় বৈরিদের এলোপাথারি গুলি। নিহত ৪, আহত ৭, অপহৃত ১।
১৭) ১০ অক্টোবর	তেলিয়ামুড়ার ত্রিশাবাড়িতে গণহত্যা, শিশু-বৃদ্ধ-মহিলা সহ নিহত ৮,আহত ৫, বহু বাড়ী ভস্মীভূত।
১৮) ১৮ অক্টোবর	গণ্ডাছড়ার দুর্গাপুরে বাড়ীতে ঢুকে প্রাক্তন সি পি এম এম এল এ আনন্দ মোহন রোয়াজাকে হত্যা।
১৯) ২৮ অক্টোবর	টাকারজলা গাবর্দ্দি সড়কের উদয়জমাদাব পাড়ায় এ ডি সি -র এক্সিকিউটিভ মেম্বার কুলু দেববর্মার অ্যাম্বেসেডার আটক করে তার দেহবক্ষী দিলীপ দেববর্মার সার্ভিস রিভলভার ছিনতাই।
২০) ৩০ অক্টোবব	টাকারজলা থানাধীন গোলাঘাটিতে পশ্চিম জেলাব অতিরিক্ত জেলা শাসকের এসকর্ট জিপে হামলা, চালক নিহত।
২১) ৩ নভেম্বর	ময়নামা, বড়মুড়া পাহাড়ের ভিতরে ও বিশ্রামগঞ্জে একই দিনে তিন জায়গায় বৈরিদের হামলা সন্ত্রাস, নিহত ২৩, আহত ৩৬।
২২) ২৭ নভেম্বর	তীর্থমুখ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে হামলা, এক বিদ্যুৎকর্মী নিহত, অপহৃত ৮ বিদ্যুৎ কর্মী।

☞ **১৯৯৯**

১) ২ ফেব্রুয়ারি	সন্ধ্যারাতে কাঞ্চনমালা বাজারে হামলা, অগ্নিসংযোগ, নিহত ৪,আহত ৩।

২) ৩ ফেব্রুয়ারি	কাঞ্চনমালার একুশ গ্রামের ছয় শতাধিক বাড়ীতে অগ্নিসংযোগ, দশ শতাধিক মানুষ গৃহহীন, একই দিনে নিহত ৮।
৩) ১০ মার্চ	কাঞ্চনপুরের কালাগাং -এ আসাম রাইফেলসের সঙ্গে রাতভর গুলি বিনিময়ে ৯ এন এস সি এন বৈরি নিহত, ২৬টি গ্রেনেড, ১৮টি বিদেশি রাইফেল উদ্ধার।
৪) ১৪ মার্চ	নাসিক পাড়ায় বৈরিদের ডেড়ায় তল্লাসি চালাতে গিয়ে নতুনবাজার থানার ও সি, সি আর পি এফ -র অ্যাসিস্টেন্ট কমান্ডেন্ট সহ নিহত ৪, পুলিশ ও নিরাপত্তা কর্মী, আহত ৭।
৫) ২৮ মার্চ	তৈদুর ভীমচন্দ্র পাড়ায় বৈরি সন্দেহে তিন যুবককে হত্যা।
৬) ৬ এপ্রিল	বাগপাশায় আসাম রাইফেলস -এর ক্যাম্পের ভিতরে ধৃত বৈরির গুলিতে ২ আসাম রাইফেলস জওয়ান হত, আহত ৬।
৭) ১০ এপ্রিল	সন্ধ্যারাতে উদয়পুর তুলামুড়া বাজারে বৈরিদের গণহত্যা, গুলিতে ৫জন নিহত, আহত ৭।
৮) ১১ জুলাই	নতুনবাজারের করবুকে বৈরিদের ভূমি মাইন বিস্ফোরণে ৫ টি এস আর সহ নিহত ৬, অস্ত্র লুঠ।
৯) ২৮ জুলাই	খোয়াই-এর গুমসিং পাড়ায় বৈরিদের দূর নিয়ন্ত্রণ মাইন বিস্ফোরণে ৬ বি এসএফ জওয়ান নিহত।
১০) ৭ আগষ্ট	কাঞ্চনছড়া থেকে ৪ আর এস এস স্বেচ্ছাসেবি অপহৃত।
১১) ১২ আগষ্ট	কাকভোরে ঘুমন্ত গ্রাম শিববাড়ি ঘেরাও করে ৬ গ্রামবাসিকে

	আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে হত্যা, গৃহদাহ, লুঠ।
১২) ২৭ আগষ্ট	এন এল এফ টি বৈরিদের হাফলং ছড়ায় গ্রামীণ ব্যাংক লুঠ, ২৯,৫১০ টাকা লুঠ।
১৩) ৬ সেপ্টেম্বর	মনুঘাট বি ডি ও অফিসে বৈরি হানা। ১৬ জন পঞ্চায়েত সেক্রেটারিকে অপহরণ।
১৪) ২২ সেপ্টেম্বর	উদয়পুরের কুপিলং -এ আসাম রাইফেলস এব স্কুল বাসে বৈরি হামলা, চালক সহ ৪ জওয়ান নিহত।
১৫) ২৬ সেপ্টেম্বর	ছামনু-গোবিন্দপাড়া সড়কে বৈরি হামলায় ৮ বি এস এফ নিহত।
১৬) ১৫ নভেম্বর	সিধাই থানাধীন পঞ্চবটিতে গণহত্যা,নিহত ১৭, আহত ১৪,অপহৃত ৫।
১৭) ২৪ নভেম্বর	খোয়াই-র কৃষ্ণপুরে তিন বনরক্ষিকে গুলি করে হত্যা।
১৮) ১০ ডিসেম্বর	পেচারতলের রূপিনি পাড়ায় বৈরিদেব গ্রেনেড হামলায় হত ৫, আহত ১০।
১৯) ১৬ ডিসেম্বর	পার্সেল বোমা বিষ্ফোরণে সালেমায় আহত ২ যুবক।
২০) ২১ ডিসেম্বর	বাইখোরা থানাধীন তাইরুমাতে বৈরিদের গুলিতে ৬ টি এস আর জওয়ান হত, অস্ত্র লুট।
২১) ২৩ ডিসেম্বর	মেলাঘড় লক্ষ্মীছড়ায় নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ৩ জনকে হত্যা, আহত ৫, অগ্নি সংযোগ।
২২) ২৪ ডিসেম্বর	লক্ষ্মণডেপায় পালটা হামলায় ৫ উপজাতিগ্রাম ভষ্মীভূত, নিহত ৩।
২৩) ২৭ ডিসেম্বর	জম্পুইজলা-জিরানিয়া সড়ক পথে বৈরিদের জিপ ছিনতাই।

☞ ২০০০

১) ৪ জানুয়ারি	ছন সংগ্রহে রত ছয় দিনমজুরকে অপহরণ কাঞ্চনপুর শ্রীরামপুর থেকে।
২) ৮ জানুয়ারি	খোয়াই থানাধীন করঙ্গিছড়ায় একটি যাত্রী জিপ আটক করে এন এল এফ টি বৈরিরা তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। যাত্রীরা প্রাণ ভয়ে পালাতে গেলে গুলি করে পাঁচ জনকে হত্যা করা হয় এবং আহত হয় ছয়যাত্রী। সবাই অনুপজাতি।
৩) ২২ জানুয়ারি	গণ্ডাছড়ার জগবন্ধু পাড়ায় সি আর পি এফ -এর দ্বিতীয় ব্যাটেলিয়ানের কনভয় -এর উপর এন এল এফ টি -র এম্বুস। এক সিভিল জিপ চালক ও ছয় সি আর পি এফ জওয়ান নিহত, আহত এক, তিনটি এস এল আর লুঠ।
৪) ২৪ জানুয়ারি	কাঞ্চনপুরের দারচুই গ্রাম থেকে এন এল এফ টি বৈরিদল কর্তৃক ১১ অনুপজাতি অপহৃত।
৫) ৭ ফেব্রুয়ারি	কৈলাশহরের ডুলুগাঁও -এ এন এল এফ টি-র হামলা, এলোপাথারি গুলি, নিহত ৩, আহত ৫, অপহৃত ৩।
৬) ১৪ মার্চ	সন্দেহভাজন এন এল এফ টি বৈরিরা পেচারথল থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামে হানা দিয়ে অগ্নিসংযোগ করে। গুলিতে নিহত ৫, আহত এক মহিলা। অনুপজাতি গ্রামে হামলা, দাঙ্গা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।
৭) ১৯ মার্চ	টাকারজলা থানাধীন রাজকুমার পাড়ায় ও এন জি সি-র পরীক্ষামূলক ড্রিলিং সাইড থেকে ১২ শ্রমিককে অপহরণ।

৮) ১৫এপ্রিল	খাস কল্যাণপুরে গণহত্যা, নিহত ১২, আহত ৪, ব্যাপক অগ্নি সংযোগ, দাঙ্গাপরিস্থিতি।
৯) ১৯ এপ্রিল	কাঞ্চনপুর থানাধীন লক্ষ্মীপুর গ্রামে এন এল এফ টি-র গণহত্যা, নিহত ৮, আহত ১, বহু ঘরবাড়ি ভস্মীভূত। দাঙ্গাপরিস্থিতির উদ্ভব।
১০) ১২ মে	টাকারজলা থানাধীন ব্রজেন্দ্রনগরে যাত্রী জিপে হামলা, গুলিতে নিহত ৪, আহত ১।
১১) ১৫ মে	আব কে পুর থানাধীন শামুকছড়া বাজারে সন্ধ্যারাতে বৈরিদের হামলা, এলোপাথারী গুলিতে নিহত ৪, অপহৃত ৫।
১২) ১৮ মে	বীরগঞ্জ থানাধীন চন্দ্রমোহন পাড়ায় গণহত্যা, নিহত ৬, অপহৃত ৫।
১৩) ২০ মে	কল্যাণপুর থানাধীন উত্তর-ঘিলাতলির অদূরে বাজারের পালপাড়ায় এন এল এফ টি-র গণহত্যা নিহত ২২, বহুবাড়ি ভস্মীভূত। দাঙ্গা পরিস্থিতি।
১৪) ২ জুন	নতুনবাজার থানাধীন করবুকের নবরাম পাড়ার কাছে দু'টি যাত্রীবাহী জিপ আটক করে ১১ যাত্রীকে অপহরণ।
১৫) ১৭ জুন	বীরগঞ্জ থানাধীন পাহাড়পুরে যতনবাড়ী যাওয়ার পথে দক্ষিণ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অরিন্দম নাথ -এর এসকর্টে এম্বুস। নিহত এক ডি এ আর জওয়ান। আহত ৪।
১৬) ১৩ জুলাই	বাগবেরে গণহত্যার প্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়ার চাকমাঘাট, ব্রহ্মছড়া, জুলিলংবাড়ি, কলইপাড়া এলাকায় দাঙ্গার বিস্তার। অগ্নিসংযোগ, পালটা

	অগ্নিসংযোগে কয়েক শতাধিক বাড়ী ভস্মীভূত। আহত ৩।
১৭) ২৫ জুলাই	ধামছড়ার রহুনছড়ায় খ্রিষ্টান পাদ্রী ভিক্টর ক্রাষ্টাকে গুলি করে হত্যা। রাজ্যের ইতিহাসে প্রথম কোনও মিশনারিকে হত্যা।
১৮) ১৯ আগষ্ট	কাঞ্চনপুরের জয়শ্রী বাজারে এন এল এফ টি -র হামলা, এলোপাথারি গুলিতে নিহত ১, আহত ১, অপহৃত ১, পাল্টা হামলা, রিয়াং গ্রাম ভস্মীভূত। তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার।
১৯) ২৩ আগষ্ট	সদর উত্তরের নরেন্দ্রপুর চা-বাগানে হামলা, নিহত ২, ১ ১০ লক্ষ টাকা লুঠ।
২০) ১৬ অক্টোবর	আর কে পুর থানাধীন পূর্ব লক্ষ্মীপতিতে সন্দেহভাজন অনুপজাতি দুস্কৃতীদের হাতে তিন উপজাতি নিহত। দাঙ্গাপ্রায় পরিস্থিতি।
২১) ১৭ অক্টোবর	তেলিয়ামুড়া থানাধীন দেবেন্দ্র সরদার পাড়ায় গণহত্যা, নিহত ৬, আহত ৪।
২২) ১৯ নভেম্বর	কাঞ্চনপুর থানাধীন বড়হলদি গ্রামে এন এল এফ টি -র গণহত্যা, নিহত ৩৭, আহত ৩, অগ্নিসংযোগ, পাল্টা অগ্নিসংযোগ, দাঙ্গা পরিস্থিতি। এর আগে ১৫ নভেম্বর দুস্কৃতীদের ছোঁড়া বোমা বিস্ফোরণে তিন উপজাতি নিহত, আহত ৫, যার ফলশ্রুতিতে দাঙ্গার বিস্তার, আসাম রাইফেলস তলব ফ্ল্যাগ মার্চ, ১৯শে নভেম্বর ফের বড় হলদিতে দুস্কৃতিদের গণহত্যা, নিহত ৭, আহত ৬।

পর্ব- ৩

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদ
সমাধানের খোঁজে

বৈরিদের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন

আত্মসমর্পণের পর বৈরিদের পুনর্বাসন নিয়ে সরকারি প্রশাসনের তালবাহানাও এরাজ্যে বৈরী সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ বৃদ্ধির জন্য কম দায়ী নয়। ১৯৮০ সালের পর থেকে প্রায় ২৯টি তথাকথিত সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের ৬৩১৪ জন বৈরি আত্মসমর্পণের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছে ।

রাজ্য সরকারের তথ্যানুযায়ী, এর মধ্যে ২২১১ জনকে নানাভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসনপ্রাপ্ত বৈরিদের মধ্যে অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স বৈরিদের সংখ্যাটাই সবচেয়ে বেশি। ট্রাইবাল ফোর্সের মোট আত্মসমর্পনকারী ১৬৩৩ জনের মধ্যে ১৬২১ জনকে সরকারি চাকরি সহ বিভিন্ন ভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ন্যাশন্যাল ভলণ্টিয়ার্স (টি এন ভি)- এর ৪৫১ জনের মধ্যে ৪৩৬ জনকে, ন্যাশন্যাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা (এন এল এফ টি)-র ২০৮ জনের মধ্যে ৬৬ জন, অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স -এর ১০৭২ জনের মধ্যে ৪৭ জন, ত্রিপুবা ট্রাইবাল ভলাণ্টিয়ার্স -এর ৩৮১ জনের মধ্যে ৮ জন ও ত্রিপুরা রেজারেকশন আর্মি (টি আর এ) -এর ১৫৪ জনের মধ্যে ৩০ জনকে রাজ্য সরকার পুনর্বাসন দিয়েছে।

গত ২০ বছরে এরাজ্যে ৬৩১৪ জন বৈরি সরকারিভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে মাত্র ২২১১ জনকে। আত্মসমর্পণকারি ২৯টি বৈরি দলের মধ্যে ২৩টি বৈরি সংগঠনের ৪১০৩ জন বৈরিকে কোনও পুনর্বাসন দেওয়া যায়নি। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আত্মসমর্পনের আগে তথাকথিত এইসব বৈরিদের পুনর্বাসনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল বা হচ্ছে। কিন্তু আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পরই সরকারি কতপক্ষ বৈরিদের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রদত্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। এরই ফলশ্রুতিতে কিছুদিন স্বাভাবিক জীবনে থাকার পরেই ফের ওই আত্মসমর্পণকারি বৈরি অস্ত্র হাতে জঙ্গলে চলে যাচ্ছে।

কারণ, যে বৈরিদলেরই হোক আত্মসমর্পণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পর ওই বৈরির দুই দিক থেকেই হুমকির মুখে থাকতে হয়। একদিকে স্বদলীয় ও বিরোধী পক্ষের বৈরিদের অন্যদিকে স্বাভাবিক জীবনে আসার পর তেমন কোনও কর্মসংস্থানের সুযোগ না পেয়ে প্রচণ্ড আর্থিক দুরবস্থার মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাকে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়েই সেই বৈরিকে ফের অস্ত্র হাতে বৈরি জীবনে চলে যেতে হচ্ছে।

কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈরি সন্ত্রাস অপহরণ, লুটতরাজ করে সহজ উপায়ে অর্থ উপার্জনের রাস্তাটিও তাদের এপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর মধ্যে এন এল এফ টি, এ টি টি এফ-এর মতো নিষিদ্ধ

ঘোষিত বৈরি সংগঠনগুলি আবার তথাকথিত এসব বৈরি যুবকদের মাসিক বেতন দিচ্ছে। এভাবে বিপথগামী এসব যুবকদের একটি স্থায়ী উপার্জনের রাস্তা খুলে যাচ্ছে। স্বাভাবিক কারণেই এসব ফ্যাক্টরগুলি রাজ্যের একশ্রেণীর পাহাড়ি যুবকদের এপথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। আত্মসমর্পনকারি বৈরিদের পুনর্বাসনে সরকাবি কতৃপক্ষের এই অসাফল্য, তাই রাজ্যের একশ্রেণীর কর্মহীন পাহাড়ি যুবকদের বিপথে যেতে বাধ্য করছে।

এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত ২০ বছর ধরে রাজ্যে বৈরি সংগঠনগুলির আত্মসমর্পণের ব্যাপারে কাগজে কলমে একটি পলিসি থাকলেও তার সফল বাস্তবায়ন ছিল না। তাই যখনই আত্মসমর্পণ হয়েছে তখনই বাঁকাপথে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৈরিদের পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এটাও আত্মসমর্পণের লক্ষ্যে একশ্রেণীব পাহাড়ি যুবককে বৈরি সাজতে বাধ্য করছে। তাই দেখা গেছে, দা , লাঠি, গাদা বন্দুক নিয়েও শত শত পাহাড়ি যুবক বৈরি পরিচয়ে আত্মসমর্পণ করছে। সবকারও তা মেনে নিয়েছে। কখনও লিখিত কখনও অলিখিত ভাবে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তথাকথিত এসব বিপথগামী যুবকদের যথাযথ পুনর্বাসন দেওয়া হবে। কিন্তু খুব কম ক্ষেত্রেই সরকারি প্রশাসন এসব প্রতিশ্রুতি পালন করছে।

আত্মসমর্পণ নিয়ে আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিয়ষ হল, এ টি টি এফ. এন এল এফ টি-এর মতো নিষিদ্ধ ঘোষিত বৈরি সংগঠনেব বৈরিরাও দা, লাঠি নিয়ে আত্মসমর্পণ করছে। অথচ তাবা যখন হামলা সন্ত্রাস চালায় তখন ব্যবহার করছে এ কে ৪৭, এ কে ৫৬- এর মত অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র। মূলত পনর্বাসন পলিসিব সফল বাস্তবায়ন না হওয়ার দরুনই অস্ত্র ছাড়াও আত্মসমর্পনের নামে নাটক হতে পাবছে।

আর এটা শুধু বৈরি সংগঠনগুলির সদস্যদের বেলায় প্রযোয্য নয়, বহু বৈবি নেতাও এই দলে রয়েছে। এন এল এফ টি-র কামিনী দেববমা, ধনিরাম, হবিধন দেববমা,সনজিৎ রিয়াং থেকে শুরু করে নিমাই সাংমা, নিত্য দেববমা, আনন্দ বিয়াং প্রমুখ বহু নেতাই বিভিন্ন সময় দুই তিন বার করে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু পুনর্বাসন না পেয়ে ফের আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছে।

এছাড়া এন এল এফ টি-র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ধনঞ্জয় রিয়াং, উপদেষ্টা যশোয়া দেব্বর্মা,এন এল এফ টি-র পাবলিসিটি সেক্রেটারি হরিধন দেব্বর্মা, বিষ্ণু প্রসাদ জমাতিয়া-র মত বৈরিরাও দুই তিন বার করে আত্মসমর্পণ করে । কিন্তু ফের বৈরি জীবনে চলে যায়। এর মধ্যে যশোয়া দেববমা,হরিধন দেববমা ও বিষ্ণু প্রসাদ জমাতিয়াকে তো ১৯৯২ সালে সিধাই মোহনপুর সীমান্তে গ্রেপ্তার করেও পরে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। টাডা আইনে আগরতলা সেন্ট্রাল জেল থেকে তাদের এ মর্মে ছাড়া হয়েছিল যে তারা আন্ডারগ্রাউন্ডে গিয়ে অন্য বৈরিদেরও স্বাভাবিক পথে আনবে। কিন্তু আনেনি। বৈরীতার মাধ্যমে অর্থ উপার্জনের রোমাঞ্চকর পথ তাদের উল্টো আরও বেশি করে আকর্ষিত করে। এবং এখনও তারা সাধারণ উপজাতি অংশের মানুষের সামনে স্বাধীন ত্রিপুরার স্বপ্নের কথা বলে নিজেদের আখের গুছিয়ে চলেছে।

চিহ্নিত ও পুরস্কার ঘোষিত
বৈরি নেতাদের তালিকা

ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের প্রথম সারির প্রায় ৩৭ জন বৈরির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন এবং তাদের জীবন্ত ধরে দিতে পারলে নগদ পুরষ্কারের কথা ঘোষণা করেছন। নগদ এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত পুরষ্কার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ঘোষিত এসব কট্টর সদস্য ও বৈরি নেতাদের গ্রেপ্তারের ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার আর্ন্তজাতিক পুলিশ ইন্টারপোলেরও দ্বারস্থ হয়েছেন।

যেসব বৈরির বিরুদ্ধে এই পুরষ্কার ঘোষণা করা হয়েছে তাদের অধিকাংশই নিষিদ্ধ ঘোষিত এন এল এফ টি কিংবা এ টি টি এফ বৈরি দলের সদস্য।

এস পি, সি আই ডি ১৯৯৯ সালের জানুয়ারি মাসে এক বিজ্ঞপ্তিতে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানিয়েছেন, নিম্নলিখিত অপরাধীগণ পূর্ব আগরতলা থানার কেস নং ৩৭/৯৮ ধারা ১৫৩ ক/ ১৫৩ খ/ ১২০ খ/ ১২১ ক/ ১২২ ভাঃ দঃ বিঃ এবং বেআইনি কার্যকলাপ রোধক আইনের ১০/১৩ ধারানুযায়ী অভিযুক্ত। এই সকল অপরাধীদের গ্রেপ্তার করবার জন্য যে কোনও ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট তথ্য দান করলে ওই ব্যক্তিকে নিম্নে উল্লেখিত নগদ টাকা দিয়ে পুরস্কৃত করা হবে। তথ্যদাতার পরিচয় গোপন বাখা হবে। পুরস্কার ঘোষিত এন এল এফ টি বৈরি সদস্য ও নেতাদের মধ্যে রয়েছে।

ক্রমিক নং	অভিযুক্তের নাম ও ঠিকানা	পুরস্কার মূল্য
১)	বিশ্বমোহন দেববর্মা পিতা ঃ ব্রজকিশোর দেববর্মা সাং ঃ সুমন্তপাড়া, থানা ঃ কল্যাণপুর	দুলক্ষ টাকা।
২)	জশোয়া দেববর্মা ওরফে জিমান পিতা ঃ শিবচরণ দেববর্মা সাং ঃ বরগাকামি (বড় ময়দান) থানা ঃ কল্যাণপুর	দুলক্ষ টাকা।
৩)	বিনয় দেববর্মা পিতা ঃ বিশ্বরাই দেববর্মা সাং ঃ বড়গাছিয়া, থানা ঃ সিধাই	দুলক্ষ টাকা

৪)	বিষ্ণুপ্রসাদ জমাতিয়া ওরফে জে বসাং পিতা ঃ শ্রীদাম মানিক জমাতিয়া সাং ঃ হদ্রাই, থানা ঃ তেলিয়ামুড়া	দুলক্ষ টাকা
৫)	মন্টু কলই পিতা ঃ সুখপদ কলই সাং ঃ কলই পাড়া, জম্পুইজলা থানা ঃ টাকাবজলা	দুলক্ষ টাকা
৬)	কামিনী দেববর্মা পিতা ঃ ক্ষিবোদ দেববর্মা সাং ঃ কাইন্তাকোবরা পাড়া থানা ঃ জিরানিয়া	দুলক্ষ ঢাকা
৭)	ধনু কলই পিতা ঃ সুখদি কলই সাং ঃ তৈদু, খামাববাড়ি থানা ঃ তৈদু	দুলক্ষ টাকা
৮)	কিশোব দেববর্মা ওবফে লাবা পিতা ঃ নবেন্দ্র দেববর্মা সাং ঃ বৈবাগিপাড়া, থানা ঃ সিধাই	এক লক্ষ টাকা
৯)	নয়নবাসী জমাতিয়া পিতা ঃ সতীশ জমাতিয়া সাং ঃ ত্রিশাবাড়ি, থানা ঃ তেলিয়ামুড়া	এক লক্ষ টাকা
১০)	জনবীর দেববর্মা পিতা ঃ বীরগগন দেববর্মা সাং ঃ দুর্গাদাস চৌধুরীপাড়া থানা ঃ পূর্ব আগরতলা	এক লক্ষ টাকা
১১)	অরুণ দেববর্মা পিতা ঃ খিসা দেববর্মা সাং ঃ পাটনি, থানা ঃ জিরানিয়া	এক লক্ষ টাকা

১২)	চিকনিয়া কলই ওরফে এস কে কলই	
	পিতা ঃ প্রহ্লাদ কলই	এক লক্ষ টাকা
	সাং ঃ তৈদু, খামারবাড়ি	
	থানা ঃ তৈদু	
১৩)	সঞ্জিত দেববর্মা	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ নগেন্দ্র দেববর্মা	
	সাং ঃ লাটিয়াছড়া	
	থানা ঃ বিশালগড়	
১৪)	উৎপন্ন ত্রিপুরা	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ বিরাট ত্রিপুরা	
	সাং ঃ শিবপাড়া,ধূমাছড়া	
	থানা ঃ মনু	
১৫)	পরশুরাম ত্রিপুরা	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ অজ্ঞাত	
	সাং ঃ ধূমাছড়া, থানা ঃ মনু	
১৬)	তপন কলই	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ ভুবন কলই	
	সাং ঃ কুলাই, ঘন্টাছড়া	
	থানা ঃ আমবাসা	
১৭)	বৈদ্য সিং জমাতিয়া	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ বৃন্দদয়াল জমাতিয়া	
	সাং ঃ মান্দুবাড়ি, থানা ঃ বীরগঞ্জ	
১৮)	সুজলাং জমাতিয়া	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ সূর্যহরি জমাতিয়া	
	সাং ঃ পুরান নগ্রাই,থানা ঃ অম্পি	
১৯)	আঠারোবাবু হালাম	এক লক্ষ টাকা
	পিতা ঃ পৈলাম হালাম।	
	সাং ঃ জামথুম, থানা ঃ সালেমা।	

২০) কাচিন্দ্র ত্রিপুবা। এক লক্ষ টাকা
পিতা ঃ মৃত উমাইধন ত্রিপুরা।
সাং ঃ পদ্মলোচন পাড়া, মনু বনকুল।
থানা ঃ মনু বাজার।

এছাড়াও পুর্ব আগরতলা থানার ৩৮/৯৮ কেস নং অনুযায়ী নিম্নলিখিত ২২ জন/ এ টি টি এফ বৈরি সম্পর্কে অপবাধীর তথ্য দিলেও নগদ পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পুরস্কার ঘোষিত এই এ টি টি এফ বৈরিদেব মধ্যে রয়েছে ঃ

২১) রঞ্জিত দেববর্মা দুলক্ষ টাকা
পিতা ঃ কৃষ্ণ দেববর্মা
সাং ঃ এসরাই, থানা ঃ সিধাই

২২) চিত্ত দেববর্মা ওবফে বিকাশ কলই দুলক্ষ টাকা
পিতা ঃ মৃত পঞ্জিরাই দেববর্মা
সাং ঃ বালধূম, থানা ঃ জিরানীয়া

২৩) উপেন্দ্র দেববর্মা দুলক্ষ টাকা
পিতা ঃ মৃত মনিচন্দ্র দেববর্মা
সাং ঃ কৃষ্ণকান্ত পাড়া, থানা ঃ মনু

২৪) শচীন দেববর্মা দুলক্ষ টাকা
পিতা ঃ মৃত শম্ভু দেববর্মা
সাং ঃ ভুবন চৌধুরী পাড়া
থানা ঃ সিধাই

২৫) বুহি দেববর্মা ওবফে তখিবাই এক লক্ষ টাকা
পিতা ঃ অজ্ঞাত
সাং ঃ কান্তাকোববা পাড়া
থানা ঃ জিরানীয়া

২৬) সরজিত দেববর্মা এক লক্ষ টাকা
পিতা ঃ অজ্ঞাত
সাং ঃ মুড়াবাড়ী, থানা ঃ সিধাই

২৭) ব্রজেন্দ্র দেববর্মা এক লক্ষ টাকা
পিতা ঃ অজ্ঞাত
সাং ঃ নতুনবাজার, থানা ঃ সিধাই

২৮) আজু দেববর্মা ওরফে রয়েল এক লক্ষ টাকা
পিতা ঃ অজ্ঞাত
সাং ঃ ছনখলা, থানা ঃ সিধাই

২৯)	মাইকেল দেববর্মা ওরফে রত্ন পিতা ঃ মৃত গোবিন্দ দেববর্মা সাং ঃ দলুরা, থানা ঃ সিধাই	এক লক্ষ টাকা
৩০)	সম্প্রাই ওরফে ইব্রাহিম দেববর্মা পিতা ঃ গোবিন্দ দেববর্মা সাং ঃ বিনন কোবরা পাড়া থানা ঃ জিরানীয়া	এক লক্ষ টাকা
৩১)	জগদীশ দেববর্মা পিতা ঃ সুধন্ব দেববর্মা সাং ঃ রামশংকর পাড়া থানা ঃ সিধাই	এক লক্ষ টাকা
৩২)	অসিত দেববর্মা ওরফে অজিত পিতা ঃ সুকুবার দেববর্মা সাং ঃ কুঞ্জবিহাবী পাড়া থানা ঃ জিরানীয়া	এক লক্ষ টাকা
৩৩)	বনজিৎ দেববর্মা পিতা ঃ বুধরাই দেববর্মা সাং দশদার বাড়ী, থানা ঃ খোয়াই	এক লক্ষ টাকা
৩৪)	বিকাশ দেববর্মা পিতা ঃ বলাই দেববর্মা সাং ঃ ভদ্রাই সেনাপতি পাড়া থানা ঃ কল্যাণপুব	এক লক্ষ টাকা
৩৫)	আশুতোষ দেববর্মা পিতা ঃ অমূল্য দেববর্মা সাং ঃ জয়নগর, পশ্চিম বেলছড়া	এক লক্ষ টাকা
৩৬)	অভিরাম দেববর্মা পিতা ঃ রামচরণ দেববর্মা সাং ঃ তুইপুই বাড়ি, থানা ঃ তেলিয়ামুড়া	এক লক্ষ টাকা
৩৭)	সুদুকরাই জমাতিয়া ওরফে মহেন্দ্র পিতা ঃ অনন্ত মোহন জমাতিয়া সাং ঃ ১নং মালবাসা কলোনী থানা ঃ বীরগঞ্জ	এক লক্ষ টাকা

সমাধানের সন্ধানে

রাজ্যের চলতি সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপের সমাধানের পথ খুঁজতে গেলে আগে এটা চিহ্নিত করতে হবে যে কবে কোথায় থেকে কি কারণে নানা নামের এই সব সন্ত্রাসবাদি সংগঠনের জন্ম হয়েছে। কারা কীভাবে তাদের পেছন থেকে মদত যোগাচ্ছে। সমাজের কোন সব উপজাতি যুবকরা এই পথে যাচ্ছে, কোথায় তারা অবস্থান করে। তাদের ঘাঁটি কোথায়। কার মাধ্যমে তারা বিদেশি মদত পাচ্ছে। রাজ্যের কোন কোন সীমান্ত এলাকাকে তারা রাজ্যে প্রবেশের ক্ষেত্রে বেশি করে বেছে নিয়েছে। এই সব প্রশ্নের উত্তর হাতের কাছে থাকলেই রাজ্য জুড়ে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাসবাদি সমস্যা সমাধানের পথ খোঁজা সম্ভব হবে। সন্ত্রাসবাদি সমস্যার কারণ চিহ্নিত করে সমাধান সূত্র দেওয়ার চেষ্টাই বরং করা যাক।'

ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদের কারণ অনুসন্ধান কবতে গিয়ে যে বিষয়গুলি স্পষ্ট হয় তা থেকে দেখা গেছে, অশিক্ষা ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়াই মূল কারণ যা এরাজ্যের পাহাড়ি কিছু উপজাতি যুবকদের বিপথে নিয়ে যাচ্ছে। তাই এই সন্ত্রাসবাদি সমস্যা সমাধান করতে হলে, আগে নজর দিতে হবে অর্থনৈতিক সমাধান কীভাবে আনা আয় তার উপর।

১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার কারণ অনুসন্ধানে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী দীনেশ সিং-কে চেয়ারম্যান করে গঠিত কমিশনও যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করে এরাজ্যের পাহাড়ি উপজাতি অংশের মানুষকে সমতলের অনুপজাতি মানুষের সঙ্গে সমানতালে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্যথায় এরাজ্যের বুকে ১৯৮০-জুনের দাঙ্গার হাত ধরে জাতি-উপজাতির মানুষের মধ্যে যে অবিশ্বাস দানা বেধেছে তা গাঢ় হবে বই, লঘু হবে না। কিন্তু দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্টটি ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করলেও আজও তা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে '৮০-সালের জুনের দাঙ্গার হাত ধরে এরাজ্যে জাতি-উপজাতির মানুষের মধ্যে যে অবিশ্বাস এবং সম্প্রীতিতে ফাটল ধরেছে তারই 'বিষ' ফল আজ এরাজ্যের উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে ভোগ করতে হচ্ছে। তাই উদ্ভূত সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ রোধে সর্বাগ্রে যে সমস্ত বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন সে গুলি হল ঃ

(১) বিপথগামি উপজাতি যুবক যারা এখনও হিংসার পথ আকড়ে ধরে আছে তাদের চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত করতে হবে তাদের সহযোগীদের।

(২) তাদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া গুলি তাদের কাছ থেকে জানতে হবে।

(৩) সরাসরি তাদের সঙ্গে আলোচনার রাস্তা তৈরি করতে হবে। রাষ্ট্রবিরোধী কোন শর্তও যদি বৈরীরা আরোপ করে থাকে, বৈরিদের ওই শর্ত গুলি কি তা স্পষ্ট করে জানতে হবে , জেনে বৈরিদের সঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে।

(৪) বৈরিদের আত্মীয়-স্বজন সহ পরিবারের লোকদের চিহ্নিত করে তাদের মাধ্যমে বিপথগামি এসব যুবকদের সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলে কর্মরত বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনগুলির এ ব্যাপারে সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীগুলিও এই উদ্যোগ নিতে পারে।

(৫) ত্রিপুরার বিপথগামী এসব বৈরি সংগঠনগুলিকে রাষ্ট্র বিরোধী কাজকর্মে লাগাতে কিঁছু বিদেশি গুপ্তচর এজেন্সি বৈরি সংগঠনগুলিকে পিছনে থেকে মদত দিচ্ছে। এসব বিদেশি গুপ্তচর সংস্থা লোক গুলিকে চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে।

(৬) কোনও কোনও বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে এই অঞ্চলের বৈরি সংগঠন গুলির যোগাযোগ রয়েছে, কোথায় থেকে তারা অস্ত্র সংগ্রহ করছে, কারা এসব সববরাহে সহযোগিতা করছে তাদের চিহ্নিত করে বৈরি সংগঠনগুলির সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

(৭) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের যে সমস্ত বৈরি সংগঠনগুলির সাথে রাজ্যের বৈরি দল গুলির যোগাযোগ রয়েছে এগুলি চিহ্নিত করে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

(৮) গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে একটি ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক তৈরি করতে হবে। বৈরি সংগঠনগুলি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে গোয়েন্দাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে হবে।

(৯) সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে বৈরিদের বিরুদ্ধে পালটা অপারেশান করতে হবে। যদি বৈরিরা এক্ষেত্রে আলোচনার টেবিলে যেতে চায় তাহলে অপারেশান বন্ধ রেখে আলোচনার ক্ষেত্রকে প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

(১০) বৈরিদের বিরুদ্ধে রাজ্যের উভয় অংশে মানুষের জনমত সংঘটিত করতে হবে। প্রশাসনের পাশাপাশি বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী অংশের মানুষকেও এ কাজে সামিল করতে হবে। সমস্ত রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে সমাজের সর্ব অংশের মানুষকে এ কাজে সামিল হতে হবে।

(১১) ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদি সমস্যার সমাধানে বৈরিদের সঙ্গে আলাপ আলোচনার পথ উন্মুক্ত করার পাশাপাশি অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণেও সমানতালে

কাজ করে যেতে হবে। যে সমস্ত পাহাড়ি এলাকায় সন্ত্রাসবাদি অবাধ গতিবিধি কিংবা তাদের ভয়ে সরকারি কর্মচারি কিংবা সংশ্লিষ্ট গ্রামোন্নয়নের কাজে নিয়োজিত সরকারী বেসরকারি এসেন্সিগুলি কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়েছেন তা পুনরায় চালু করতে হবে।

(১২) বন্ধ স্কুল চালু, বেহাল রাস্তাঘাট সংস্কার, বন্ধ প্রথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র চালু, কৃষি সেচ পানীয় জলের উৎস সৃষ্টিতে গ্রামীণ এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ শুরু করতে হবে।

(১৩) স্ব-শাসিত জেলা পরিষদেব হাতে আরও বেশি করে অর্থ দিতে হবে এবং বিপন্ন পাহাড়ি এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে তাদের জন্যে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করতে হবে। এজন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের মনিটরিং কমিটি গঠন করা যেতে পারে। যে কমিটি রাজ্যের উপজাতি এলাকাব অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রদেয় সরকারি অর্থের সদ্‌ব্যবহার হচ্ছে কিনা তা নজর বাখবেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রাজ্যের উপজাতি কল্যাণে যে ২৫ দফা বিশেষ কর্মসূচীর কথা ঘোষনা করেছেন তার বাস্তবায়নে কাজ আরও তেজি করতে হবে।

(১৪) চা, রবার, কফি, বাঁশ, ফল সংবক্ষণ, পাট রেশম চাষ ইত্যাদীতে উপজাতি জুমিয়া এবং কৃষকদের আরও বেশি করে উৎসাহিত কবতে হবে।

(১৫) শূকর, হাঁস, মুরগ ইত্যাদী পশু পালনের মাধ্যমে উপজাতি বেকার যুবক যুবতীদের স্বয়ম্বর করে তুলতে স্বল্প সুদে সম্ভব হলে বিনা সুদে ঋণ দেওয়ার কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

(১৬) ড্রপ-আউট উপজাতি বেকার যুবক যুবতিদের পড়াশুনার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ। বিশেষত বিভিন্ন কারিগরি বা বৃত্তিমূলক শিক্ষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষিত করে তোলা। বেকার উপজাতি যুবক যুবতিদের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ প্রদান ইত্যাদি।

পর্ব : ৪

ত্রিপুরায় সন্ত্রাসবাদ
কিছু প্রামাণ্য দলিল

পরিশিষ্ট - ১

শেখ হাসিনা ওয়াজেদ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, ঢাকা

সমীপেষু

মাধ্যমে- ত্রিপুরার মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী সিদ্ধেশ্বর প্রসাদ

বিষয় ঃ- ত্রিপুরার ক্রমবর্ধমান উগ্রপন্থী কার্যকলাপ নিরসনের লক্ষ্যে সহযোগিতা প্রার্থনা

প্রিয় শেখ হাসিনা,

মায়ের আদর, বোনের স্নেহ এবং বোনেব আবদার কোন কূটনৈতিক নিয়ম মেনে চলে না, কোনও বাধা বন্ধনও মানে না। তাই আপনি মহান বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কাছে অর্থাৎ আপনার সর্ব্বোচ্চ চিরন্তন পরিচয়ে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কন্যা হিসাবেই আমরা, আগরতলা তথা ত্রিপুরার ভগিনী হিসাবেই, আপনাকে সম্বোধন করলাম। বাতাস যেমন সীমানা ডিঙাতে পরোয়া করে না, নদী যেমন প্রহরীর ভ্রুকুটিতে ডরায় না, আমাদের আত্মীয়তাও কোন সীমান্ত প্রাচীর বা কোন কূটনৈতিক দেয়াল আটকাতে পারে না।

নিজ দেশে আপনি উগ্রপন্থী সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন এবং তা দমন করে শান্তির বাতাবরণ পুনরানয়নের জন্য সারা বিশ্বজুড়ে শান্তির দূত হিসাবে বন্দিত হয়েছে।

ত্রিপুরা, বিশেষ করে আগরতলা শব্দটি, আমরা জানি, আপনার কাছে এক অন্য মাত্রার দ্যোতনা বহন করে আনে। আগরতলাও গর্বিত যে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন ইতিহাসের সঙ্গে আগরতলার নাম চিরতরে এবং অবিচ্ছেদ্দ্য ভাবে গেঁথে গেছে।

প্রিয় ভগিনী, আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন আমাদের ভালবাসার ত্রিপুরা এবং আগরতলা,যা সমানভাবেই আপনারও ভালবাসার পাত্র, ইদানিং এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছে। উগ্রপন্থী কার্যকলাপের ফলে ত্রিপুরার জাতি উপজাতি সম্মিলিত জনগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক-সম্প্রীতির মেলবন্ধন আজ বিপন্ন। প্রায় প্রতিদিন এই উগ্রপন্থীরা খুন জখম, ছিনতাই অপহরণ এবং মুক্তিপণ আদায়ের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনজীবনের শান্তি, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধির বাতাবরণকে অসহনীয় করে তুলেছে।

প্রিয় ভগিনী, আপনি এটাও জানেন বাংলাদেশের সঙ্গে ত্রিপুরার দীর্ঘ চক্রাকার প্রায় অরক্ষিত সীমান্ত রয়েছে। পত্রপত্রিকায় প্রায়ই খবর প্রকাশিত হয় যে উগ্রপন্থী দলগুলির নেতারা ত্রিপুরা-বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নিরাপদ শিবির স্থাপন করে আছে। এ শিবির থেকে তারা ঝটতি ত্রিপুরার ভিতরে উঠে এসে হামলা চালিয়ে আবার বাংলাদেশে নেমে যায়। সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে (ঐসব পত্রিকা থেকে আমরা জানি) বাংলাদেশ সরকার এমন অভিযোগ স্বীকার করেন না। তারা বারবার বলেছেন বাংলাদেশে ত্রিপুরার উগ্রপন্থীদের কোন শিবির নেই।

প্রিয় ভগিনী, রাজনীতির সত্য-মিথ্যা এক জটিল বস্তু। আমরা তাতে আগ্রহী নই। আমরা শুধু জানি, আপনাদের অজান্তেও সীমান্তের আপনাদের দিকের অঞ্চলে এই সব উগ্রপন্থী শিবির গড়ে উঠা বিচিত্র কিছু নয়। সাধারণ মানুষ শেষ পর্যন্ত সবই জানে।

প্রিয় ভগিনী, আমরা ত্রিপুরার মা বোন এবং মেয়েরা আমাদের ত্রিপুরার, জনজীবনে উগ্রপন্থীর অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য আপনার সাহায্য চাই। আমরা জাতি উপজাতি নির্বিশেষে ত্রিপুরার নারীরা এই শতকের অনন্যা নারী শেখ হাসিনার (যাকে আমাদের ঘরের মেয়ে বলেই আমরা মনে করি) কাছে আবেদন করছি বাংলাদেশ ত্রিপুরা সীমান্ত বরাবর গড়ে উঠা ত্রিপুরার উগ্রপন্থী শিবির গুলিকে অবিলম্বে উৎখাত করতে, আপনি আমাদের সর্বাত্মক সাহায্য করুন। প্রতিদিন আমাদের ঘর ভাঙছে, আমাদের স্বামীপুত্র এবং ভায়েরা প্রতিদিন উগ্রপন্থী অত্যাচারের স্বীকার হচ্ছে। আমরা ঘরে রান্না করতে করতে, সন্তানকে দুধ খাওয়ানোর অবস্থায় গুলীতে মারা পড়ছি।

আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক রীতিনীতির দোহাই দিয়ে আপনি অন্তত এই দায়িত্ব অস্বীকার করবেন না বলে আমরা বিশ্বাস করি। কারণ আপনি নারী।

ঘাতকের গুলীতে নিহত পিতার কন্যার করুণ যন্ত্রনা, মায়ের বুক টন টন করে ব্যাথা, দিদির অশ্রু, এবং স্বামীহারা রমনীর আর্তনাদ আপনি যেমন বুঝতে পারবেন, অন্যরা তা পারবে না।

তাই আমরা, ত্রিপুরার জাতি উপজাতি মা বোন ও মেয়েরা, আপনার কাছে, আমাদের আপন থেকে আপন এক বোনের কাছে, একান্ত আবেদন জানাচ্ছি-

(১) আমাদের ঘর রক্ষা করায় আপনার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন। এটা ত্রিপুরার দাবী। ত্রিপুরার একলক্ষ মা বোনেদের দাবী।

(২) সীমান্তের ওপারে বাংলাদেশ অংশে গড়ে ওঠা শিবিরগুলি ভেঙ্গে দিন। উগ্রপন্থীরা তাহলে স্বাভাবিকভাবেই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।

আশা করি, আপনি আবেদনে সাড়া দেবেন। পলাশের রক্তে রাঙ্গানো আন্দোলনের

সন্তান শেখ হাসিনা যে আমাদের মুখেব হাসি আবার ফিরিয়ে দেবার জন্য সব প্রচেষ্টাই নেবেন এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

এই খোলা চিঠি শেষ করার আগে আরেকটি নিবেদন। আপনি ব্যস্ত মানুষ, সারা পৃথিবী আপনাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। কিন্তু এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার পর্ণকুটিরে, আমাদের দারিদ্রের মধ্যে, এক দুই দিন কি আপনি কাটিয়ে যেতে পারেন না ? আকাশ সমান খোলা হৃদয় ছাড়া আপনাকে দেওয়ার কিছু নেই সত্য। কিন্তু তবু কি ঐতিহাসিক এবং অন্যান্য সঙ্গত কারণে আমরা আশা করতে পারি না স্বাধীন বাংলার মেয়ে, শেখ মুজিবের মেয়ে একবারের জন্য হলেও পিতৃস্মৃতি বিজরিত আগরতলায় আসবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনন্য লীলাভূমিতে আসবে।

প্রিয় বোন, এই চিঠি ত্রিপুরার একলক্ষ মা বোন ও মেয়েদের। এই চিঠি দক্ষিণ এশিয়ার অনন্য ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে। শেষ করার আগে তাই বলছি ....

"এসো মুক্ত করো ......"

সভানেত্রী — আহ্বায়িকা

চপলা বিশ্বাস — কল্যাণী ভট্টাচার্য

কোর কমিটির সদস্যবৃন্দ

(পংকজা দেববর্মা, মঞ্জুলিকা বসু, অপরাজিতা বায়, অনুরূপা মুখার্জী, পাঞ্চালী ভট্টাচার্য, ফুলন ভট্টাচার্য, বাজলক্ষ্মী দেবী, বাসনা দেববর্মা, রীতা রায়, মনিকা নন্দী, বাসনা দেবনাথ, পবিত্র রানী জমাতিয়া, রমা দাস, চন্দ্রিকা বসু মজুমদার, অঞ্জলি দেব, আলো দত্ত, আল্পনা সিন্‌হা, মঞ্জুরী ভট্টাচার্য, শিখা দাসগুপ্ত, নিভা দে, অসীমা দেববর্মা এবং রাজ্যের একলক্ষ মহিলা)

পরিশিষ্ট - ২

বৈরিদের পুনর্বাসন পলিসি

ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণ তথা পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৯৯সালে একটি গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল, যেসব কট্টর সন্ত্রাসবাদী এবং বিভ্রান্ত যুবক সন্ত্রাসবাদের ফাঁদে পড়েছে তাদের বিপথগামীতা থেকে ফিরিয়ে আনা। যেসব সন্ত্রাসবাদী আত্মসমর্পণ করছে তারা যাতে সন্ত্রাসবাদী রাস্তায় ফিরে যেতে পুনরায় আকৃষ্ট না হয়, এই বিষয়টিও এই প্রকল্পে সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

যারা আত্মসমর্পণের আওতায় আসবেন

এই পরিকল্পনা সেই সব সন্ত্রাসবাদিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে যারা কম পক্ষে একটি আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করবে। যদিও ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে যে সব সন্ত্রাসবাদী, আগ্নেয়াস্ত্র ছাড়া আত্মসমর্পণ করবে তারাও এই প্রকল্পে পুনর্বাসনের জন্য বিবেচ্য হবে। এই সব সন্ত্রাসবাদিদের নাম স্ক্রিনিং কমিটি পরীক্ষা করবে এবং চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে যৌথ হেডকোয়াটার্স (ইউনিফায়েড হেডকোয়াটার্স) বা রাজ্যস্ত রে সমপর্যায়ের কোন কর্তৃপক্ষ.।

যারা এই প্রকল্পের জন্য বিবেচিত হবে প্রথমদিকে তাদের একটি পুনর্বাসন শিবিরে রাখা হবে যেখানে তাদের পছন্দমতো ব্যবসা/বৃত্তিগত কাজে অথবা তাদের দক্ষতা অনুযায়ী কার্যক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

আত্মসমর্পণকারীদের ১২ মাসের জন্য মাসিক ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে। এই ষ্টাইপেণ্ডের হার মাসে দুই হাজার টাকার বেশী হবে না। ভারত সরকারের সাথে আলোচনা ক্রমে রাজ্য সরকার বিভিন্ন ক্যাটাগরীর আত্মসমর্পণকারীদের ষ্টাইপেণ্ডের হার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবে পুনর্বাসন ক্যাম্পে বিনামূল্যে থাকা এবং খাওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

পুনর্বাসন ক্যাম্পে কোন আত্মসমর্পণকারীর থাকার মেয়াদ এক বছরের বেশী হবে না। এই সময়ের মধ্যেই আত্মসমর্পণকারীর পুনর্বাসনের যাবতীয় পদক্ষেপ সম্পূর্ণ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রে কোন

আত্মসমর্পণকারীর পুনর্বাসনের কাজ এক বছর পেরোবার আগেই সম্পন্ন হলে সেদিন থেকেই স্টাইপেণ্ড প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে।আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি তার পুনর্বাসনকালে প্রশিক্ষণ সফল ভাবে সম্পন্ন করতে পারলে তার বিরুদ্ধে ছোটখাটো

অপরাধের অভিযোগ প্রত্যাহার করা হবে।

যেসব আত্মসমর্পণকারী- খুন, ধর্ষন, অপহরণ প্রভৃতি ঘৃণ্য অপরাধ করেছে তারা আইনের বিধান -মতো বিবেচ্য হবে এবং অপরাধের ক্ষমার ক্ষেত্রে আত্মসমর্পনকে বিবেচনায় আনা হবে না।

পুনর্বাসন শিবিরে থাকা অবস্থায় কোন আত্মসমর্পণকারী কোন অপরাধে যুক্ত হলে পুনর্বাসন প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। রাজ্য সরকার অথবা কোন বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও)-এর মাধ্যমে পুনর্বাসন কর্মসূচী সম্পন্ন হতে পারে। মাধ্যমটি যদি কোন এন জি ও হয় তবে প্রয়োজনে রাজ্য সরকার এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সহায়তায় ঐ সংস্থা পুনর্বাসন ক্যাম্প পরিচালনা করবে।

প্রতিটি নিরাপত্তা বাহিনী একজন অফিসারকে নোডাল অফিসার হিসাবে নির্দিষ্ট করবেন। তিনি ডি আই জি বা সমতূল্য পদমর্যাদা সম্পন্ন হবেন। এই অফিসার তাদের নিজ নিজ বাহিনীর পক্ষে উগ্রপন্থীদের আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসনের কাজে সমণ্বয় সাধন করবেন। একজন উগ্রপন্থী সেনাবাহিনী/ আধা-সামরিক বাহিনীর যেকোন ইউনিট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা এস পি, ডি আই জি (রেঞ্জ), আই জি (অফিস), আই জি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ), ডি আই জি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ), এস পি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ), এস ডি এম, সাব-ডিভিশন্যাল পুলিশ অফিসার এবং অন্য যেকোন নোটিফায়েড অফিসার এদের যেকোন একজনের কাছে আত্মসমর্পণ করার স্বাধীনতা থাকবে।

এই কাজের জন্য নির্ধারিত অফিসারদের নাম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি জারী করার জন্য রাজ্য সরকারকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমোদন নিতে হবে। রাজ্যের বাইরেও কোন সেনা ইউনিট বা আধা-সামরিক বাহিনীর কোন ইউনিটের কাছে একজন উগ্রপন্থী আত্মসমর্পণ করতে পারে। যে অফিসার এই আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবেন তিনি আত্মসমর্পণকারীর সমস্ত তথ্য বিস্তৃত ভাবে নির্ধারিত ফর্মে লিপিবদ্ধ করবেন এবং তা এস এণ্ড আর অফিসার এবং তিন বাহিনীর নোডাল অফিসারের কাছে পাঠাবেন। প্রত্যেক বাহিনীর নোডাল অফিসারগণ তাদের নিজস্ব সূত্রের মাধ্যমে ঐ উগ্রপন্থীর দেওয়া বক্তব্য ও কাজকর্ম যাচাই করবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে আত্মসমর্পণকারী হিসাবে গ্রহণ করা হবে কিনা এই সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সুপারিশ এস এণ্ড আর অফিসারের কাছে পাঠাবেন।

যে অফিসার আত্মসমর্পণ গ্রহণ করবেন তিনি তৎক্ষণাৎ আত্মসমর্পণকারী উগ্রপন্থীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবেন এবং নির্ধারিত ফর্ম পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণ সংগ্রহ করার পর এস এণ্ড আর অফিসার পরিচালিত ট্র্যানজিট ক্যাম্পে ঐ আত্মসমর্পণকারীকে পাঠিয়ে দেবেন। ট্র্যানজিট ক্যাম্পে থাকাকালীন সময়ে ঐ ব্যক্তির থাকা-খাওয়ার খরচ সরকার বহন করবে। এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা

হবে এ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা ১৫ দিন সময় নেওয়া হবে।

আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তির উগ্রপন্থী হিসাবে কাজকর্ম সম্পর্কে চারটি সংস্থা থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর, চারটি সংস্থার নোডাল অফিসারদের নিয়ে এস এণ্ড আর অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত স্ক্রিনিং কমিটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উগ্রপন্থীর আত্মসমর্পণ সম্পর্কে বিবেচনা করবেন এবং যদি তা গ্রহণ করা হয়, তবে তাকে পুনর্বাসন শিবিরে স্থানান্তর করা হবে । এই নীতির প্রভাব সম্পর্কে প্রতি বছর পর্যালোচনা করা হবে এবং প্রয়োজনে সংশোধিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পুনর্বাসন প্রাপ্তদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সফলতার হার যদি ৮০ শতাংশের কম হয় তাহলে বেসরকারী সংস্থার (এন জি ও'র) পরিবর্তন করা হবে।

কবে থেকে কীভাবে কার্যকরী হবে

যেসব উগ্রপন্থী ১লা এপ্রিল ১৯৯৮-এর পর আত্মসমর্পণ করেছে বা করবে তাদের ক্ষেত্রেই এই প্রকল্প কার্যকরী হবে।

জনস্বার্থে প্রয়োজনবোধ হলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই প্রকল্পের পরিমার্জন ঘটাতে পারবেন। এই জাতীয় পরিমার্জনার জন্য যদি আর্থিক ব্যাপার যুক্ত থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথেও আলোচনা করতে হবে।

আত্মসমর্পণকালে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের জন্য নিম্নলিখিত হারে পারিতোষিক দেবার সংস্থানও প্রকল্পের মধ্যে রাখা হয়েছে।

ক) রকেট লঞ্চার/ ইউ এম জি/ জি পি এম জি/ পি আই এম সি এ / আর পি জি/ স্নিপার রাইফেল জাতিয় প্রতি অস্ত্রের জন্য ২৫ হাজার টাকা ।

খ) এ কে ৪৭/ ৫৬/ ৭৪/ রাইফেল --- প্রতি অস্ত্রের জন্য ১৫ হাজার টাকা।

গ) পয়েন্ট থ্রি নট্ থ্রি রাইফেল/ পিস্তল/ রিভলবার এবং অন্যান্য সার্ভিস অস্ত্র --- প্রতি অস্ত্রের জন্য ৩ হাজার টাকা।

ঘ) রকেট-- প্রতি রকেটের জন্য ১ হাজার টাকা।

ঙ) গ্রেনেড/ হ্যাণ্ড গ্রেনেড/ ষ্টিক্ গ্রেনেড-- প্রতিটির জন্য ৫ শত টাকা

চ) রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস্--- প্রতিটির জন্য ৩ হাজার টাকা।

ছ) যেকোন ধরণের গোলাবারুদ-- প্রতি রাউণ্ড ৩ টাকা।

জ) ওয়ারলেস্ সেট ঃ সর্ট রেঞ্জ প্রতি সেটে ১ হাজার টাকা। লং রেঞ্জ প্রতি সেটে ৫ হাজার টাকা।

ঝ) আই ই ডি--- প্রতিটি ৩ হাজার টাকা।

তবে উল্লেখিত অস্ত্রশস্ত্রের সমর্পণের জন্য প্রদত্ত পারিতোষিক আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তি / এন জি ও / রাজ্য সরকারের নমিনি'র যৌথ নামে ফিক্সড ডিপোজিট হিসাবে ব্যাঙ্কে জমা রাখা হবে। আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিকে পুনর্বাসন ক্যাম্প ছেড়ে যাওয়ার সময় ঐ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সরকার গুলো এই প্রকল্প রূপায়ণ করতে পারবে। যদিও ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদিদের পুনর্বাসনের জন্য খরচ করা ১০০ শতাংশ টাকাই ফেরত দেবে। জরুরী ভিত্তিতে কিছু অগ্রিম অর্থের প্রয়োজন হতে পারে - এই অনুধাবন থেকে ঠিক হয়েছে, পুনর্বাসনের টাকার একটি অংশ আগাম দেওয়ার সংস্থান থাকবে এবং বাকি টাকা পরে মিটিয়ে দেওয়া হবে। অর্থ মন্ত্রকের সঙ্গে আলোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক বিস্তারিত প্রকল্প প্রণয়ন করবে।
পুনর্বাসনের জন্য যেসমস্ত শিবিব বা ক্যাম্প স্থাপন করা হবে তা পরিদর্শন করার সমস্ত অধিকার ভারত সরকারের থাকবে এবং নথিপত্র পরীক্ষা করার অধিকারও কেন্দ্রীয় সরকারেব থাকবে।

নিম্নলিখিত সংস্থাগুলি আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় যুক্ত করা হবে

ক) এই প্রকল্পে আই জি (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) আত্মসমর্পণ এবং পুনর্বাসন অফিসার (এস এণ্ড আর অফিসার) হিসাবে কাজ করবেন।

খ) সেনা বাহিনী।

গ) কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী।

ঘ) রাজ্য পুলিশ/ রাজ্য প্রশাসন।

ঙ) মনোনীত বেসরকারী সংস্থা (এন জি ও)।

পরিশিষ্ট - ৩

Instrument of Accession

WHEREAS, the Indian Independent Act, 1947 provides that as from the fifteenth day of August, 1947 there shall be set up an Independent Dominion known as INDIA, and that the Government of India Act, 1935 shall with such omissions, additions, adaptations and modification as the Governor-General may be order specify be applicable to the Dominion of India.

AND WHEREAS the Government of India Act, 1935 as so adapted by the Governor-General provides that an Indian state may accede to the Dominion of India by an Instrument of Accession executed by the Ruler thereof.

NOW THEREFORE I, Kanchan Prabha Devi, Maharani Regent of Tripura State in the exercise of my sovereignty in and over my said State do hereby execute this my Instrument of Accession and

1. I hereby declare that I accede to the Dominion of India with the intent that the Governor-General of India, the Dominion legislature, the Federal Court and other Dominion authority established for the purposes of the Dominion shall, by virtue of this my Instrument of Accession but subject always to the terms thereof, and for the purposes only of the Dominion exercise in relation to the State of TRIPURA (hereinafter referred to as 'the State') such functions as may be vested in them by or under the Government of India Act, 1935, as in force in the Dominion of India on the 15th day of August, 1947 (which Act as so in force is hereinafter referred to as 'the Act'), and I further declare that the Dominion of India may, through such agency or agencies and in such manner, as it thinks fit exercise in relation to the administration of civil and criminal justice in this State all such powers, authorities and jurisdiction as were at any time

exercisable by His Majesty's representative for the exercise of the functions of the Crown in its relations with Indian States.

2. I hereby assume the obligation of ensuring that due effect is given to the provisions of the Act within this State so far as they are applicable therein by virtue of this my Instrument of Accession.

3. Without prejudice to the provisions of paragraph 1, I accept the matters specified in the scheduled here to as the matters with respect to which the Dominion Legislature may make laws for this State.

4. I hereby declare that I accede to the Dominion of India on the assurance that if an agreement is made between the Governor-General and the Ruler of the State whereby any function in relation to the administration in this State of any law of dominion legislature shall be exercised by the Ruler of this State, then any such agreement shall be deemed to form part of this Instrument and shall be construed and have effect accordingly.

5. The terms of this my Instrument of Accession shall not be varied by any amendment of the Act or of the Indian Independence Act. 1947, unless such amendment is accepted by me by an Instrument supplementary to this Instrument.

6. Nothing in this Instrument shall empower the Dominion Legislature to make any law for this State authorising the compulsory acquisition of land for any purpose, but I hereby undertake that should the Dominion for purpose of a Dominion law which applies in this State deem it necessary to acquire any land, I will at their request the land at their expense or if the land belong to me transfer it to them on such terms as may be agreed, or in default of agreement, determined by an arbitrator to the appointed by the Chief Justice of Delhi.

7. Nothing in this Instrument shall be deemed to commit me in any way to acceptance of any future Constitution of India or to

fetter my discretion to enter into arrangement with the Government of India under any such future Constitution.

8. Nothing in this Instrument affects the continuance of my sovereignty in and over this State, or save as provided by or under this Instrument, the exercise of any owners, authority and nghts now enjoyed by or as Ruler of this State or the validity of any law at present in force in this state.

9. I hereby declare that execute this Instrument on behalf of this State and that any reference in this Instrument to me or to the Ruler of the State is to be construed as including a reference to my heirs and successors.

Given under my hand this 13th day of August, Nineteen hundred forty-seven.

Sd/Kachan Prabha Devi.

Maharani Regent of Tripura.

I do hereby accept this Instrument of Accession. Dated thıs 13th day of August Nineteen hundred and forty-seven.

Sd/ Louis Mountbaten.

Governor-General of India.

SCHEDULE

The matters with respect to which the Dominion legislature may make laws for this State.

A. DEFENCE.

1. The naval, military and air force of the Dominion and any other armed forces raised or maintained by the Dominion, any armed forces, including forces raised or maintained by an Acceding state, which are attached to, or operating with any of the armed forces of the Dominion.

2. Naval, Military and air force works, administration of cantonment areas.

3. Arms, Fire-arms, ammunition.

4. Explosives.

B. EXTERNAL AFFAIRS.

1. External affairs, the implementing of treaties and agreements with other countries, including the surrender of criminals and accused persons to parts of His Majesty's Dominion outside India.

2. Administration into and emigration and expulsion from India, including in relation there to the regulation of the movements in India or persons who are not British subjects domiciled in India or subjects of any acceding State, pilgrimages to places beyond India.

3. Naturalisation.

C. COMMUNICATION.

1. Posts and Telegraphs, including telephone, wireless broadcasting and other like forms of communication.

2. Federal railway, the regulation of all railway other than minor railways in respect of safety, maximum and minimum rates and fares, station and service terminal changes, interchanges of traffic and responsibility of railways administrations as carrier of goods and passengers, the regulation of minor railways in respect of safety and responsibility of the administration of such railways as carriers of goods and passengers.

3. Maritime shipping and navigation, including shipping and navigation on tidal waters, admiralty jurisdiction.

4. Port quarantine.

5. Major ports, that is to say, the declaration and administration of the ports and the constitution and powers of port Authorities

therein.

6. Aircraft and Air navigation, the provision of aerodromes regulation and organisation of Air traffic and of aerodromes.

7. Lighthouses, including lightships, beacons and other provisions for the safety of shipping and aircraft.

8. Carriage of passengers and goods by sea or by air.

9. Extension of the powers and jurisdiction of members of the police force belonging to any unit railway area outside that unit.

D. ANCILLARY.

1. Elections to the Dominion Legislature subject to the provisions of the Act and of order made thereunder.

2. Offence against laws with respect to any of the aforesaid matters.

3. Inquiries and statistics for the purpose of any of the aforesaid matters.

4. Jurisdiction and powers of all courts with respect to any of the aforesaid matters, but except with the consent of the Ruler of the acceding state, not so as to confer any jurisdiction and powers upon any courts other courts ordinarily exercising jurisdiction in or in relation to that State.

পরিশিষ্ট - ৪

TRIPURA MERGER AGREEMENT

AGREEMENT made this the ninth day of September 1949, between the Governor-General of India and His Highness the Maharaja of Tripura

WHEREAS in the best interest of the State of Tripura as well as of the Dominion of India it is desirable to provide for the administration of the said State by or under the authority of the Dominion Government -

It is hereby agreed as follows

Article - I

The Maharaja of Tripura hereby cedes to the Dominion Government full and exclusive authority, jurisdiction and powers for and in relation to the governance of the State and agrees to transfer the administration of the State to the Dominion Government on the fifteenth day of October, 1949 (hereafter referred to as 'the said day')

As from the said day the Dominion Government will be competent to exercise the said powers, authority and jurisdiction in such manner and through such agency as it may think fit

Article - II

The Maharaja shall with effect from the said day be entitled to receive from revenues of the State annually for his privy purse the sum of Rupees Three lakhs and thirty thousand only free of taxes This amount is intended to cover all the expenses of the Ruler and his family, including expenses on account of his personal staff, maintenance of his residences, marriages and other ceremonies, etc and will neither be increased nor reduced for any reason whatsoever

The said sum be drawn by the Maharaja in four equal installments in advance at the beginning of each quarter from the State Treasury or at such other treasury as may be specified by the

Government of India.

Article - III

The Maharaja shall be entitled to full ownership, use and enjoyment of all private properties (as distinct from State properties) belonging to him on the date of this agreement

The Maharaja will furnish to the Dominion Government before the 10th October, 1949 an inventory of all the immovable property, securities and cash balance held by him as such private property

If any dispute arises as to whether any item of property is the private property of the Maharaja or State property it shall be refer to a judicial officer qualified to be appointed as High Court Judge, and the decision of that office shall be final and binding on both parties.

Article - IV

The Maharaja shall be entitled to all the personal rights, privileges, immunities and dignities enjoyed by him as the Ruler of Tripura whether within or without the state immediately before the 15th August, 1947 .

Article -V

All the members of the Maharaja's family including Her Highness, the Rajmata, shall be entitled to all the personal privileges, dignities and titles enjoyed by them, whether within or outside the territories of the State, immediately before the 15th day of August, 1947.

Article - VI

The Dominion Government guarantees the succession according to law and custom, to the gaddi of the State and to the Maharaja's personal rights, privileges, dignities and titles

Article -VII

No inquiry shall be made by or under authority of the Government of India and no proceeding shall in any Court of Tripura, against His Highness the Maharaja or His Highness the Regent whether in a personal capacity or otherwise in respect of any-

thing done or committed to be done by them under their authority during the period of the Regency administration of the state.

Article - VIII

(1) The Government of India hereby guarantees either the continuance in service of the permanent members of the public services of Tripura on condition which will be no less advantageous than those on which they were serving before the date on which the administration of Tripura is made over to the Government of India of the payment reasonable compensation.

(2) The Government of India further guarantees the continuance of pensions and leave salaries sanctioned by the Government of High Highness the Maharaja to members of the public services of the State who have retired or proceded on leave preparatory to retirement, before the date on which the Administration of Tripura is made over to the Government of India.

Article - IX

Except with the previous sanction of the of the Government of India, no proceedings, civil or criminal, shall be instituted against any person in respect of any act done or purporting to be one in the execution of his duties as a servant of the State before the day on which the administration is made over to the Government of India.

In confirmation whereof Mr. Vapal Pangunni Menon, Advisor to the Government of India in the Ministry of States, appended his signature on behalf and with the authority of the Governor-General of India and His Highness Maharani Kachan Prabha Devi, Maharani Regent of Tripura has appended her signature on behalf of His Highness Maharaja Manikya Kirit Bikram Kishore Dev Barma Bahadur the minor Ruler of Tripura his heirs and successors.

KACHAN PRABHA DEVI
Maharani Regent Tripura State
V.P. MENON
Advisor to the Government of India
Ministry of States

Dated New Delhi
The 9th September, 1949

পরিশিষ্ট - ৫

Speech of Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee at the Conference of Governors and Chief Ministers of North-Eastern States and Sikkim on Regional Development and Security Issues

... ...

Shillong, January 21, 2000. My colleagues, Union Home Minister L.K. Advani, Union Finance Minister Yashwant Sinha, Deputy Chairman of the Planning Commission K.C. Pant, Governor and Chief Ministers, Ladies and Gentlemen :

I am happy to be with you at this conference to discuss development and security issues related to the North Eastern States and Sikkim. It gives me great pleasure to be in Shillong, all the more so because today happens to be "Meghalaya Day". I convey my warm greetings to the people of Meghalaya on the occasion of the 27th anniversary of their States formation. Friends, before I proceed with substantive issues, I wish to reiterate my Governments deep and abiding commitment to the rapid economic and meaningful social development of the near local self-governing institutions like district councils, thus ensuring peoples participation in socio-economic development initiatives.

Regrettably, in some North-Eastern States, as elsewhere, elections to local bodies have not been held for quite some time. This is contrary to the tradition of community-driven initiatives that was once the mainstay of north eastern society. I look forward to the revival of that tradition.

The need to involve the people becomes all the more necessary when we see that the growth sectors for the North East in the coming years will be agriculture, horticulture, fish-farming and tourism. These are the areas that have the tremendous potential to generate employment opportunities out side the Government. The Union Governments attention is seriously engaged in har-

nessing hydro-energy potential of the North East. Not only will this help meet the power requirements of other reasons but also create jobs.

The power generating potential of this region is more than 31,000 MW, of which only 600 MW has been tapped. Project to tap another 650 MW will be completed in couple of years.

The Union Government is fully aware of the need to improve road and rail communication in this region. In the last two years, 12 new National Highways have been declared in the North East with a total length of 1,962 km. This will involve a substantial public investment. In addition of these new highways, work has also been taken up for widening the existing critical National Highways.

There is a growing perception that widespread unemployment and lack of employment opportunity are the main factors behind insurgency and criminal activities that have retarded the economic progress of this region. Together, we need to pursue development policies and programmes that generate employment opportunities, though not necessarily in Government sectors.

Friends, we have entered a new era where the success of nations will be measured by their economic and social development. For India to succeed as a nation, each of its regions should be able to boast of rapid social economic progress. If any region lags behind, not only will India's progress suffer, but existing regional disparities will further increase. Neither is desirable-not for India, not for its North Eastern region.

One of the factors that have impeded economic development in some States of the North East is violence unleashed by insurgents and externally aided separatist and criminals. It is now well established that Pakistan is backing some of these groups as part of its larger game plan to try and destabilise India. There is also the problem of extortion by groups that have been exploiting the fear psychosis among the people.

It is heartening to note that some State Governments have shown

laudable determination in confronting these anti-national and anti-social forces. Emboldened by this , the people of these States have begun to come out against insurgency and related crime. However, a lot more remains to be done to create the proper environment for investment and implementation of development programmes.

For instance, the path-breaking New Industrial Policy for the North East seeks to create favourable conditions for capital inflow into this region. I wish to recall attention to the Union Governments notification of July 9,1999, exempting specific industries in specific areas from paying Central excise and taxes for the first 10 years. Our Government stands firmly committed to this exemption and we shall ensure its implementation.

A last point in this regard is to do with the North -Eastern Council. The NEC was set up with great hopes and expectations. I am aware of the fact that the NEC has not lived up to these expectations. We are now determined to ensure that the Council is not only revitalized but also meets at least twice a year. This will definitely expedite the development process in the region.

Friends, I look forward to purposeful discussions at this conference.over the next two days.

I thank you for providing me with this opportunity to share some of my thoughts with you.

পরিশিষ্ট - ৬

Notes on Missionary Activities in Tripura

(A Secret Intelligence Report)

The existence of Christians in Tripura was first noted in 1901 Census which recorded 137 Christians inhabiting the Mariamnagar area of the State. But conversions in Tripura had received a push in 1938 when the New Zealand Bapist Missionary Society set up a Mission compound at Agartala with the permission of the then Tripura Maharaja Birbikram Kishore Manikya. It has subsequently been renamed as Tripura Baptist Christian Mission.

Following Christian Missionary organisations are mainly active in the State :-

1. Tripura Baptist Christian Union (TBCU), Headquater Arundhutinagar, Agartala.
2. Roman Catholic (Headquarter, Mariyamnagar, Agartala)

Tripura Baptist Christian Union (TBCU)

Following Baptist wings are functioning in Tripura :

1. EFGI : Evengelical Free Church of India.
2. UPC : United Proticostal Church of North East India.
3. ZBM : Zorum Baptist Mission.
4. IKK : Isu Krist Khoram.
5. Gospel for Asia(Pre-Baptist at Khumlung, Bible College).
6. Tripura Presbytarian
7. Assembly of God.

Frontal Wings :

1. TBWS : Tripura Baptist Women Society.
2. Hade Employees Fellowship.
3. Youth Fellowship etc.

Associations under TBCU :

1. Dharmanagar Longai Association.
2. Jampui Sakhan Associatian.
3. Dorgang Association.
4. Kalaishahar Association.
5. Udaipur Association.
6. Achik Association.
7. Sadar North Association.
8. Saisoma Sajai Association.
9. Khowai Kamalpur Ompi Association.
10. Central Association.
11. Amarpur Raima Valley Association.
12. Belonia Sabroom Association.
13. Head Quarter(Agartala) Association.

CIRCLE UNDER TBCU :

1. Bru Circle.
2. Kailashahar, North.
3. Kailashahar, South.
4. Saisamo Sajed Gangrai Circle.
5. Saisamo Sajed Kathalcherra Circle.
6. Saisamo Sajed Sonagur Circle.
7. Sadar North Jirania Circle.
8. Sadar North Avicharan Circle.
9. Sadar North Mission compound and Krishnagar Circle.
10. Amarpur Circle.
11. Raima Sharma Circle.
12. Ompi Circle.
13. Khowai Circle.
14. Kamalpur Circle.
15. Takerjala Circle.
16. Bishalgarh Circle.
17. Belonia Circle.
18. Sabroom Circle.

19. Jampui Circle.
20. Baramura.
21. Kalamcherra

ROMAN CATHOLIC

There are 8 "Dharma Palli" in Tripura under Tripura "Dharma Pradesh". Following are the "Dharma Pallies".

1. Mariyam Nagar Dharma Palli.
2. Budhajung Nagar Dharma Palli.
3. Kumarghat Dharma Palli.
4. Jatanbari Dharma Palli.
5. Tuikarma Dharma Palli.
6. Dephachari Dharma Palli.
7. Moharpara Dharma Palli.
8. Bisramganj Dharma Palli.

1) AREAS OF INFLUENCE AND ACTIVITIES.

1. TBCU and its frontal units are having maximum areas of their influence and activities in Tripura than Roman Catholic.

a) Areas of TBCU activities and influences are Sadar East(Jirania PS), Sadar North(Sidhai PS), Takerjala, interior belts of Teliamura, Kalyanpur, Khowai, Bisramganj and Bishalgarh in West Tripura District.

b) Taidu, Ompi, Amarpur, Killa, Manubazar, Nutanbazar, Baikhora and other interior tribal pockets in South Tripura District.

c) Interior pockets of Ambassa, Salema, Kamalpur, Manu, Chamanu, Gandacherra in Dhalai District.

d) Vangmoon, Kanchanpur, Damcherra and interior pockets of Kalaishahar and Dharmanagar under North Tripura District.

2. Conversion figure of last three years :

1996- 581
1997- 334
1998- 732
1999- 380 (upto 31.10.99)

These figures are shown on the basis of the reports submitted by SB Units. Actual convert figures may be more since missionaries are generally reluctant and ovasive to give such figures to police as alleged. The younger generation is the main target of such conversion.

Almost cent percent Lusai and Kukis have become converted. Conversion of Chakmas(Buddhist) is almost nil. Tripuris, Jamatias and Reangs are at present the main target for conversion. Conversion of other communities are also going on in a concerted manner.

SOURCE OF FUND FOR CHRISTIAN MISSIONARY :

As per report of the State Govt., Christian Missionary received the following fund :-

1994-95	TBCU	Rs.16,08,000
1995-96	TBCU	Rs. 5,29,000
1997-98	TBCU	Rs.11,55,000
1995-96	Durjoynagar, Holy Cross Society	Rs.25,35,000
1997-98	Durjoynagar,Holy Cross Society	Rs.68,73,000

Field information indicates that Kailasahar Baptist Union received Rs.4,23,000 from Germany in the year 1997-98

It is also learn secretly that TBCU is getting help i.e. Financial assistance from NEICORD , an organaisation of Missionaries with Head-Quarters at Shillong for the development of Churches, Schools etc. in the rural area.

Besides, collection are also being done from local Christian people and others.

ALLEGED NEXUS OF CHRISTIAN MISSIONARIES WITH EXTREMIST OUTFITS.

Though, no direct evidence could be had so far, over-ground as well as clandestine links of some missionaries with extremists can not be ruled out. But according to State Home Deptt. Intelli-

gence Source, the following grounds and information smack of suspicion of clandestine links between the extremist outfits and some missionaries :-

a) It is secretly learnt that a meeting was held in Catholic Church at Ballaghat near Gaflong under Guaighat, Sylhet, Bangladesh on 5.6.97 where leaders of Pak ISI and representatives of NSCN, ULFA, PLA, BDSF and NLFT joined.

b) Most of the NLFT and a few leaders of ATTF leaders belong to Christian Community. Since inception of militancy in Tripura, no Church or any Priest of Church has been attacked or targeted by extremists who usually stay in the extremists prone interior belts.

c) Information indicates that some members of extremists outfits frequent to some Churches and attend prayer in civics.

d) One Dharma Charan Jamatia,NLFT leader, had once asked some villagers of Gamako,Amarpur, to help establish a new Catholic School as learnt from secret report. Different missionary Schools are also being run smoothly while most of the Government Schools in such interior belts remain closed.

e) The threat of NLFT towards Jamatia Hadas and also Hindu Jamatia Community not to worship 'Goria' and other pujas and also to embrace Christianity smacked of suspicion.

f) The recent incident of desecration of Baishnab Akhra at Jiten Akhra, PS Khowai by the pastor and his followers of Jiten Akhra Baptist Church and conversion of 30 Hindus through the fraudulent means of curing them from their ailment in the name of Jesus Christ during the period from 20.10.99 to 22.10.99 have generated sharp resentment, resulting damage of 3 Churches at Jiten Akhra, Mashabari and Sepoy Hower by the irate mobs.

g) RSS, VHP and ABVP have also accused the Churches mainly TBCU of having connection with NLFT militants, but Baptist deny hand in the kidnapping of RSS.

Recently various Christian organizations working in the State have joined hands to form the United Christian Forum(UCF). The UCF

was formed to counter the propaganda launched by RSS and VHP accruing the Church of aiding and abetting the militants. The UCF consists of the Catholic Church, Tripura Baptist Christian Union, Gospel Asia, Evangelical Christian Fellowship, Biswabani, Presbytarian Church, Evangalical Free Church of India.

পরিশিষ্ট - ৬(২)

Extracts from Communications on activities of Missionaries

Organisations working in Tripura received from the Govt. Of Tripura vide their No.F.II(1204)-PD/80 dated 22nd July, 1980 and F.11(182)-PD/8 dated 31st July, 1980.

The following Missionaries /Organisation are working in Tripura.

1. Tripura Baptist Christian Union
2. Zoramm Baptist Mission of Mizoram.
3. Roman Catholic Church.
4. United Pentacostal Church of North East India.
5. Evangelical Free Church of India.

Except Roman Catholic Church other organisations are run by Tribal Christian Missionaries of Tripura, Manipur and Mizoram. Tripura Baptist Christian Union (TBCU) played an active role in creation of Tripura Upajati Juba Samity (TUJS) in 1967 and has been maintaining strong links with this organisation. Many church members of TBCU are prominent activists of TUJS. It may be recalled that two raids were made by Mizo hostiles in collaboration with that of Tripura Tribal National Volunteers, an extremist militant wing of TUJS, at Amarpur and Anand Bazar of South Tripura District in August and November, 1979 respectively. TBCU received a grant of approximately Rs.10 lakhs from its parent body in New Zealand annually and about 1½ lakhs from Mizoram Baptist Mission of Mizoram. The world Head-Quarters of the organisation are in the USA. From communication between TBCU and their parent body in New Zealand show that money from certain other foreign sources is also being routed

to TBCU through New Zealand and Baptist Missionary Society. In a communication addressed to the superior body at Shillong, TBCU expressed satisfaction over their church members involvment in political activities. This communication mentions names of some extremist members of TUJS as prominent members of the church in the political field. Some of the persons so named are known to have strong links with MNF and for having arranged training in arms for their followers, presumably through Baptist Mission. One TUJS extremist belonging to Baptist faith was recently arrested for violent activities. According to his confessional statement, a Baptist poster guided him to clandestine MNF training centre in Chittagong Hills Tract of Bangladesh. There is thus basis to say that a section of missionaries have been in collaboration with extremists in TUJS.

পরিশিষ্ট - ৭

(A secret letter, NLFT to BDR) Regarding emergency report of 23rd September, 1993.

Dear Friend,

I have the honour to inform you that we the VVIPs of NLFT outfit, had to vacate and leave our HQ for the time being on 27th instant on security ground. And we are now temporary stationing at Ujanchari.

It has come to our sharp notice and confirmation that the anti-NLFT squad led by expelled Sanjit Reang and sponsored by Indian Intelligence Agency, Raw (Research and Analysis Wing) is to concentrate near the Indo- Bangladesh border, and it is confirmed by our border sources that the squad has meanwhile chalked out a blue-print to sneak into the B.D. territory in order to conduct raid on our HQ 1.

The squad is supposed to have sneaked in two groups through two sides namely Lowgang and Nabauhk sides. At this juncture, as precautionary measures, we are staying at safer place.

This is for favour of kind information.

Sincerely Yours,

Sd /- Sajeck Tripura.

27/9/93

 SECRET

INTERROGATION REPORT OF SHRI SHIKINYA KOLOI@ CHIKANYA KOLOI @ MAJHI @S.K. KOLOI @S.K. ABEL S/O SRI PRAHALLAD KOLOI OF TAIDU KHAMARBARI P/S TAIDU. P.O. TAIDU. SOUTH DISTRICT ARRESTED IN CONNECTION WITH EAST AGARTALA PS CASE NO. 37/98 U/S. 153(A) (B) /120 (B) /121(A)/ 122 IPC & 10/13 UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) ACT.

Personal Bio-data.

1) Name - Shri Shikinya Koloi

2) Father's name - Shri Prahallad Koloi

3) Mother's name -Smti Atalya Kannya Koloi

4) Date of birth - 5th December, 1968

5) Place of birth - Taidu Khamarbari (Taidu Khamber)

P.O & PS - Taidu

G/S. West Taichalong

South Tripura District.

6) Descriptive Roll.

Height - 5'3"

Complexion - Shyamla.

Built - Medium.

Eyes - Black colour

Hair - Bald headed.

Teeth - Full.

Face - Oval. Identification mark. : One Black spot on the right cheek, one mole on the left hand near middle finger and one cut (old) mark on the right near the knee joint.

7) Castc, Religion: S/T (Halam Community), Christian
Citizen : Indian by birth.

8) Immovable : 5 Kannies of paddy land and 4 Kannies property of Tilla land (Homestead).

9) Marital status : Unmarried

10) Photograph : Taken by (CID)

11) Specimen of hand writting : sd/- Shikinya Koloi
Taidu Khamber, PO&PS, Taidu Amarpur.

12) Educational qualification : Madhyamik pluckcd, 1984, 1985 & 1986

13) Occupation : Involved in terrorism since in 1994 as NLFT hard core.

14) Relatives : (Family members)

i) Sri Surendra Koloi (38) cultivator (Brother).

ii) Smti Budhini Koloi (36) of Ompi (Sister).

iii) Self

iv) Smti Kamala Prava Koloi (30) (sister)
W/O Ranjit Koloi of Julua PS Killa (cultivator)

v) Smti Kamala Koloi (27) (sister) Un-married.

vi) Sri Karuna Koloi (24) (brother) A student reading at Shillong.

vii) Smti Kabita Koloi (22) (sister) Un-married.

viii) Smti Kalita Koloi (20) (sister) -do-

ix) Smti Naralaxmi Koloi (17) (sister) -do-

15) Associates / Close friend :

i) Sujalang @Suchlang Jamatia of Nagrai, PS, 2nd Lt.

of NLFT.

ii) Vidya Singh Jamatia @Bekrang of Nagrai
PS Ompi, 2nd Lt of NLFT.

16) Condition of subject : Mental found to be normal.
Physical.

17) Personal habit : Nothing remarkable.

18) Previous arrest : Arrested by Mizoram Armed Police at Aizwal Town on 10th July 1999 on the ground of involvement in procuring Arms and Ammunition. He is shown arrested in c/w East Agartala PS Case No. 37/98.

19) Recovery :

i) Arms & ammunition :- Pistol -1 with one Magazine.

ii) Dagger - 47 Nos.

iii) Cash Rs. 52632 /- (Rs. Fifty two thousand six hun dred thirty two).

His another associate namely Lalzarjowa of Chipui, Bangladesh has been arrested by MAP on 9th July (99) at Fuldangshi, Mizoram with M-16 rifle -1 with 1297 rounds and British Carbine-1 with 28 Rds.

20) Period of Remand : On 15.12.99 to 28.12.99 in SB cell, Agartala.

21) Agencies associated with interrogation :
1) CID, Team
2) SB cell
3) SP (DIB) West team.
4) BSF
5) Army
6) CRPF

22) Name of interrogators :

i) SI, Swapan Kumar Dey, I/C FCR

ii) SI. Haradhan Adhikary Ext. cell

iii) SI. Adhir Dhar, I/C Passportcell

iv) SI. Parimal Adhikari -FCR sec

v) SI Debashis Deb Barma, Mobile

vi) ASI. Pulin Deb - SVL Sec.

vii) Inspr. Subhash Sinha. Supervising officer.

BRIEF HISTORY :

I was born on 5th December 1968 in my native village at Taidu Khamper, PS Taidu, under west Taichalong G/S, South Tripura District.

I started my studies - Class I to Class VI in Taidu Calvary Mission School, PS Taidu. Thereafter in Darchoi High School, Kumarghat, PS Fatikroy from Class VII to class IX. Then I admitted in Nepali High School. Shillong in Class X and appeared in Madhyamik examination in 1984 but plucked. Again in 1985 and in 1986 but could not succeed. My study was in English medium. I returned back to Taidu in 1985 and started teachership on Calvary Mission School, Taidu and continued teachership upto 1994 July.

Reason of Joining in NLFT

In the month of May/ June -1994 while I was in service in Calvary Mission School, a group of ATTF led by Kuchiya Deb Barma of Laxmidhan, PS Taidu issued demand notice of Rs. 40,000/- upon Headmaster, Khalhliana Ralte, as tax to the fund of ATTF. On this, Headmaster of Calvary Mission School told me to solve the problem. As such I collected Rs. 800/- from the staff of the school and gave the amount to Kuchiya Deb Barma but Kuchiya

Deb Barma was not satisfied with the amount and asked to pay rest money as demanded within short period otherwise they would kill me. Due to fear, I could not stay in my house and moved hither and thither. Finding no alternative, I contacted with one Dhanu Koloi of Taidu Khamper who was a NLFT leader who surrendered before Govt. I narrated the fact to him. He told me that he would go underground again and advised me to go underground and to join in NLFT. Therefore, I decided firmly to go underground and to join in NLFT.

In the 1st part of July, 1994 Dhanu Koloi took me to Khumulung, PS Jirania, in the house of Sri Jaswa Deb Barma, Political Advisor of NLFT. I stayed there for 2 days where was I introduced with Kamini Deb Barma, a leader of NLFT. I also narrated the fact to Jaswa as well as to Kamini Deb Barma. Dhanu Koloi went back to Taidu after handing over me to Jaswa Deb Barma. In the house of Jaswa Deb Barma I was also introduced with 1) Sumen Deb Barma @ Salka of Kalyanpur side, 2)Karna Deb Barma of Khowai 3) Aparup Deb Barma of Salema 4) Bikram Deb Barma of Kalyanpur 5) Rabindra Deb Barma of Kalyanpur 6) Nihar Deb Barma @ Naithak of Yeakhrai, PS Kalyanpur and 7) Benoy Deb Barma @ Bekrang of Sadar those who also joined in NLFT with me.

Kamini Deb Barma asked all of us to undergo training at Cherrapunji, Meghalaya under Khasia National Liberation Council. Accordingly self with other 6 (six) member led by Binoy Deb Barma left for Meghalaya by bus. Benoy met the expenses upto Shillong and after handing over us to Khasia extremists he went back to Tripura. We stayed in a house of a Khasia at Nongtheimai where 4 NSCN extremists (overground) would live. On the following morning one Khasia extremist came there with a jeep and boarded us. Thereafter, we went to Cherrapunji in the training centre of NSCN and Khasia styled as "Chera Training Centre". In the training centre in total 24 members of NLFT, Khasia &

NSCN got physical / Arms training for a month. There were 4(four) instructors of Khasia and NSCN. Handling of 303 Rifle, LMG, Sten and other of guerilla training were taught. The location of "Chera training Centre" was in the jungle about 8 km distance from pucca road of Cherrapunjee. There were 4 (four) kutcha hut with polythin shed roof. After one month training seven of us stayed there for another two weeks and thereafter left for Tripura by the jeep of Khasia extremists. On way we halted at Shillong in the same house for the night. On the following day we seven left for the house of Jaswa Deb Barma by bus and reached at Khumlung. It was September, 1994 we reported to Jaswa Deb Barma and took further instructions. Jaswa told us to go to our own houses for taking rest. According we visited our house.

Training in Bangladesh.

In the last part of October, 1994 we all reached in the house of Jaswa Deb Barma at Khumulung on the date fixed earlier where we found one Dhirumani Deb Barma. NLFT leader Jaswa asked us to go to Bangladesh Lalu Kalu NLFT Camp for further duty. Dhirumani Deb Barma took us to Anandabazar under Kanchanpur PS by a jeep. We stayed in a tribal house (Reang) for the night. Dhirumani Deb Barma took us 7 (seven) to Bangladesh via Simanapur border. We walked through jungle route for about 25 K.M. and reached at Nabakchara NLFT transit camp. It is situated in a tilla land nearby Nabakchara where there are two bamboo made with Polythin shed roof huts. I found 6/7 NLFT extremists there. After taking rest for few hours we again started walking. After walking about 30/35 K.M. south - west we reached at Lalu Kalu NLFT HQ camp. Dhirumani Deb Barma introduced us with Vice Precident of NLFT Shri Biswa Mohan Deb Barma. I found about 10 kutcha huts with 50/60 members of NLFT. On the night I slept with Biswa Mohan Deb Barma and dicussed about condition under which I joined in NLFT and other facts about our training in Cherrapunji. My other asso-

ciates stayed in the barrack. I also met with Dhanu Koloi and Kamini Deb Barma in the camp and all cordially accepted me. There were few arms like SLR, .303 rifle, sten, pistol, revolver etc. only. There was no AK-series arms at that time. I was entrusted to keep records of store articles like rice, sugar and other necessary articles and maintained upto January 1995.

In the month of February 1995, I was entrusted to act as the Training Instructor. I gave guerilla training to 1st batch of NLFT consisting of 15 trainees at Lalu Kalu camp for one month. We were four instructors of 1st batch named 1) Karna Deb Barma, (2) Nayanbasi Jamatia (3) Athara Babu Halam and (4) Myself

Captain Sanjit Deb Barma attended passingout parade and took salute of the ceremonial parade. He also read over oath to all like "I Shri_______________ do swear in the name of Almighty God that I willingly offer myself to sacrifice for the nation. "This oath was taken after bitting the bullets.

In the month of May '95 I was at Nabakchara NLFT camp and gave guerilla training to two batches of trainees consisting of 40. The training was completed in the month of July' 95. Then I returned back to HQ camp Lalu Kalu and gave training to 4th batch consist of 24 trainees including 12 NLFT extremists from Mizoram (Reang). Training was completed in the month of September' 95. During the training course 3 NLFT trainees fled away from Lalu Kalu training centre with 3 Nos .303 rifle and rounds. As such 9 other BNLF were pused back from training by Dhanu Koloi. After completion of training course I remained in HQ camp till 1996 April. During the period I acted as BSM and maintained official records.

In the month of March '96 I was promoted as warrant officer of NLFT for my good service sacrificed to the organisation as a instructor.

In the month of April '96 I gave training to 5th batch at Lalu Kalu

consist of 20 members for a month.

In May 1996, a new Regiment as "PANTHAR" was opened. Self with Tarani Deb Barma (police) and 20 sepoys went to Kaslong Reserve about 15/20 km south/west from Lalu Kalu camp as per direction by Dhanu Koloi, Chief of Army staff. We constructed 30 huts there made of bamboo polythin shed. In the last part of May, I fell ill and was taken to Dighinala Hospital and admitted there for 4 days. There after Bani Ranjan Tripura (L/ Corporal, who died in an encounter at Jampuijwala with ATTF) took me to Jamatia base camp. Dighi nala Hospital is at a distance of about 2 km south from Jamtali camp and about 22 K.M. south - west from Kaslong camp. There were 3 Huts (Kutcha) at Jamtali Base camp. J. Bosong was the incharge of the camp. In that camp, I stayed upto September 1996.

Major Sabir Deb Barma took me to Chittagong from that camp in the month of September '96. We boarded in a bus at Dighinala market and got down at Khagrachari town. Fare Rs. 12/-each Khagrachari to Ali Sahar, Chittagong by bus fare Rs. 55/- each At Ali Sahar, we went to NDFB camp situated in main town. It is a 3-storied well furnished building, 4/5 compartments in each floor. WDFB hired the ground floor. Sabir Deb Barma introduced me with the In-charge "Robert" of NDFB. Major Sabir asked me to stay with Robert and went to Lalu Kalu . I stayed there upto last week of December (before X-Mass Day) 1996. The said building was owned by one Md.Elleus of 2nd gate, Ali Sahar. The colour of the building was light yellowish. There is a big motor workshop nearby the building. NDFB would use the building (1st floor) as transit camp. Every day NDFB extremists in civic used to come to take rest there. They would come from Lalu Kalu / Ali Kadam by jeep loading their arms & ammunition in the jeep. The house rent was Rs. 7,000/- taka per month. We both (Robert) used to cook there both for us as well as for the visitors.

In the month of May'96 while I was at Jamtali camp, NSCN and NDFB jointly imported huge number arms and ammunition like AK-56, Rifles, China Somi Rifle, Snapper, 9MM, Grenade, LMG, Rocket Launcher etc from Thailand through Coxbazar Port when Bangladesh Army seized about 1300 arms and huge ammunition out of 2000 Arms. NDFB & NSCN managed to take away the rest 700 Arms of different types and distributed among them.

NLFT purchased 5-AK-56 rifle, 10-Chinese semi rifle and grenade-20 Nos with about 12000 ammunition from NSCN Rs. 7 (seven) Lakhs in the month of June'96.

Putul Singh Deb Barma, Jiban Reang, Atharababu Halam, Dhananjoy Jai, atia, Kalu Malsum, Bhaktagon Malsum and 9-other members of NLFT procured there arms from Ali Kadam NSCN camp. The amount of Rs. 7 Lakhs was out of 32 Lakhs looted from Kamalpur UBI.

In the year 1997,NSCN also presented 2 AK-56 and 2-China rifle as gift.

NDFB also presented 4 AK-56 rifle and 4-China Rifles with ammunition as gift.

In the month of December 1996 before 25th December I came to Lalu Kalu HQ camp as called back. In the HQ I gave training to the 6th batch consist of 60 trainees in the month January'97 for one month.

In the month of March, 1997 I got Promotion to the rank of 2nd Lieutenant of NLFT. In the middle on 1997 Biswamohan D/ Barma became the President of NLFT after a meeting of Executive Committee members of NLFT.

I stayed in HQ Lalu Kalu from 1997 to 1999 June. During the period I was entrusted to supply fooding / ration articles and man management etc. During the period I used to visit the transit

camp of NLFT situated at Ali Sahar, Chittagong in the building house of Zia-Ul-Rahaman.

In the month of September 1997 self with Milan Jamatia, S.S. Corporal, visited Dacca for ex-change of Indian currency Rs.3 Lakhs to Bangladesh currency through NDFB Seargent Debra. We halted at Hotel "Asrafi". In exchange we got Rs. 3,45,000/- Bangladesh Taka and returned to Lalu Kalu. Handed over the money to J. Bossong.

In the month of December, 1998 I had gone to Aizwal in my brother's house at Tauikeal to enjoy Christmas day. Brother's name is B.Rothang Puia. During visit I came to know that Burmese national often come to Mizoram for selling of arms and ammunition, drugs, stones and other sophisticated foreign articles etc. They are mainly selling foreign articles and garments near various Hotels like "Zodin" "Ahimsa". For 2/3 days I observed their activities and one day I contacted one John, a hawker, Burmess National, in Zodin Hotel. Discussed with him regarding supply of Arms and ammunition to NLFT extremists. I disclosed my identity. He agreed to supply the arms like M.16, British Carbine, Grenade, Pistols etc. I assured him that after some days I would meet him again after consultation with NLFT leaders. On 4th January .1999, I returned back to Lalu Kalu and informed the matter to President, Major Nayanbashi Jamatia, J. Bosong. Accordingly they agreed to send me again to Aizwal for purchasing of Arms and ammunition.

In the month of February, 1999, Major Nayanbashi Jamatia and one Lalsarzowa of Chipui, Bangladesh CHT, a collaborator of NLFT, had gone to Aizwal town for collection of Arms and returned back after a week. No arms were collected by him. He also verified my information relating to procurement of arms. Learnt he also made a contact with 2 Burmese nationals (Hawkers) in presence of Lalsarzowa.

Procurement of Arms :

Nayanbasi Jamatia, SS Major and Benoy Deb Barma, S.S.Lt. Colonel both asked me to go to Mizoram with Lalsarzowa for collection of Arms and ammunitions. S.S. Finance Secretary J. Bosong gave me Rs.85,000/- Indian currency for this purpose. Accordingly on 27.6.99 morning I started for Aizwal town from NLFT HQ Lalu Kalu with Lalsarzowa of Chipui who came to HQ camp on 26.6.99 night with Nayanbashi Jamatia. We reached Pogzing of Mizoram on 30.6.99 after crossing Amtala border of Indo-Bangladesh on foot. We hired a taxi from Pogzing and reached Aizwal town in the afternoon. We both halted in my brother's (cousin), B. Rothang Puia, house of Tuikoal, Aizwal town. On 3.7.99 I directed Lalsarzowa to go to Hotel "Ahimsa" of Aizwal town to collect arms and ammunition and paid him an amount of Rs.17,000/- cash. Accordingly he left for procurement of arms. On 8.7.99 morning I left my brother's house (B.Rothong Puia, 47 yrs. had a grocery shop at Aizwal town for Hotel "Ritz", Aizwal town and stayed in Room No. 207. During my stay there I purchased 47 knives with covers Rs. 120/- per knife for our NLFT members from the nearby market.

On the same night i.e. on 8.7.99 night I made contact with Lalsarzowa at Hotel "Ahimsa" and learnt from him that he managed to collect one M.16 Rifle, USA made with 1297 round of ammunition and one British Carbine with 28 rounds from 2-Burmese nationals (Hawkers) Rs. 80,000/- and 40,000/- respectively total 1,20,000/-. He paid Rs.10,000/- only against those arms and ammunition to them on the assurance that rest money will be paid later on after using those arms within short period. The rest money will be paid to them at Chipui, Bangladesh. They agreed. I asked Lalsarzowa to go to Lalu Kalu HQ with those M-16 and British Carbine and accordingly he left Aizwal for Bangladesh on 9.7. 99 morning. I had soon those arms and ammunition in Ahimsa Hotel covered with Chadar (wrappes). Ac-

tually transaction was made at Zodin Hotel where they handed over the arms. From Zodin Hotel Lalsarzowa brought those to Ahimsa Hotel. M-16 rifles is like SLR (automatic system) with magazine like LMG type.

I had an intention to purchase some ammunition for my pistol as such I did not go with Lalsarzowa and on 9.7.99 I moved in Aizwal town, made contact with Burmese Hawkers but could not collect the ammunition. On 10.7.99 morning I hired a taxi Rs. 2000/- as fare to go to Pogzing and after travelling for about 30/35 K.M. I heard that MAP (Mizoram Armed Police) are checking the vehicles. As such I returned again to Aizwal town and halted in Ritz Hotel. On 10.7.99 night around 2300 hours some MAP raided the Hotel and arrested me. MAP seized the following articles from me.

1) My automatic pistol, made in China.

2) Magazine of pistol 1 No.

3) Umbrella - 1 No.

4) Knives - 47 Nos.

5) Cash Rs. 52,632/-

6) MOSQUITO Curtain -1 No.

7) Brief Case -1 No

Mizoram Police brought me to Aizwal PS and learnt that Lalsarzowa was arrested by Mizoram Police on 9.7. 99 with those arms and ammunition at Phuldangshi, Mizoram. As per his confessional statement Mizoram Police arrested me from Ritz Hotel so far.

During Jail Custody at Aizwal Central Jail

While I hade been in "Aizwal Central Jail" from 15th July to 24th December '99 I had talks with many prisoners of Mizoram and

Burma. There were about more than 150 Burmese Hawkers who were arrested by Mizoram Police on different cases.

One Hmanpuia of Aizwal Chalthang who was also in the jail custody used to talk with me friendly and gradually a deep intimacy grew among us. I gave him my home address of Taidu Khamber. He was arrested in the case of doing illegal bussiness of fake currency note. He told me that he used to supply huge fake currency (Indian currency denomination of Rs. 100/-, Rs. 500/- note) through his wife (name not known) who is the Bank Manager of State Co-operative Bank, Mizoram, Aizwal for many years. Mizoram police raided the house of Hmanpuia, seized Rs.60,000/- fake currency note and arrested him. A case was registered against him and his wife. His wife took anticipatory bail. I don't known the amount collected by him in such illegal business and in which month he was arrested by police.

Hmanpuia told me that he is not interested to run the business of fake currency in Mizoram but more interested to start the business of fake currency in Tripura . He requested me to help him in Tripura for running the business of fake currency note and Agar.

I agreed to help him. I wanted to know more details about printing of fake notes and the places where it is being printed but he denied and assured me that he will be coming to Tripura in the month of February / March of coming year when he will disclose every thing about it. I also learnt that there are two types of fake currency of which one is ordinary printing quality and another is super quality. Super quality is like genuine note where as ordinary can be identified easily.

NLFT has no such business of fake currency and never supplied fake currency elsewhere. In some occasions we have (NLFT) got fake currency note of Rs. 100/- or 500/- denomination during Tax collection and there would be 30/35 fake currency lying with J. Bosong.

Another oldman of Mizo Community aged about 65 years (we would call him as Kappoo) was arrested by Mizoram police in a drug case. Learnt from him that one kg of drugs amounting to Rs 7 lakhs purchased from Burma can be sold in Rs. 14 Lakhs i.e. double in Chittagong town, Bangladesh with a profit of Rs. 7 lakhs in Bangla Taka. That Kappoo used to collect such drug from Burma and sell in Chittagong town. I could not collect more in details

Some Burmese hawkers arrested by Mizo Police told me to run the business of foreign made arms and ammunition, spectacle, mosquito curtain and other sophisticated foreign articles etc in Tripura. Though I have not gone through the matter deeply.

Yes, if I get the chance in future I can do the business of " Agar, fake currency, arms and ammunition etc as I want more money".

For several time, I remained in-charge of HQ camp Lalu Kalu in absence of other executive members of NLFT and during the period I had to maintain records and had to issue movement order to the operational groups in Tripura from HQ camp.

NLFT has no link with American spy or of any other country so far I know.

There is conflict between NLFT and ATTF. According to NLFT, ATTF is nothing but a criminal gang formed for looting purpose As such fighting between ATTF and NLFT is going on and will continue.

NLFT is determined to fight against Govt. of Tripura as well as India Govt. Also against Bengalee people who settled in Tripura being migrated from else where. This fighting will continue till Tripura is free from India Govt for the interest of tribals.

I did not take part in any incident / attack commited by our NLFT members in Tripura. Always I remained in HQ camps.

OBSERVATION

The subject was thoroughly interrogated by S.B. interrogated team at SB interrogation cell from 17 12 99 to 28 12.99 observing all legal formalities.

At the beginning, the subject was not willing to disclose out any fact and was very un-mindful But due to non-stop interrogation as well as sincere persuation, the subject began to co-operate with the interrogation team in recording his statement.

The subject studied in English medium and can speak in English / Bengali / Kokborok / Lusai and Hindi Language easily

During interrogation it revealed that the subject is an active hard-core NLFT extremists with self-styled rank of 2nd Lieutenant He had gone underground in July 1994 and got guerilla training under NSCN / HNLC extremists in "Chera Training Centre" of NSCN, HNLC extremists at Cherrapunji, Meghalya He gave guerilla training to many underground extremists of NLFT being the training Instructor in NLFT, camps situated in Bangladesh, CHT

He is a very reliable man to the NLFT leaders and maintains very close link with the Executive Committee members of NLFT Due to his faithful service and efficiency in his works done for the NLFT organisation he was promoted by the NLFT leaders from the SS Rank of Sepoy to SS Rank of 2nd Lieutenant. As such it is relevant that the subject might know more important and secret activities of NLFT organisation but instead of all probable efforts made by the interrogation team, nothing more could be gathered from the subject.
Though the subject is not implicating himself in any attack / incident committed by NLFT in the State but his involvement in any incident / attack can not be ruled out.
From his statement it has clearly come to light that NLFT extremists made criminal conspiracy with PAK ISI, NSCN, NDFB, HNLC and waging war against Govt of Tripura as well as India Govt. The subject also being the active member of NLFT extremists organisation was abetting to wage war against India Govt since 1994.
The Statement given by the subject voluntarily are required to be verified to unearth the actual truth.

পরিশিষ্ট - ৯

MEMORANDUM OF SETTELEMENT 1988

(TNV ACCORD)

PREAMBLE

Government of India have been making efforts to bring about a satisfactory settlement to the problem of tribals in Tripura by restoring peace and harmony in areas where disturbed conditions prevailed.

2. The Tripura National Volunteer (TNV), through their letter dated the 4th May, 1988, addressed to the Government of Tripura and signed by Shri Bijoy Kumar Hrangkhawl, stated that keeping in view the Prime Minister Shri Rajiv Gandhi's policy of solution of problems through negotiations, TNV have decided to abjure vilolence, give up secessionist demand and to hold negotiations for a peaceful solution to all the problems of Tripura within the Constitution of India. The TNV also furnished its by-laws which conform to the laws in force. On the basis a series of discussions were held with representatives of TNV.

IMPLEMENTATION STATUS OF THE TNV ACCORD

(POINT WISE REPORT)

Para No. of the accord	Item	Action Taken
1	2	3
Deposit of Arms and Ammunition and ending of underground		64 Arms laid down. Underground activites ceased.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
Activities by TNV :		
3.1	The TNV undertakes to take all necessary steps to end under ground activities and to bring out all under-grounds of the TNV with their arms,ammunition and equipment within one month of signing of this Memorandum. Details for giving effect to this part of settlement will be worked out and implemented under the supervision of the Central Government. The TNV further undertakes to ensure that it does not resort to violence and to help in restoration of amity between different sections of the population	
Not to support any extremist Organisation by TNV		
3.2	The TNV undertakes not to extend any support to any other extremist groups by way of training. supply of arms or providing protection or in any other manner.	There are no confirmed reports of TNV support to any extremist organisation since surrender.
Rehabilitation of Undergrounds :		
3.3	Suitable steps will be taken for the resettlement and rehabilitation of TNV undergrounds coming over ground in the light of the schemes drawn up for the purpose.	437 TNV activists surrendered of which 337 were provided state Govt. employment and 84 rehabilited under other

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		rehabilitation scheme economic reha bilitation schems. 16 were recruited in Assam Rifles. Initial grant to all the TNV Returnnees @Rs.4000/= each Housing assistatance @Rs.5000/- each was given. An Amount of Rs.17,48,000/- on intitial grant and Rs. 21,55,000/- on housing assistance was spent.
	Measures to prevent infiltration :	
3.4	Stringent measures will be taken to prevent infiltration from across the border by strengthening arrangement on the border and construction of roads along vulnerable sections for better patrolling and vigil. Vigorrous action against such infiltrators would also be taken under the law.	(i) The state govt. requested Govt. of India for deploying the BSF in adequate strength along the International Border since only 7 Battalions were deployed in Tripura against sanctioned strength of 11 - Bns. The matter was taken up at various levels. The G.O.I. recently informed that they are not in a possition to increase the strength for the time being.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		(ii) Central Govt. sanctioned 144 posts for MOBILE TASK FORCE (MIF) in Tripura and continues to meet the expenditure on its Maintenance Proposal to strengthen the MTF was sent by the State Govt. to the Govt. of India. Thereafter several reminder was have also been sent. The Govt. of India is yet to respond to the request of the State Govt. During the visit of Union Home Secretary to Tripura, he indicated that part of the grievances sougth by the State Government would be allowed by the Govt of India.
		iii) Government of India approved the Border fencing for Tripura over a length of 494 Kms.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		of International Border during the first phase. Budgetory allocation for Rs. 829.00 lakhs is made in the concerned Ministry Budget during 1995-96. However, the Central Cabinet is yet to accord approval for the project. The State Govt. has been pursuing the matter with the Govt. of India to expedite commencement of the work.
		iv) A Bill was prepared by the G.O.I. for introduction of Indentity cards for Indian Citizens in the Border areas But the Legislation is yet to be passed. In the absence of Legislative, back up it is not possible to issue the Identity Cards, Howev-

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		er, Identity cards for eligible voters in the State are being issued based on the latest Electoral Rolls as per the direction of the Election Commission of India v) Indo - Bangladesh Border Roads are under construction which will enable better surveillence.
	Reservation of Seats in the Tripura Legislative Assembly for Tribals :	
3.5	With a view to satisfy the aspirations of tribals of Tripura for a greater share in the governance of the State, legislative measures will be taken including those for the enactment of the Bill for the amendment of the Constitution. The Constiutional amendments shall provide that notwithstanding anything contained in the Constiution. the number of seats in	The No of seats of Sch. Tribes in Tripura Legislative Assembly had been in creased from 17 to 20 by a bill passed by both the Houses of Parliament on 03-12-92

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	the Legislative Assembly of Tripura reserved for Scheduled Tribes shall be such number of seats as bears to the total number of seats, a proportion not less than the number, as on the date of coming into force of the Constitutional amendment , of members belonging to the Scheduled Tribes in the existing Assembly bears to the total number of seats in the existing Assembly. The Representation of the People Act, 1950 shall also be amended to provide for reservation of 20 seats for the Scheduled Tribes in the Assembly of Tripura. However, the amendments shall not effect any representation in the existing Assembly of Tripura until its dissolution.	
Restoration of alienated lands to tribals:		
3.6	It was agreed that following measures will be taken : (i) Review of rejected applications for restoration of tribal land under the Tripura Land Revenue and Land Reforms Act, 1960 (ii) Effective implementation	1) (a) Upto July 1997, 28691 applications received so far involving 25101.40 acres from Tribals for restoration, order were passed in 8362 cases. Against 8715 orders,

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	of the law for restoration : (iii) Stringent measures to prevent fresh alienation ; (iv) Provision of soil conservation measures and irrigation facilities in tribal areas and (v) Strengthening of the Agricultural Credit System so as to provide for an appropriate agency with adequate tribal representation to ensure easy facilities for both consumption and operational credit to tribals.	land was restored physically in 8362 in 68-38.59 acres. Application were rejected 19839/withdrawn. 137 petitions are pending in the courts of Sub-Divisional officers for hearing. b) The sixth amendment to TLR & TR Act. had been sent to G.O.I. for Presidential order the G O.I. has recenlty accorded approval with certain conditions, which is now under examination of State Government. ii) (a) Provision of soil conservation & irrigation facility, soil consevation schemes had been taken up to increase productivity levels. Under the scheme, four water shed projects in West Tripura District, 3 in South Tripura District and 3 in

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		North Tripura District ,total 10 projects comprising 65 Gaon Panchayats were taken up. Special Integrated Area based programme had also been taken up in L.T. Valley project. An amount of Rs. 3,64,00,871/- has been spent on these projects. b) Irrigation Projects. Irrigation projects were taken up at Dewancherra and Tailharsang under Matarbari Agri Sub-Division, Silachari under Satchand Agri sub - Division and East Bachaibari under Khowai Agri Sub-Divn. The command area of each of these projects is about 100 hec. Implementation of all these four projects has been completed. Total cost of the Scheme was Rs. 89.50 lakhs. iii) Strengthening of Agricultural credit system.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		Steps were taken to strengthen the financial position of the Tripura Scheduled Tribes Dev. Corpn. Ltd. for giving credit to the tribals. An amount of Rs. 76 00 lakhs was utilised for giving credit to the tribals for Margin Money Loan Programme.
Redrawing of the Boundaries of Autonomous District Council Area :		
3.7	Tribal majority villages which now fall outside the Autonomous District Council area and are contiguous to such area will be included in the Autonomous District Council area and are contiginous to such area will be included in the Autonomous District and similarly placed non - tribal majority villages presently in the Autonomous District and on the periphery may be excluded.	A two -member Commission was set up by the State Govt. as per provisions of the sixth Schedule. The report of the Commission has been accepted and the exercise of delimitation of ADC areas by redrawing of boundaries has also been completed in accordance with TTAADC Rules. 1995.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	Measures for Long Term Economic Development of Tripura :	
3.8	Maximum emphasis will be placed on extensive and intensive skill-formation of the tribal youth of Tripura so as to improve their prospects of employment including self employment in various trades such as motor workshops, pharmacies, electronic goods, carpentry, tailoring, stationary weaving, rice and oil mills, general stores, fishery, poultry, piggery, horticulture, handloom and handicrafts.'	i) For skill formation and vocational training, an Institute was set up by R.K. Mission. An amount of Rs.7.04 crores was spent. (ii) 34 Tribal youths were sent outside the State to Orissa for training in Diesel Mechanic trade and cutting tailoring trade. Rs.12 lakhs was spent. (iii) 30 Tribal youths were also sent to Ahmedabad for training in various self employment schemes(EDO training) Rs.6.50 lakhs was spent. (iv) Motor driving training at Jatanbari (Rs. 5.11 lakhs spent) completed. (v) Piggery & Poultry schemes were given to 248 tribal benefici-

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		aries with a total expenditure of Rs.6.00 lakhs completed. (vi) 56 unemployed tribal youths were pro vided one shop each in tribal markets and also assis tance as working capi tal to run business by ST Corporation completed (total Rs. 9.86 lakhs). (vii) Supply of 76 powertillers, 100 pump sets and 100 spray machines by Agri. Deptt. for tribal beneficiaries (Rs.18.00 lakh) through Agri. Deptt. (viii) Raising of rubber plantations & establisment of smoke-houses by TRPC Ltd. (Rs. 83.90 lakhs) completed. (ix) Constitution of two 50 seated ST Girls

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		Boarding Houses at Chailengta & Damcherra (Rs. 20.00 lakhs) construction is in progress. (x) Supply of furniture & utensils to the ST Boarding Houses and organising Health Camps. (Rs.15.00 lakhs) completed.
3.9	Special intensive recruitment drives will be organised for police and para -military forces in Tripura with a view to enlisting as many tribal youth as possible.	a) The State Govt. req uested the G.O.I. to organise spl, recruitment rallise in Tripura. The rallies for recruitment in Assam Rifles, BSF, CRPF & Police etc. are be ing held on periodical basis. (b) Since 1988, a total no. of 687 tribals have been recruited in the State Govt. Police including the TSR. A good no. of tribal youths have been re -cruited in Military & Para-Military.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		(c) The State Govt. is extending all possible help to tribal youths to participate in recruitment rallies including financial assistance for transport etc.
		(d) The State Govt. in collaboration with Army & Rajya Sainik Board is organising pre-induction training for tribal youths in eight sub-division of the state.
3.10	All India Radio will increase the duration and content of their programmes in tribal languages or dialects of Tripura. Additional transmitting stations will be provided for coverage even of the remote areas of the State.	Duration of tribal language programme at AIR Agartala has been increased from 30 minutes to 95 mintes per day. AIR Stations at Kailashahar & Belonia have 6 hrs. programme per day . As regards setting up of AIR station at Longtharai Valley suitable land measuring 3.75 acres located near the Sikaribari Upanagari market shed in

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		Kamalpur Sub-Division has been indentified & handed over to AIR . Necessary steps to be taken by AIR to start the construction at the earliest.
3.11	The demands relating to self-employment of tribals, issue of permits for vehicles to tribals for commercial purposes, visits of tribal men and women to such places in the country as may be off value for the viewpoint of inspiration, training and experience in relevant fields will be considered sympathetically by the Government.	a) Training for Motor Driving and Mechanices for tribal youths is being organised twice in a year and thereafter they are being considered by the ST corporation for sanctioning loan. b) The ST corporation has been implementing schemes sponsored by the NFDC, GOI for self-employment of tribals. The Industries Deptt. also has been assisisting eligible tribal youths under PMRY and SEPUP etc. c) 15 tribal youths

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		were sanctioned loans by Banks for purchases of transport vehicales. (Rs. 3 lakhs spent). d) Tribal Men/Women were sent on tour to selected areas of the country where develoment schemes had been successful and the benefits had reached the common people. Under this programme, 433 persons were sent during 88 - 94 and Rs. 20.29 lakhs was spent. e) The Govt. of Tripura has launched a number of progra - mmes coaching the tribal youths in self employment activities.
3.12	At least 2,500 jhumia families will be rehabilitated in 5 centres or more in accordance with model schemes based on	a) 2500 Jhumias tribals have been rehabilitated with financial assistance of Rs.6.25

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	agriculture, horticulture including vegetable growing, animal-husbandry, fisheries and plantations, with a view to weaning them away from jhum cultivation. The scheme would also provide for housing assistance.	crores. Infrastructural facilities like drinking water, housing, link roads etc. in Jhumia projects were provided with exp. of 1,35,59.409/-
3.13	In the Autonomous District Council area of Tripura, rice, salt and kerosene oil will be given at subsidised rates during lean months for a period of three years.	Rice, salt & oil had been distributed at subsidised rate in ADC areas. An amount of Rs.9.74 crores was spent for this purpose under the Accord.
3.14	Conscious efforts will be made for effective implementation of the provisions of the Sixth Schedule to the Constitution in so far as it relates to Tripura.	The ADC has been strengthened considerably to effectively implement the provisions of sixth schedule various Bills enacted by the ADC have been approved by the Govt. and some are actively being considered. The funds, as allocated by the State Govt. have been passed on to the ADC in due time.

Para No. of the accord	Item	Action Taken

1.	Sd/- BIJOY KUMAR HRANGKHAWAL	Sd/- (P.P. SHRIVASTAV) Additional Secretary to the Government. of India Ministry of Home Affirs
2.	Sd/- ANANTA DEB BARMA	
3.	KARTIK KALAI	
4.	Sd/- HARIPADA HRANGKHWAL	Sd/- (I.P. GUPTA) Chief Secreatry to the Government of Tripura
5.	Sd/- (BIRENJOY REANG)	
6.	Sd/- ANANTA DEB BARMA On behalf of Tripura National Volunteer	

In the presence of

Sd/- (GENERAL K.V. KRISHNA) Governor of Tripura	Sd/- (SUDHIR RANJAN MAJUMDAR) Chief Minister of Tripura

Dated : 12th August. 88
Place : New Delhi

Note :
33.26 crores as released by the GOI has been utilised for implementation of the TNV Accord

পরিশিষ্ট - ১০

MEMORANDUM OF SETTLEMENT -1993
(ATTF ACCORD)

This indenture made on this the twenty-third day of August, One thousand nine hundred and ninety three BETWEEN the All Tripura Tribal Force (hereinafter referred to as the ATTF) on the ONE PART and the Governor of Tripura (which expression shall unless excluded by or repugnant to the subject or context include his successors in office and assigns) on the OTHER PART.

PREAMBLE : Where as the Government of Tripura have been making concerned efforts to bring about an effective settlement of the problems of the tribals who are presently minority in Tripura an attempt have been made on a continuing basis to usher in peace and harmony in areas in which disturbed conditions have prevailed for long.

AND

Whereas All Tripura Tribal Force have given a clear indication that they would like to give up the path of armed struggle and would like to resume a normal life and they have decided to abandon the path of violence and to seek solutions to their problems within the framework of the Constitution of India and, therefore, they have responded positively to the appeals made by the Government of Tripura to join the mainstream and to help in the cause of building a prosperous Tripura.

AND

Whereas on a series of discussions between the parties here to and based on such discussions it has been mutually agreed by and between the parties hereto that the FIRST ATTF shall give up the path of violence and surrender to the Other Party the Government of Tripura along with all their arms and ammunition ending their under ground activities and the Governor of Tripura will provide some economic package and financial benefits and facilities hereafter provided.

The latest position on implementation of other clauses of ATTF Accord is given below :

Para No. of the accord	Item	Action Taken
1	2	3
Clause.	**Subject**	**Action taken / Status.**
2.(B).	Action be taken against foreign Nationals :- Action would be taken in respect of sending back all Bangladesh foreign nationals who have come to Tripura after 25th March, 1971 and are not in possession of valid documents authorising their presence in Tripura.	i) The Nos. of foreign nationals detected and pushed back to their country of origin by MTF organisation is as under : 1993 4,974 Nos. 1994 6,601 Nos. 1995 8,513 Nos. 1996 6,537 Nos. 1997 7,641 Nos. 1998 2,352 Nos. 1999 5,148 Nos. 2000 1005 Nos. (upto 31/03/2K) --------------------- **Total 42771 Nos.** ii) 10(ten) PIF (Prevention of Infiltration of Foreigners) camp unit have been situated all over Tripura for detention and push back of illegal entrants (Bangladesh nationals). Central Govt. sanctioned 144 posts for Mobile Task Force (MTF) in Tripura and coun-

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		tries to meet the expenditure of its maintenance. Proposal for strengthing the MTF was sent by the State Govt. to the GOI. The GOI has not accepted the request of the State Govt. The State Govt. has requested the GOI for deploying BSF in adequate strength along the International Border. State Govt. has requested Central Govt. to take up border fancing on Tripura Bangladesh border. The proposal is under their consideration. Indo-Bangladesh Border Roads are under construction which will enable better surveillance. GOI had a scheme for introducing ID cards in border area, but not finally implemented. This scheme has not been pursued by GOI State Govt. however, has arranged to issue ID cards as per Election Commission scheme.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	(C)Restoration of alienated land :-Effective steps would be taken in items of the Tripura Land Revenue and Land Reform Act, 1960 for restoring land alienated by tribals.	**The** Government has taken necessary steps for speedy disposal of the pending cases. Accordingly SDO's have been instructed for passing orders for restoration of alleinated land. Upto January, 2000 Orders have been passed for restoration of alleinated land covering area 692146 acres for 8822 families.
	(D)Inclusion of Tribal majority villages in ADC Area :- Tribal majority villages which now fall outside the ADC area and are contiguous to the ADC area, would be included in the TTAADC.	**Two** Member Commission had been set up by the State Govt. as per provision of the Sixth Schedule. The report of the Commission has been accepted and the exercise of the delimitation of TTAADC area has been completed. Recently one Member Commission has also been set up by the State Govt. as per provision of the Sixth Scheduled to look into the dispute (s) over inclusion or exclusion of 12 Paras under 14-Bodhjungnagar - Wakhinagar ST Constitutuency and 16

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		Mandainagar - Polinpur ST Constitutency into or from TTAADC areas and the Commission has submitted its report which is under consideration by the Govt. A Bhasha Commission would be setup for the improvement of Kok Borak and other Tribal Languages. Steps would also taken for the introduction in phases of Kok Borak at progressively higher levels of education.
(E)Introduction of Inner line permit :-The case for introduction of an Inner-Line Permit system would be taken up with the Government of India. The State Government will insist on the Government of India to approve this demand.		The matter was referred to the GOI for consideration. But the GOI has not considered the proposal.
(F) Village Police Force for the ADC :-The constitution of village Police Force under the administrative control of the TTAADC is acceptable in principle to the State Government and the State Gov-		The ADC has passed the TTAADC (Police) Bill, 1996 with partial modification as suggested by the Govt. of Tripura. The Governor has given consent to the respective Bill and

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	ernment will take up with the Government of India for Constitutional amendment, if required, to fulfil this demand.	Gazetted Notification published vide Extra-ordinary issue of dated 16th April, 1998. The action is considered under process.
	(G)Increase in the Number of Seats for Sch. Tribes Candidates in the TTAADC :-The demand for more representation of Scheduled Tribe Members in the Autonomous District Council is acceptable to the State Government in principle and efforts will be made amendment of the rules which deal with reservation of seats for Scheduled Tribe in order to increase the numbers of reserve seats to 25 (Twentyfive).	The No of seats of Sch. Tribes in the TTAADC had been increased from 21 to 25. (vide Gazetted Notification, extra-ordinary issue, dated 18th April, 1995)
	(H) Setting up of a Cultural Development Centre :- Upajati Sanskritik Vikas Kendra (Tribal Cultural Development Centre) with arrangements for training would be set up in the TTAADC area.	A proposal has been sent to the GOI for setting up a Cultural Centre in Tripura for the development of Cultural activities of youths both for tribals and non-tribals with an estimated cost of Rs.10.00 crores, which is still pending with the GOI.

Para No. of the accord	Item	Action Taken
		In addition, the State Govt. has constructed one Tripura Cultural Centre at Krishnanagar, Agartala, and handed over to the TRI for next course of action. Moreover, an amount of Rs.20.00 lakhs was placed with the TTAADC for setting up a Cultural Centre within the TTAADC area.
	(I)Improvement of KOK-BORAK and other Tribal Languages :- A Bhasha Commission would be setup for the improvement of Kok Borak and other Tribal Languages. Steps would also taken for the introduction in phase of Kok Borak at progressively higher levels of education.	**To** Identify various Tribal Languages which need to be introduced in the State at Primary/Secondary Level Educational Institutions, the Govt. has constituted a "Bhasha Commission" for one year and had lapsed its term on July, 1997. Reconstitution of Bhasha Commission has been approved by the Council of Ministers. The formal notification appointing the Constituents of the Commission has been processed by the TW. Deptt. and the same is yet to be finalised.
	(J)Preservation of Ujjanyanta Palace as historical Monu-	A plot of land measuring 151.385 acres under Mouja

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	ment and shifting of Tripura Legislative Assembly. Respecting the sentiments of all sections of the population, especially the tribals of Tripura, steps would be taken to contract a separate building for the Tripura Legislative Assembly and to retain the Ujjanyanta Palace as a Historical Monument.	Kunjaban has been taken over from the Army and a new Assembly Building is proposed to be constituted as part of the new State Capital Complex. Hon'ble Central Home Minister has laid down the foundation stone for the capital complex at the site in question on 27.03.2000.
	(K)Renaming of the village rivers, Etc. :- Steps would be initiated to ensure that all villages and rivers which earlier had tribal names and which were subsequently renamed, are given their original tribal names.	The State Govt. has constituted a Sub-committee for renaming of the name of village, market, hut, /river, hills and important places. The committee in its State level workshop has recommended 270 names for renaming. Out of which wide publicity has already been given for 107 names inviting opinion of individuals, organisation and experts for final decision as desired by the Hon'ble Chief Minister.
	(L)Jhumia Re-settlement :- Area based for resettlement	**Area** based Jhumia Settlement Schemes are being constructed and also being modi-

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	of jhumias would continue to be implemented in order to provide for a strong economic base for the Jhumias of Tripura	fied with emphasis on rubber, coffee and tea plantations for the development of Jhumias.
	(M)Industrial Development in TTAADC :- All necessary steps would be taken to ensure the promotion of industrial activities in TTAADC areas.	**2** ITIs are the agreed proposal of ATTF Accord, out of which one ITI's site has been selected near Ambassa and the construction work is almost completed by the CPWD.
	(N)Secured accommodation and escort for Office Bearers :- The President, Vice-President, Convenor and 4 (four) other members of the Executive Committee of the ATTF will be given secured accommodation subsequent to their surrender and they will also be given personal security guard for such period as may be decided by the Government. They will be provided with police escort during their movement outside Agartala as and when required.	**The** Govt. has provided the ATTF Leaders secured accommodation. Security cover during their movement has also been provided and required number of vehicles were allotted upto 31st January, 1997
	(O)Housing Facilities :- After surrender, ATTF personal	**All** ATTF returnees had been provided Housing Assistance

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	shall be provided with a house with GCI sheet raffling with a floor area of 220 square feet for their accommodation as early as possible and the ATTF personal shall take part in constructing such houses, provided that the cost of each house shall not exceed Rs.20,000/= (Rupees Twenty thousand).	@ Rs. 20,000/- each including cost of GCI Sheets.
	(P)Drinking water Facilities :- Steps would be taken by the State Government to provide drinking water in the resettlement colonied set up by the Government to resettle the ATTF personal.	**The** Govt. is taking up RWS schemes on priority in non-covered tribal villages by way of installing Mark-II Tube wells or Sanitary wells etc. An action plan for providing with at least one safe drinking water source in each of the non-covered villages has been prepared and is being implemented by the RD Deptt.
	(Q)Government Employment or Economic Package :- All ATTF personel, on their surrender, will be provided with Government employment ac-	As per the Agreement, all ATTF returnes have been paid S/D @ Rs.500/- pm which was enhanced to Rs.700/- pm w.e.f. lst April 1995 with

Para No. of the accord	Item	Action Taken
	cording to their qualification or economic facilities as provided here in and till such Government employment or economic facilities are given, each surrendered ATTF personal shall be paid subsistence allowance at the rate of Rs.500/= (Rupees five hundred) only per month, so, however, that the subsistence allowance shall not be paid beyond a period of 10 (ten) months.	a condition that it would be continued till their rehabilitation.

IN WITNESS WHEREOF THE ATTF is being represented by (1) Shri Lalit Debbarma, President, ATTF, (2) Shri Ramendra Reang, Vice-President, ATTF, (3) Shri Rabindra Reang, General Secretary, ATTF, (4) Shri Dilip Debbarma, Treasurer, ATTF and (6) Shri Santaram Reang, Accountant, ATTF, and the Governor of Tripura being represented by Shri M. Damodaran, Chief Secretary to the Government of Tripura, have hereunto set their hand on the date, month and year as afore-mentioned.

Signed on behalf of First Party ATTF by -

Sd/-Shri Lalit Deb Barma)

Signed for and behalf of the Governor of Tripura

Sd/- M. Damodaran
Chief Secretary
Government of Tripura.

President,ATTF.

2. Sd/-Shri Ramendra Reang)
Vice President , ATTF.

3. Sd/-Shri Rabindra Reang)
General Secretary, ATTF.

4. Sd/-Shri Dilip Deb Barma)
Treasurer, ATTF

5. Sd/-Shri Santaram Reang)
Accountant ,ATTF.

In the presence of:-

Sd/-	Sd/-
(Shri Dasarath Deb)	(Shri Bidyanath Majumder)
Chief Minister , Tripura	Minister, PWD etc Deptt
	Tripura

পরিশিষ্ট - ১১

**GOVERNMENT OF THE
PEOPLE REPUBLIC OF INDIA
LED BY NATIONAL LIBERATION FRONT OF TWIPRA**

MOTTO : SACRIFICE FOR LIBERATION

Ref. No. F.4(1-R)/NLFT/96-97 Dated, the

DEPARTMENT OF REVENUE & TAX

The following rate of taxes of all sources have adopted by the Central Committee of N.L.F.T. on 17th July, 1996.

1. On the income from the ....(jhum) cultivation is being adopted as to free.
2. i) Per family yearly tax Rs. 100/-
   ii) House rent tax Rs. 3% on annual income per year.
   iii) Annual income tax of employee Rs. 3%.
   iv) Per kani land revenue Rs. 20/- per year.

3. i) Tea estate Rs. 1500/- per hactre.
   ii) Orange (Orchard estate) Rs. 3/- per tree.
   iii) Pineapple (Orchard estate) Rs. 50/- per kani.

   iv) Rubber estate Rs. 500/- hactre.
   v) Coconut Rs. 5/- per tree.
   vi) Betel nut Rs. 2/- per tree.
   vii) Lichi Rs 3/- per tree.

4. i) Fishery Rs. 50/- per kani.
   ii) Saw mill Rs. 10,000/- per year.
   iii) Brick field Rs. 20,000/- per year.

iv) Cinema Hall (35mm) Rs. 10,000/- per year.
v) Cinema Hall (16mm) Rs. 1,000/- per year.
vi) Petrol & deisel pump Rs. 5,000/- (At Agartala Rs. 10,000/- per year.)
vii) Bakery Rs. 1,000/- per year.

5. i) Hotel Rs. 3% on annual income per year.
ii) Rice Mill Rs. 500/- per year.
iii) Shop Rs. 2% on annual income per year.
iv) Ration shop Rs. 1500/- per year.

6. i) Contractor Rs. 5% each estimate cost.
ii) Elephant Rs. 3,000/- per year.

7. i) Vehicle heavy Rs. 4000/- (Bus, Truck) per year.
ii) Vehicle Mini bus Rs. 3,000/- per year.
iii) Vehicle (Light) Rs. 1,500/- per year.
iv) Auto Rickshaw Rs. 500/- per year.

8. i) Bank Rs. 10,000/- each branch per year.
ii) Bank Rs. 50,000/- each Head office per year.

9. **STATE (VIP) MEMBER :**

i) Cabinet Minister	Rs. 1,00,000/- per year.
ii) State Minister	Rs. 50,000/- per year.
iii) M. L. A.	Rs. 25,000/- per year.
iv) Sub-Division Chairman	Rs. 25,000/- per year.
v) Block Chairman	Rs. 15,000/- per year.
vi) Village Chairman	Rs. 5,000/- per year.

10. **T. T. A. A. D. C. :**

i) Executive Member	Rs. 50,000/- per year.
ii) M. D. C.	Rs. 20,000/- per year.
iii) Zonal Chairman	Rs. 15,000/- per year.
iv) Sub-Zonal Chairman	Rs. 10,000/- per year.
v) Village Chairman	Rs. 3,000/- per year.

পরিশিষ্ট - ১২

CONSTITUTION OF ALL TRIPURA TIGER FORCE

Article No. 1

Force will be recognised as "All Tripura Tiger Force".

Article No. 2

1.Under the constitution of India for existence of 19 point interest of Tribals and for integrity of land, all strength will be utilised for arms struggle without any compromise. This will be the main object of the force.

(ii) B. Force will fight against all sorts of torture, squeeze, op pression upon main tribal stream.

(iii) C. Force will fight for fulfilment and application of all sorts of decision accepted in the Indian Parliament.

(iv) D. Force will not accept any sort of ammendment of constitution which goes against the interest of main tribal stream.

(v) E. Seven sister States of North-East, viz. Tripura, Assam, Manipur, Mizoram, Nagaland, Arunachal Pradesh, Meghalaya will form a separate country and for this, the force will support all sorts of movement and will utilise their own force for the purpose.

(vi) F. Force will fight without any compromise for the existence of tribal own culture and against distorted culture.

(vii) G. Force will refrain all tribal people from taking liquor, ganja, drugs etc. and for this force will fight without any compromise.
Liquor can only be taken by the tribals in marriage ceremony and social functions.

(viii) H. Force will fight against playing cards and gambling.

Article No. 3

Responsibilities and duties

(i) A. Duties and responsibilities of each member of the force will be to struggle for fulfilment of all constitutional rights of main tribals of Tripura.

(ii) B. Each of the force member will abide by the order of their superiors and will work with full responsibilities.

(iii) C. Duty and responsibility of all force member will be to address his superiors by calling 'SIR' & 'SHAB'.

(iv) D. Main object of the force will be fight against squeeze, torture, oppression upon tribals and for struggle for their freedom.

(v) E. Force will fight unconditionally for the right, existence and power of minority tribals and to get rid of those who are oppressed.

Article No. 4

Right and Relation

(i) A. All the members of the force will have right to enjoy con stitutional facilities and rights.

(ii) B. Each of the member will have right to disclose their respective opinion to their superiors and also have the right to give and take advice.

(iii) C. Each of the force member at the time of operation will keep sweet relation with common innocent people and should have to behave politely with them.

Article No. 5

Law and power

(i) A. Each of the force member shall abide by the rules of the constitution and decision. They shall also carry out lawful direction of their superiors.

(ii) B. Each member of the force will enjoy powers given the constitution.

(iii) C. If any member of the force have any complaint against his superior, he will have the right to lodge written complaint against them through proper channel.

(iv) D. All members will maintain secrecy of the decisions of the Organisation. No member shall maintain any personal privacy about organisational matters.

(v) E. No member shall take part in any operation after taking liquor. Taking of liquor by any force member is totally restricted.

(vi) F. If any member acts against this constitution or force at the time of operation, the duty officer will be the man to impose punishment against him.

(vii) G. Each member of the force will exercise all power and strength in the interest of the tribal people.

(viii) H. Each member must follow and abide by the decision of the Executive Committee.

(ix) I. With the advice and decision of the Executive Committee, President will make law and procedure and President will be considered to be supreme authority of the force.

(x) J. President will make scrutiny of all loopholes of the force with the advice of the Executive body members.

(xi) K. In absence of President, Vice-President will take any type of decision and function like President. In absence of both of them, Secretary General/ Commander-in-chief will function in the office.

(xii) L. To pay respect to the superiors and regards to each member of the force will be the responsibility of each of the force member.

(xiii) M. It is mendatory to carry operational works in different areas with the advise of the intelligence wing of the force.

Article No. 6

Discipline and Restrictions

(i) A. Each member of the force is bound to bound to abide by the discipline and restriction of the organisation.

(ii) B. No torture will be made upon any women of the community.

(iii) C. In no circumstances, child, pregnent lady, Saint, Priest, Baishnab and Pastor - can be killed with any plea.

(iv) D. With any plea attack cannot be made or fire will not be set in any temple, Church, Mosque, Asram (Place of worship) and Hospital.

(v) E. It will be the duty of each member of the force to maintain discipline of the force.

(vi) F. At the time of operation without the order from the duty officer, no subscription will be collected nor any sort of attack will be made.
(vii) G. No political leader can be killed on any personal ennimity. It will be beyond the rule of the organisation.

(viii) H. No member of the force will do anything as per wrong direction or abetment of any person illegally.

(ix) I. Printed pad of the force will not be used for any personal purpose. Officer and Executive body member are entitled to use printed pad. There should not be any misuse of seal of the organisation.

(x) J. Without the knowledge of the appropriate authority none is allowed to give any direction or advice to any leader of the organisation.

Article No. 7.

Appointment and Dismisal

(i) A. Executive body members are vested with the power to appoint, without decision and approval, there will be no recruitment.
(ii) B. Before recruitment courage, efficiency, personality, farmness of each youths to be taken into consideration.

(iii) C. Before recruitment indentity of the youth to be properly verified and established. Generally youths between the age of 20 and 30 will be considered for appointment.

(iv) D. If any Ex-Army man express his willingness to join this force, he will be appointed.

(v) E. After training and taking of oath indentity card will be given to the member of the force.

(vi) F. One member of the force will be considered dismissed for misuse of responsibility, direction, law, character, discipline and power.

(vii) G. Efficiency, courage and sensibility of one member will be taken into consideration for promotion.

(viii) H. One may be transferred to any place.

Article No. 8

· Public Relation

(i) A. Each member will be able to keep good relation with common people. In this respect law of the force should not dis-obeyed.

(ii) B. Common innocent peoplen will have the right to lodge complaint in writing to the higher authority of the organisation against the force.

(iii) Duty Officer is bound to accept any written complaint of general people.

Article No. 9

Punishment rules

(i) A. Every member shall be punished for negligency of responsibility, rules, discipline etc.

(ii) B. Every member shall be punished for misuse of power.

(iii) C. Every member shall be punished for avoiding direction of higher authority.

(iv) D. Every member shall be punished or misuse of pad, seal of the organisation.

Article No. 10

Character and Behaviour

(i) A. Every member should be honest and idealistic.

(ii) B. One should not talk angrily with anybody.

(iii) C. One should not maintain any illicit connection with any woman after joining the force.

(iv) D. One member should not misbehave. No one shall be punished for misbehaviour.

Article No. 11

Contribution and Membership Collection Process

(i) A. Executive Committee shall take timely decision the proce dure to collect annual subscription.

(ii) B. Subscription to be collected from Tripuri people according

to family income. No atrocities, bargaining is permitted.

(iii) C. 15% to 30% subscription be taken from the Govt. contractors against each estimated works.

(iv) D. Against collection of subscription all sorts of technique, force etc. be applied.

(v) E. It is mandatory of be enrolled as membership against payment of 10/-. Renewal of membership be done every year.

(vi) F. Original membership will not be alloted except subjects of the man of the soil.

Article. 12

Structure

(i) A. All from President to Major will be the member of General Committee. The working Committee will be formed having nine members.

(ii) B. The working committee will be structured after forming of Central Committee. One will be selected after formation of central committee. He will be supreme powerful one amongst above all.

(iii) C. The President will distribute the responsibility of each department of executive members according to his choice and discretion.

(iv) D. The President can take the extreme decision of the force in case of any emergent affairs.

(v) E. General meeting of the Central Committee will be held in an interval of three months. In case of necessity the meeting may be held once within the period 15/30 days.

(vi) F. The elected Tripuri women appointed to collect information/ intelligence for the welfare of organisation and also to maintain link of communication.

(vii) G. There will be two regiment in the organisation. One will be named as Bir Bikram Regiment and another as Borok Regiment.

(viii) H. The President or Secretary General will call general meetings. It will be mandatory rule according to law to issue letter arising out of any meeting before 25 days from the date to be fixed for such meeting.

(ix) I. The organisation will be formed in the following manner :

(A) The unit will be formed having seven member. Every unit will be consisted by one unit major. The unit major will be the supreme to run the unit. 5 to 15 Panchayet will be under his command of control. There will be one Havildar to assist him. Unit Major will be crowned with one star.

(B) The zone area will be formed, having three units. One Zone Commander will be in each zone. He will be supreme authority to run the zone. He can advice and direct all unit in respect of any work. Unit Majors will assist the Zone Commander and also extend suggestions. The Zone Commander will hold responsibility to run any department. He will be crowned with two stars.

(C) The Company will be formed consisting with 2/3 Zones. There will be one Commander/ Major/ Captain to run

the company. He will control two zone. He may suggest and take decision relating to important affairs of the zone. He will be crowned with three stars or emblem. He will control 2/3 departments.

(D). A battalion will be formed taking with three companies. There shall be one commanding Officer for its controlling. He will be empowered to control a District.He will be able to take any decision for controlling his zone. He will be crownd with one emblem and one star.

(E). Commander-in-Chief will control all District and Regiment of the force. He will be supreme in the force. He may take any important decision pertaining the force under his control. He will look after appointment, dismissal, training, promotion etc. of the force. He will bring notice of the President of the Organisation regularly relating to all important aspects.

Article. 13

Dress

(i) A. The classification of dress will be jungle dress or olive green colourful shirt and full pant with same coloured cap.

(ii) B. All will be dressed with hunter Shoes, Belt, Badge and Whistle.

(iii) C. According to situations dress may be changed.

(iv) D. Every member will get one pair shirt, one pair pant once in a year. Hunter shoe and belt will be issued once in a year.

__Article No. 14__

Flag and Symbol

(i) A. The flag will be coloured as green base with red colour organisation symbol. The measurement of the flag will be 3 : 2.

(ii) B. In case if need the symbol of the flag with its colour will be changed.

__Article No. 15__

Constitution Amendment

(i) A. Without decision of General Committee in no circumstances any partial ammendment cannot be changed or be included or to be included. Provided in case of special circumstances and in acute need, the working committee ammend the constitution.

পরিশিষ্ট - ১৩

THE CONSTITUTION
OF
THE NATIONAL LIBERATION FRONT OF TWIPRA
"SACRIFICE FOR LIBERATION"

PREFACE

Twipra State was ruled by as many as hundred and eighty four kings of the indigenous Borok people of the state since the time immemorial. It means that Twipra was a Princely, Independent and Peaceful state which had a self-rule, reliancy and possessed a glorious history prior to its occupation forcefully by the subjugation policy of imperialist Hindustani (India) on October 15, 1949. From that period with down of India's independence the sun set has begun on the glorious independent state of Twipra

The indigenous people know as Borok have been completely marginalised by the continuing influx of immigration of foreign nationals and socio-politico and economically we are exploited, oppressed and supressed and is facing from the identity crisis due to the menacing chauvinism, imperialism of the so-called Aryan decendants of Hindustan (India). There is a threat to our language, customs and religious initiating culture genocide through the proces of religions, language and culture conversion to minimize us and swallow up wholly. Violation of the basic Human Rights occurs with regular frequency through state agency, Indian security force and the like. And also the Govt. of India imposed with a plethora of draconian acts such as the Armed Forces Act, 1958 Terrorist and Disruptive Activities (Preventive) Act (TADA), the National Security Act (NSA) on to the innocent indigenous Borok people of Twipra as well as the south east Himalayan entire region in order to prevent insurgent outfit. These

are the regular practise of imperialist Hindustan (India) to uproot indigenous people from their ancestral home land. In this way, all the power in political and economic distinctness were craftfully snatched away from us were by aboriginal Borok people of Twipra has turned to become slavery and losses everything control over their ancestral land.

In this juncture the Borok, the aboriginal ethnic group of Twipra has strongly determinded and binded by solemn promised with self blood to liberate the Borok land Twipra with arm struggle for distinct and independent identity of Borok civilisation and to free from socio politico and economic exploitation, oppression, suppression and neo. colonisation. Assuming to achieved this historic Oath for the national cause some nationalist Borok youth congregated at Ganda Twisa on 12th March, 1989 and formed the National Liberation Front of Twipra (NLFT) and its Armed wing the National Holy Army (NHA) has been revealed on 11th December, 1991 through the arms operation offensive on Twinani outpost under Udaipur sub-division.

The 'Borok' herein is used in broader sense. From the historical and demographic accounts of the indigenous people of Twipra, it is crystal clear that the indigenous people known as Borok (earlier known as Twipra in Kokborok) are the Tibeto-Burman linguistic family of Mongoloid origin from Central Asia. In a series of succesive waves of migration this population stream moved about 3000 B.C. from their original abode to south-east Asia and in course of time they reached to south-east Himalaya region and settled down in different parts of the entire region or abroad accrossing the great Himalaya range. And a group of them settled down at the confluence of river Ganges through the course of Tsangpo (Bramhaputra) river which means the term 'TWIPRA' in kokborok terminology of the term 'confluence of water' ('TWI' means water 'PRA' means junction or mouth of river) where the

Borok people permanently settled and extended their kingdom eastward, southward and westward upper and lower Tsangpo (Bhramaputtra). In the passage of time its geographical area was reduced to the present state of 10.477 sq. km.
The Borok, (geographically or territorially known as Twiprasa) the aboriginal ethnic group comprise of Debbarma, Reang, Jamatia, Rupini, Koloi, Uchui, Noatia, Halam, Hrangkhwal, Ranglong, Kaipeng, Twipra, Malsum, Lushai, Murasing, Mog, Bongcher, Choroi, Darlong, Kochesand the like. And according to having lingistic and cultural affinities the Boros, Chuiyas, Laltung, Sonowals, Dimachas, Rabhas etc.' are to be of same ancestor.

The Aims and Objectives of the National Liberation Front of Twipra.

1. The immediate object of the party is to overthrow imperialism, capitalism and neo-colonialism from the Country with armed struggle for distinct and independent indentity of the Borok civilisation of Twipra.
2. To liberate the Borokland Twipra complete freedom and transform a People's Republic Government with a view to established the true Justice, Liberty, Equality and Fraternity in the state.
3. With a view to free the Borok Nation from the socio-political and economic exploitation, oppression, suppression and neo-colonisation shall be set up an organisation which through village mobilisation and indoctrination classes inspirit and instill nationalism and socio-politico and economic consciousness among the illiterate, uneducated and ignorant Borok people of Twipra. And for furtherance of the cause of the traditional indigenous culture and beliefs of the people through seminars, discussions, literature, education and other project of public utility.

4. To send observors or participants delegates to national and international seminars, conferences or training programmes and to improve the channel of communication for National Liberation

in alliance with other armed revolutionary organisations of the oppressed aboriginal nationalities of the world through discussion, publication of books and journals and other such media.

5. To open literacy centres and library at a place where the local committee of the party is located for the purpose of publicity and to assist other organisation recognised by the central committee of the party as socio-religio-cultural organisation in the establishment of such new projects or strengthening existing projects.

6. To encourage among men / women in setting up trading centre through the social reformation in different places of the country or abroad.

7. To create funds for the welfare of the masses, especially for the emancipation from the proverty of the Country

Assuming all these above cited aims and objectives of the party with a view to materialize every efforts for the liberation of Borok civilisation, the Constitution with the spirit and the guide-line of the organisation was adopted in the Constituent Assembly with some omission of the drafted Constitution of the NLFT by Chief Political Advisor Mwchang Japang Debbarma and some inclusion through discussion was produced & approved in the Central Executive meeting on 15th November, 1994.

I do believe and hope the spirit of the Constitution will lead dynamically to every member of the NLFT in a strict and well disciplined way of true revolutionary life and will steer the whole Borok Nation for the National Liberation Movement.

"SACRIFICE FOR LIBERATION"
Mwchang B. M. Debbarma.

PREAMBLE

WE, THE REVOLUTIONARY BOROK PEOPLE OF

TWIPRA, having solemnly resolved to constitute a revolutionary organisation to liberate the Borokland TWIPRA for distinct and independent indentity of BOROK CIVILISATION. And to free from SOCIO-POLITICO AND ECONOMIC exploitation, oppression and colonisation.
And Transform into --
PEOPLES REPUBLIC GOVERNMENT vested in the society of the people's of Twipra to protect and promote LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship.
EQUALITY to promote of status and opportunity among all :
JUSTICE and FRATERNITY assuring the dignity of the individual and among them all others of the nation in socio-economic and political.
AND TODAY, THE 22ND DECEMBER, 1991 IN OUR CONSTITUTION ASSEMBLY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELF THIS CONSTITUTION.

CHAPTER - I (One)

Art. No. 1.

(a) NAME : The name of the revolutionary party shall be the NATIONAL LIBÉRATION FRONT OF TWIPRA to be used in abbreviation as NLFT and its armed wing shall be the NATIONAL HOLY ARMY as to be used NHA in abbreviation.
(b) FLAG : The Flag of the party shall be Tri-colour in the ratio of 3 : 2 size (length to breadth) comprising of Green, White and Red colour and a Star shall be affixed on the middle of green portion.

(i) Green colour - It signifies 'Sovereignty' of the land (country) where we live in.

(ii) White colour - It signifies 'Peace' of the land who are peace loving and they shall continue to fight / struggle

for their peaceful means.

(iii) Red colour - It signifies 'Revolution'. The peace-loving people will get down to revolution to achieve their goals/ right at the cost of even bloodshed if it so war- ranted.

(iv) Star - A star on the green portion of the Flag signifies to be the guiding anchor for the whole Borok nation.

Art. No. 2.

EMBLEM :
There will be two ELEPHANT (recognised by the party as national animal of Twipra) standing unitedly side by a guiding STAR with intersect SWORD over the head and a TOKYUNG (Turnbill bird, recognised as national bird of Twipra) flying over the sword shall be constitute the EMBLEM of the party and it shall signify THE TRUTH with the spirit of UNITY we stand for LIBERATION.

Art. No. 3.

OFFICIAL LANGUAGE :
KOKBOROK (in Roman Script) and ENGLISH shall be the official language of the NLFT.

CHAPTER -II (Two)

Art. No. 4.

MEMBERSHIP :

(a) Any person irrespective of caste, sex or creed who is dedicated to what is best in the traditional culture and belief of the Country and subscribing to the aims and objectives of the

party's subject to his / her subscribing the aims and objectives of the party and to the rules and regulations hereafter.

(b) There will be an annual renewal of membership of all categories. The central committee shall have the power to relax the periodicity of renewal under special circumstances.

Art. No. 5.

There shall be the following categories of members :-

(a) A former member of another party shall not be enrolled as an applicant member without the prior approval of the central committee.

(b) Member :- A member is one who on satisfactory completion of the period of applicantship is granted membership of the party.

A member shall require to give priority to his/her party assignment overall other personal incumbents and shall work regularly on an average at least three or four hours everyday for the party.

(c) Staff Members :- A staff is a member who in the process of his/ her struggle to attain identification of his/ herself with the cause of the class. the party and revolution has placed himself / herself fully at the disposal of the party voluntarily and happily. Staff membership shall be granted only by the central committee of the party.

Art. No. 6.

Every application for membership shall be made individually to the local committee or the party body authorised by the central committee for the purpose duly recommended by two members of the party. Every recommendation. shall be among, others contain information the ideological standard and aptitudes, character and personal record of the applicant.

Art. No. 7.

The status of an applicant member enrolled by a local/ primary committee or another party body authorised for the purpose by the central committee may be taken away by the regional/divisional committee if on recommendation of the respective enrolling party body and the regional/ divisional committee, the central committee finds him/ her during the period applicationship unfit to be in the party.

Art. No. 8.

In case the Local/ Regional committee recommends for suspension or expulsion of a member belonging to the local/ regional from the party, the concerned divisional committee shall take the appropriate decision provided that the concerned member, if not satisfied with the decision of divisional committee shall have the right to appeal to the central committee direct.

In respect of a staff member, only the central committee shall have the power to take disciplinary action, either on recommendation from the divisional committee or on its own.

Art. No. 9.

During the pendency of any proceeding against a member he/she shall be bound by the existing decision of the party body he/ she belongs to including any work entrusted to him/ her.

Art. No. 10.

A member expelled from the party can be readmitted only by the divisional committee subject to the approval of the central committee.

Art. No. 11.

Membership fee according to the rate fixed by the central committee shall be payable every month by every member. In case of agricultural workers and poor peasants annual collection of the

membership subscription may be allowed. The amount collected as membership fee will go to the central fund.

Art. No. 12.

The central committee may fix, collect levies, on incomes of party members for their respective fund. A local committee may also collect fund from its member as well as from the public, subject to prior approval of the party body authorised by the central committee under which it works.

Art. No. 13.

A member who fails to pay his/ her membership fee for three consecutive months, unless he/ she is exempted from payment of the same by the party bodies of appropriate levels for reasons warranting such exemption shall come to be a member i.e. shall lose the right to elect or to be elected or vote on any motion. In case of a defaulting applicant member for three consecutive months in respect of subscription, appropriate decision shall be taken by the respective local/ regional/ divisional committee sfter going through merits and demerits of the case.

CHAPTER - III (Three)

Art. No. 14.

RIGHTS, DUTIES AND OBLIGATIONS OF MEMBERS:
Applicant member :- The rights, duties and obligations of a member except that the former shall have no right to elect, to be elected or to vote on any motion.

Art. No. 15.

The rights of a member shall be -

(a) To participate fully in discussion in party meeting .

(b) To submit proposals to party bodies as and when required.

(c) To criticise party function in party meeting in a member consistence with party principles and following the revolutionary code conduct i.e. criticism should be constructive.

(d) To elect or to be elected to a party post or to vote on any

motion.

Art. No. 16.

A member having disgreement with any decision of the party organisation he/ she belongs to while carrying out the decision ungrudgingly shall have the right to appeal to the next higher body and ultimately to the central committe of the party, after of course he/ she has exhaustively discussed the same with the body he / she disagrees with.

Art. No. 17.

In case of a member possesses any adverse opinion about another member he/ she shall convey the same to the respective higher body/ leadership in black and white. Discussion on the same or any other disagreement hither and thither is not allowed.

Art. No. 18.

The Duties of a Member shall as follows :-

(a) To observe strictly party discipline, participate actively with emotional involvement in the inner-party political life and in class and struggle, realise and carry out in practise the policies and decisions of the party and to defend the party interests everywhere.

(b) To work among the masses of the people to organise them and initiative and conduct their struggle, to build up their own instruments of struggles, to consolidate party's connection with individuals, masses and their struggle.

(c) To strive constantly for raising the level of ideological culture standard of the state country.

(d) To impart political consciousness to the masses and endeavour to develop mass struggle skillfully and creatively.

(e) To submit regular report of the work done by him/ her to the organisation he/ she to in the prescribed manner.

These duties should be so practiced by the members that these

become the mode of existence in course of their development as revolutionary.

Art. No. 19.

A Member shall -

(a) treat all members as fighters-in-arms.
(b) help each other in developing the revolutionary qualities.
(c) not encourage aimless discussions or belittling of other particularly at meetings of criticism and self-criticism and explain patiently so that the erring feature can rectify himself / herself.
(d) not to do anything or act in a manner which may disturb the unity and cohesion of partyrank and cause harm to party interest.

CHAPTER - IV (Four)

Art. No. 20.

ORGANISATIONAL STRUCTURE OF THE PARTY

The organisational structure of the party is based upon the principles of Democratic Centralism and Socialism.

(a) The management of the affairs of the party shall be vested into the village unit primary committee which shall comprise of the following:-
(i) The President, (ii) Vice President, (iii) Secretary General, (iv) Foreign Secretary (for central committee), (v) Finance Secretary, (vi) Home Secretary (for central committee), (vii) Organising Secretary, (viii) Publicity, Information, Cultural & Literature Secretary, (ix) Communication Secretary, (x) Judicial Secretary (for central committee), (xi) And 6(six) executive member.

(b) The village unit primary committee is the lowest establishment of the party. It shall constitute of three to five villages. Ten to fifteen primary committee shall constitute the regional committee ; and eight to ten regional committee shall constitute a divi-

sional committee. And the Central committee, the highest authority executive organ of the party, shall constitute by the delegation of two representatives of each divisional committee.

(c) The Executive committee shall hold office for a period of 7 (seven) years, but due to some unavoidable circumstances the term of the executive office shall be extended.
(d) The members of the central committee shall be elected from amongst the staff members or by the M. C. C. *(Member of Central Committee)*.

<u>Art. No. 21.</u>

Meeting of the Primary, Regional, Divisional and Central Committee :-

(a) The meeting of the Primary/ Regional/ Divisional and Central Committee shall be conducted by the Secretary/ Secretary General with the approval of the President, with at least 7 (seven) days clear notice to the members of the executive committee which notice shall indicate time, place and agenda of the meeting. At least 6(six) meeting will be held in a year.

(b) Clear 21 (twenty one) days notice shall be given to members in case of central or general body meeting. Such meeting shall be by ordinary post or by hand to the last known address.
<u>Art. No. 22.</u>

Power of the Central Committee :-
(a) The Central Commitee shall have all power and shall perform all such functions as are the powers and functions of the party mentioned in the "Aims and Object" required to be done by the general body.

(b) The Central Committee shall be the highest authority in the

party. The central committee shall have the right to take decisions with full authority on any problem of the party during the period in between party (conference).

(c) The party (conference) shall discuss and adopt with amendments if necessary, the report of Central Committee placed by the Secretary General.
(d) The Central Committee shall have the power of co-option in case of any vacancy caused due to death or other reasons including new inclusion.

(e) The Central Committee shall have the power to remove or drop any of the members provided that an urgent general meeting of the party ; convened within a reasonable period confirms it.

(f) The Central Committee shall have the entire work of the party, build up and organise various party organisations/ guide their activities, set up different sub-committees distribute the forces and disburse the fund of the party.

(g) The Central Committee shall decide the principle and method of determining delegates from primary to regional, regional to divisional and from divisional to party conference.

Art. No. 23.

General Body Meeting :-

The party shall hold an annual general meeting to transact the following business at least once in a year and more than 15 months shall elapse between two consecutive annual general meetings.
(a) Confirmation of the minutes of the last annual general meeting and of extra-ordinary general meeting, if any.
(b) Adoption of the report of the working of the party for the

previous year.
(c) Passing of audited accounts of the party for the previous year.
(d) Delegation if any of its powers to the Central Committee.
(e) Consideration of any matter forwarded with by the Central Committee or duly brought forward with the permission of the President.
(f) Amendment to the "Aims and Objectives" or "Rules and Regulations" if any, brought forward by the Central Committee for which such amendment(s) have been considered and passed by the Central Committee earlier provided that such amendment(s) shall be considered as passed by two-third of the members present and voting.

CHAPTER - V (Five)

Art. No. 24.

Function of the Office Bearers :
(a) The President shall preside over the meeting of the party.
(b) The Vice President will be the presiding officer in the absence of the President.
(c) The Secretary/ Secretary General shall be responsible for the executive administration of the party subject to the control of the executive body in order of the party President. His duties amongst other things shall be -

(i) to attend to the correspondence and the office work.

(ii) to convene meeting of the party to record and maintain the proceedings and minutes in the appropriate book of the party.

(iii) to prepare the required annual statement and returns and to frame programme and budget for the ensuing year to be placed before the central committee for the consideration and necessary action.

(d) The President shall be the person to sue and sued on behalf of the party ; and all bonds, lease, deeds and other legal docu-

ments shall be in the name of the President of the party and signed by him in his official capacity. The records documents and properties of the party will be under his custody.
(e) The Secretary/ Secretary General in consultation with the President will implement the resolution passed by the executive body and all projects and programmes of the party and its workers.
(f) The Finance Secretary shall be responsible for receipt and disbursement of money authorised by the President or Secretary General in writing. The Finance Secretary shall obtain vouchers for the payments or disbursment made by or on behalf of the party, and shall maintain proper accounts.

(g) The Home Secretary shall be responsible to the home affairs alongwith Intelligence wing and shall act as the mediator among the units of the NLFT.

(h) The Foreign Secretary shall be responsible to the foreign affairs for National interest and better relations of the NLFT.

(i) The Publicity & Information Secretary shall be responsible for information, culture and literature alongwith propaganda wing, which shall act as the spokesman of the party.

(j) The Judicial Secretary shall be responsible to performe the court affairs of NLFT in consultation with the President to appoint Magistrate and other associate members to the court.

Art. No. 25.

Books of Account and Financial Year :
The party shall maintain at its registered office, book of accounts and other register for.
(a) All sum received and expended showing source from where

received and details of expenditure.
(b) All assets and liabilities.
(c) The Financial year of the party shall be from the 15th January to 15th February next of each calender year.
(d) At the end of each Financial year the party will prepare an income and expenditure accounts and balance sheet which will be audited by qualified auditors appointed by the party in its general meeting. Such audited report showing the extact state of financial affairs and the balancesheet will be submitted to the general body in its annual meeting.

Art. No. 26.

Custody of Funds and Property :
(a) Properties and Funds of the party shall be vested in members and the executive body shall be reponsible for the safe custody of funds and properties.

(b) The Fund of the party shall be deposited in an account with a Nationalised Bank in the name of the party which shall be jointly operated by the Finance Secretary with either the President or the Vice President or the Secretary/ Secretary General as may be decided by the executive body from time to time.

Art. No. 27.

Vacancy :
In the case of any vacancy of any of the post in the central committee, the post may be filled in by co-option by the Central Committee.

Art. No. 28.

Amendment :
Any amendment to the Constitution of the party or to the rules and regulations shall be discussed and passed by a majority

of the Central Committee, such amendment shall come into force when rectified by a two-third majority of the annual general meeting or by an extraordinary general meeting.

Art. No. 29.

Condolence Meeting:

There shall be observed condolence service in every committee of the organisation whenever if a member of the party has passed away (take last breath) which shall the party Flag have down as pay homage to passing soul.

(a) In case of the party President or Vice President and executive member and member of the central committee shall be observed all over the state and shall for 5 (five), 3(three) and 2(two) days respectively have half-down the party Flag.

(b) And of the member/ executive member of village unit primary, regional and divisional committe shall be observed one day Divisionally, Regionally and Primarily.

CHAPTER - VI (Six)

Art. No. 30.

Method of Voting :

Voting will be show on hand and in case of till the chairman shall have a casting vote or through secret ballot paper. The President and in his absence the Vice President shall preside over the meeting and their interpretation of the provision of the " Rules and Regulations" shall be final and binding.

Art. No. 31.

Resolution by Circulation :

A decision on any resolution can be taken by circulation among all the members of the central committee ; and the resolution shall be deemed passed on receipt of asents by the majority of its members.

Art. No. 32.

Area of Operation :

The area of operation of the central committee shall be the United state of Twipra, Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, NEFA (Arunachal) and Sikkim.

Art. No. 33.

Disciplinary Measures :

Suitable disciplinary action shall be taken by the competent party authority against a member or a body of members found to be working to the serious detriment of party interest and in utter disregard of the party principle and the code of conduct as well as in violation of any specific directive that may be laid down in connection with any particular programmes by any appropriate party body.

Provided that disciplinary action may be taken against an applicant members, member or staff member only aftergiving him/her adequate opportunity to rectify himself/ herself and to be heard in person.

Provided further that while taking disciplinary steps leaders committing mistakes must be differentiated from motivated anti party elements and all erring leaders must be given chances to rectify themselves as long as struggle for recification has not reached its end. An erring leader, in special cases may given/ have to undergo disciplinary measures taken against him/ her by the appropriate party authority while continuing to be at party work as before.

Art. No. 34.

Code of Conduct :

A Code of conduct has been created and introduced in order to put all the members of NLFT in a strict-characterised and well disciplined revolutionary life. The jingoist NLFT is firmly bent on

continuing its strive to promote harmony, modesty, holiness, meekness and the spirit of common brotherhood among the comrades-in-arms as wel as the outfit is pledge to renounce practices derogatory to the dignity of all the members of the party.
There shall be a specific provisions of capital punishment. Any person charged with a serious nature of crime as specified in the code of conduct shall be arrested instantly and reffered to court. In the trial, in case the accused is found guilty, he/ she shall be punishable with capital punishment.

THE OATH

I Mwchang/ Mwchangti .... do swear in the name of God that I will faithfully execute the party functions, being elected for the post of .... of the Primary/ Regional/ Divisional/ Central Committee of NLFT, Twipra and will to the best of my ability preserve, protect and defend the Constitute and Law and that I will devote myself to the service and well being of the people of Twipra.
And also I shall abide by the Rules and Regulations of the party and will maintain the official secrecy of the party.

Signature

পরিশিষ্ট - ১৪

SPEECH BY LT. GEN K.M. SETH, PVSM, AVSM (RETD), GOVERNMENT OF TRIPURA, AT THE INAUGURAL FUNCTION OF THE "TRIPURA POLICE WEEK" AT RABINDRA SATABARSHIKI BHAVAN. AGARTALA AT 1000 HRS PM 02.12.2000.

Hon'ble Chief Minister, Shri Manik Sarkar Ji, Shri V.Thulasidas, Chief Secretary, Tripura, Shri B.L.Vohra, director General of Police, Tripura, Distinguished Guests & Ladies & Gentlemen.

History and geography have combined to make the North East a remote frontier. The partition in 1947 aggravated its geopolitical isolation and to add to its misery the migrant pressure have given many problems. The partition had put back the economy of almost the entire region as it lost its markets, transit routes and arteries of communications. The demographic and political changes complied with lack of infrastructural and economic development fuelled movement, struggles and demands leading into insurgency, which prospered with alleged nexus between underground and the over-ground. In the region the insurgency came with Naga assertion that it has not been part of India. The Mizos made separatist demand but did not press it and were the first to abandon what they recognised to be an unreal pursuit. Most other insurgencies have been essentially internal rebellion seeking amelioration of certain grievances and local autonomy but in some cases seeking secession from India. Today, six insurgency groups are being fought in the North East. Nagas in Nagaland, Meiteis in Manipur, Boro and ULFA in Assam, HALC in Meghalaya and NLFT led insurgency in Tripura. Many of these are manifestation of local aspirations discontent based on deprivation and disenchantment. Some are secessionists. Each

of these have a character depending on local environment. Most of these are afforded comfort and sanctuary by various neighbouring countries sometimes deliberatly, but often involuntarily. All these have been met in the past and are being met currently with firmness and determination using local Police, Forces at the disposal of Central Government, and Army. Counterinsurgency measures have led to settlements, accords and amnesties in the past, but somehow or the other they have failed to resolve the problem in a holistic manner. Thus there have been relapses after brief peaceful pause. The violence and insurgency has resurfaced through some disgruntled elements left out of the peace accords. To add to this social drop out and large number of unemployed youths have found it as an easy mode for living. In fact, extortion, kidnapping and ransom has become one of the way of life.

2. I will not go into the root causes for any specific insurgency or their nature including the one confronting us in Tripura. These are well known and need no reiteration. To counter this, and to maintain peace, as I mentioned Forces from outside come and go, but there is one common thread, i.e., local police which has the important task to bring about the peace. In fact, I am convinced that it is entirely dependent on the local police as to how to manage the counter- insurgency operations within the State since they are best placed in terms of the knowledge of the area, the language and the social customs and behaviour of the extremists or the misguided youths who have taken up arms. I am also equally convinced that there is a world of difference between the normal policing duty and the policing in the North-East. The two are altoghter different. The basic ethos of policing in insurgency prone area vastly differs from that of the policing under normal circumstances. We are all aware of the policing power which were primarily devised to check and control routine crimes and to maintain public order together with protecting the properties

of the citizens. They unrest and turmoil in the North-East has created on all together a difficult situation demanding different functional ethos and attitudinal changes in the insurgency infested areas. Apart from local Police, the Para-Military Forces, the Central Police Organisation and the Army all operate but only the Police have the policing powers. Even if the Armed Forces Special Power Act 1958 in operative, the Army does not enjoy the policing power and that puts a special and severe strain on the local Police.

3. I mentioned that policing in NE, for countering the insurgency in NE region requires a different 'ethos'. This can not be developed overnight ; instead require a very deliberate effort by the leadership. First and foremost is the presence and involvement of officers/inspectors and leading their men through personal example and from the front. The second thing is to establish the credibility of the force as a whole for this I feel the cardinal principles are :

(a) Total impartiality while dealing with insurgents.

(b) Avoid harassment to innocents - even against extreme provocation.

(c) Disregard to pressure from external agencies.

(d) Avoid collective punishments / reactions.

(e) Respecting the sentiments of the population while enforcing rule of law.

4. The policing in North-East faces some serious challenges and problems. The most predominant of this is keeping the hard core elements once arrested out of circulation for a reasonable period of time. It is extremely difficult to get hard evidence and to prevent their release on bail. Equally difficult is to get them eventually convicted. After serious and expensive operations in terms of efforts and life, Security Forces succeed in arresting the real hard

core extremists and if they do not succeed in keeping them out of circulation one can well imagine the demoralising impact it can have on the Forces.

5.Another serious impediment Police faces is the nexus of under-grounds with over-grounds. It is a well-established fact that no insurgency can survive without the support of the local population and nexus with important members of the society. To break this nexus is not easy. I would call it extremely difficult, but in my experience in each insurgency a time does come when the population support starts dwindling and the public gathers courage to stand up to the extremists action. It is this very moment which needs to be recognised by the Police and fully exploited to give the final death blow to the insurgents. This should not be mistook as a breakthrough in gathering any information but is much more than that which will require the support not only of the Police but the entire Governmental machinery to stand behind this public upsurge to make full use of it. Another problem which the Police in the counter-insurgency operations faces is the plethora of intelligence collecting agencies under different masters. This creates more problems for the local Police because the same source gives information to different agencies and confuses the total situation. This is a serious problem which is receiving attention at the highest level in the country and we hope we will have a single point intelligence gathering machinery to provide more actionable information in time. Till that happens, it is the prime duty of the local Police to coordinate intelligence collection effort within the State for a least actionable information with minimum delay.

6.What I have mentioned so far is of a local nature confined to each State, but the problem does not end here. Today, insurgents have formed umbrella organisation and with the modern means of communication are able to spread their activities across inter-State borders. The mutual help in terms of training and arms and

ALL TRIPURA TIGER FORCE

নোটিশ

সকল বিদেশী নাগরিকদের প্রতি–

[illegible] বিদেশী নাগরিক [illegible] থেকে বে আইনীভাবে অনুপ্রবেশ করে অত্র এলাকায় স্থায়ী অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে সেই সকল বিদেশী নাগরিকদের নোটিশ পাওয়ার পর ত্রিপুরা ছেড়ে [illegible] মাতৃভূমি অথবা [illegible] অন্যত্র কোথাও চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ করা হচ্ছে। [illegible] নোটিশ পাওয়া [illegible] দিনের মধ্যে সকল বিদেশী নাগরিকবৃন্দ [illegible] ত্যাগ করতে হবে।

[illegible] ১৯৫০ [illegible] ৫(১) [illegible] নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয় না। সুতরাং ত্রিপুরা [illegible] অস্তিত্ব [illegible] নাগরিকদের ত্রিপুরার মাটিতে বসবাসের জন্য ভূমি দিতে [illegible]।

নোটিশ পাওয়ার পর যে সকল বিদেশী নাগরিক অত্র এলাকা অথবা ত্রিপুরা ছেড়ে যাবে না তাদের বিরুদ্ধে অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স (এ টি টি এফ) সিদ্ধান্ত মোতাবেক [illegible] আক্রমণ চালাতে [illegible]

নির্দেশক্রমে
অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স

বিদেশী বিতাড়নের দাবীতে এ টি টি এফের নোটিশ

GOVERNMENT OF THE TWIPRA KINGDOM
LED BY NATIONAL LIBERATION FRONT OF TWIPRA

MOTTO SACRIFICE [redacted]

Estd 1989 A D [redacted] REVENUE & TA[redacted]
1399 [redacted]

Ref No F 4(I R VNLFT/99 _ . Date 3/8/ 99

To
Mg /Mgt Kami' Chakdri

Dear Sir/Madam,

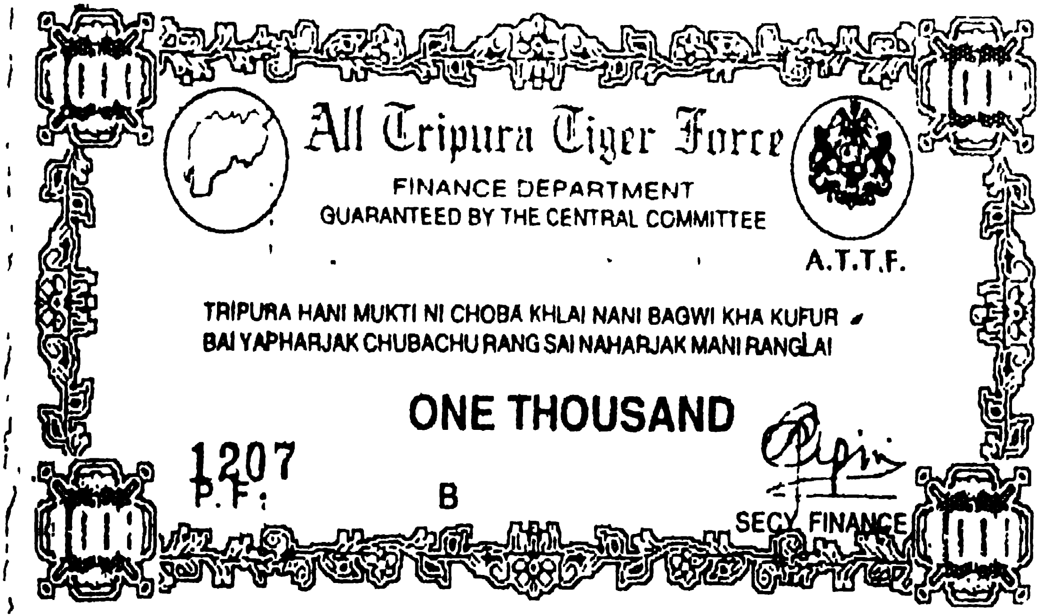
The Government of Twipra Kingdom of the Revenue & Tax Department hereby notified that according to the assessment year of 199 199 to pay as Taxes of Rs (in word) on our annual income of all sources the amount should be paid within 10/99 If person is failed to pay he/she shall be imposed violation act under sec 7 (1) of the Revenue & Tax act 1989 A D

Collector
Songing

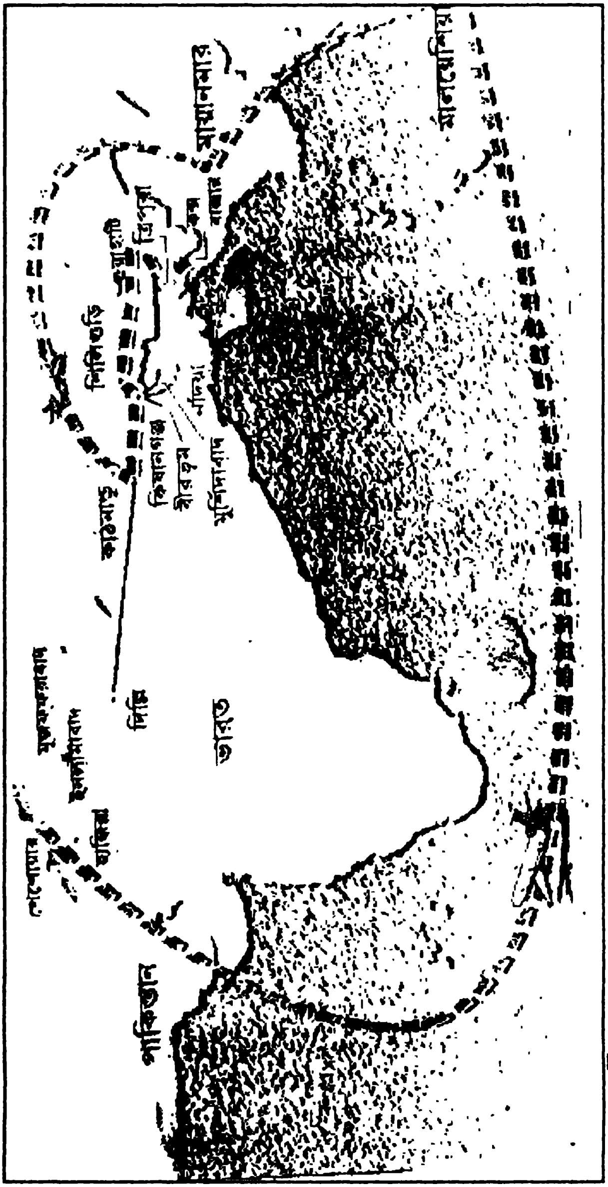
[redacted]

(Mg. [redacted])
Secretary
of Revenue & Tax Dept
NLFT

চাঁদা চেয়ে এ ধরনের নোটিশই বৈরিরা দিয়ে থাকে



এ টি টি এফ'এর স্বঘোষিত সরকারের ১০০০ (এক হাজার) টাকার নোট



পাকিস্তান থেকে মালয়েশিয়া উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে অস্ত্র আমদানীর সম্ভাব্য বেআইনী পথ

পর্ব - ৫

ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক সারণী

সারণী -১

একনজরে
ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের
তৎপর প্রধান প্রধান বৈরি সংগঠন সমূহ

রাজ্য	তৎপর বৈরি সংগঠন সমূহ
ত্রিপুবা	১. এ টি টি এফ (টাইগাব)
	২. এন এল এফ টি
আসাম	১. উলফা
	২. বোড়ো সিকিউবিটি ফোর্স
নাগাল্যান্ড	১. এন এস সি এন (আই/এম)
	২. এন এস সি এন (কে)
মনিপুর	১. পি এল এ
	২. আব পি এফ
	৩. প্রিপাক
	৪. ইউ এন এল এফ
মিজোরাম	১. এইচ পি সি
অরুনাচল প্রদেশ	১. ইউ এল ভি এ
	২. ইউ পি ভি এ
	৩. ইউ এল এম এ
মেঘালয়	১. এ এল এম এ
	২. এইচ এন এল সি

সূত্র ঃ - কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বার্ষিক স্টাডি বিপোর্ট ১৯৯৯

সারণী -২

একনজরে ত্রিপুরাসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের সীমান্ত ও সীমান্ত দেশসমূহ

ইন্দো মায়ানমার (বার্মা) সীমান্ত		
অরুনাচল প্রদেশের সঙ্গে	৫২০	কিমি (ভূমি)
মনিপুরের সঙ্গে	৩৯৮	কিমি (ভূমি)
মিজোরামের সঙ্গে	৫১০	কিমি (ভূমি)
নাগাল্যান্ডের সঙ্গে	২১৫	কিমি (ভূমি)
মোট	১৬৫৩	কিমি (ভূমি)
ইন্দো বাংলাদেশ সীমান্ত		
আসামের সঙ্গে	১৬০	কিমি (ভূমি)
	১০৩	কিমি (জল)
মেঘালয়ের সঙ্গে	৭৭৩	কিমি (ভূমি)
	৮৩	কিমি (জল)
মিজোরামের সঙ্গে	৫৮	কিমি (ভূমি)
	২৬০	কিমি (জল)
উত্তর পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে মোট	১৮৮০	কিমি
ইন্দো ভূটান সীমান্ত		
অরুনাচল প্রদেশের সঙ্গে	১৭০	কিমি (ভূমি)
আসামের সঙ্গে	২৬৫	কিমি (ভূমি)
সিকিমের সঙ্গে	৩৩	কিমি (ভূমি)
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে	১৭৫	কিমি (ভূমি)
মোট	৬৪৩	কিমি (ভূমি)
ইন্দো চাইনা সীমান্ত		
অরুনাচল প্রদেশের সঙ্গে	১১২৫	কিমি (ভূমি)
জম্মু - কাশ্মীরের সঙ্গে	১৫৭০	কিমি (ভূমি)
হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে	২০০	কিমি (ভূমি)
উত্তর প্রদেশের সঙ্গে	৩৪৫	কিমি (ভূমি)
সিকিমের সঙ্গে	২০০	কিমি (ভূমি)
মোট	৩৪৪০	কিমি (ভূমি)
ইন্দো নেপাল সীমান্ত		
উত্তর প্রদেশের সঙ্গে	৮৪৫	কিমি (ভূমি)
বিহারের সঙ্গে	৭২৫	কিমি (ভূমি)
পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে	৯২	কিমি (ভূমি)
সিকিমের সঙ্গে	৮৫	কিমি (ভূমি)
মোট	১৭৪৭	কিমি (ভূমি)

সারণী -৩

এক নজরে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের প্রশাসনিক অবস্থা

	অরুনাচল	আসাম	মনিপুর	মেঘালয়	মিজোরাম	নাগাল্যান্ড	ত্রিপুরা	ভারত
রাজধানী	ইটানগর	দিশপুর	ইম্ফল	শিলং	আইজল	কোহিমা	আগরতলা	দিল্লী
গঠিত	২০-২-৮৭	২১-১-৭২	২১-১-৭২	২১-১-৭২	২০-২-৮৭	১-১২-৬৩	২১-১-৭২	১৫-৮-৪৭
আয়তন .০০০ (বর্গ কিমি)	৮৩.৭	৭৮.৪	২২.৩	২২.৪	২১.০	১৬.৬	১০.৫	৩২৮.৭
জেলা (১৯৯২)	১১	২৩	৮	৫	৩	৭	৪	৪৭৮
টাউন (১৯৯১)	১০	৯৩	৩১	১২	২২	৯	১৮	৪৬৪৯
পঞ্চায়েত (১৯৯১)	৮৬০	২১৬২	১৬৬	-	৬২২	৯৮০	৯৫৭	২২১৭৫৪
জনসংখ্যা (১৯৯৮ পর্যন্ত লক্ষ)	১১.৩	২৫৬.৫	২৩.৯	২৩.১	৯.০০	১৫.৯	৩৫.৮	৯৭০৯.০

জনসংখ্যার ঘনত্ব (১৯৯১ সেন্সাস)	১০	২৮৬	৮২	৭৯	৩৩	৭৩	২৫৩	২৬৫
ট্রাইবের	১০১	২৩	২৮	১৪	৫	২০	১৮	
ভাষা	৪২	৪৪	১৯	১৫	২০	২৩	-	
প্রতি হাজার পুরুষে মহিলার সংখ্যা	৮৬১	৯২৫	৯৬১	৯৪৭	৯২৪	৮৯০	৯৪৬	৯২৯
শিক্ষার হার % (১৯৯১)	৪২	৫৩	৬০	৪৯	৮২	৬২	৬০	৫২

সূত্র: সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৯১, সেন্সাস হেন্ড বুক ১৯৯৬, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারেন্সি ও ফিনান্স রিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮ ইং, ইকনমি অব দি নর্থ-ইষ্ট, পলিসি, প্রেজেন্ট কন্ডিশান এন্ড ফিউচার পসিবিলিটি: লেখক - গুলসন সচদেব।

সারণী -৪

এক নজরে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের পরিকাঠামোগত অবস্থা

	অরুনাচল	আসাম	মনিপুর	মেঘালয়	মিজোরাম	নাগাল্যান্ড	ত্রিপুরা	ভারত
রাস্তা (বর্গ কিমি) ১৯৯২	৭৫২০	৬৮৯১৩	৬৭৬৫	৭৮৩২	৩৭০৮	৮৮০৫	১৩০০৮	২০৬৫২০৯
জাতীয় সড়কের দৈর্ঘ্য	৩৩০	২২৯৬	৪৩১	৪৭২	৫৫১	১১৩	২০০	৩৪০৫৮
রেলপথ (কিমি)	১	২৪৬৭	১	-	২	৯	৪৫	৬২৪৮৬
হাসপাতালের সংখ্যা	১৮	২৬৮	২৫	৮	১৪	৩১	২৩	১১১৭৪
ব্যাংক	৬৮	১২২৯	৮২	১৭৮	৭৮	৭১	১৮০	৬৩৩৭৮
স্কুল(প্রতি ১০০ বর্গ কিমিতে)	১.৯	৪৯.৩	১৮.৭	২৩.৪	৯.৩	১২.৪	২৬.৯	২৪.১

শিক্ষক (প্রতি ১০০ ছাত্র পিছু)	৩.২৫	২.৭৫	৬.৭৩	৫.৩৪	৪.৮৮	৬.৩৫	৩.৫৮	২.২১
টেলিফোন (প্রতি লাখে)	৫৯৭	২১৫	৪০৬	৫৪৪	৬৯২	৪৫৭	২৬৪	৬৯০
থানা (প্রতি লাখে)	৪.৪৩	১.০২	২.৬৭	১.৯০	৪.১৫	৩.৩৭	১.৫৫	১.৩০

সূত্র: সেন্সাস রিপোর্ট ১৯৯১, সেন্সাস হেন্ড বুক ১৯৯৬, বিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাবেন্সি ও ফিনান্স বিপোর্ট ১৯৯৭-৯৮ ইং, ইকনমি অব দি নর্থ-ইষ্ট, পলিসি, প্রেজেন্ট কন্ডিশান এন্ড ফিউচার পসিবিলিটি: লেখক - গুলসন সচদেব।

সারণী -৫

এক নজরে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা

রাজ্য	নিম্ন বুনিয়াদি	উচ্চ বুনিয়াদি	মাধ্যমিক/ উচ্চ মাধ্যমিক	কলেজ	বিশ্ববিদ্যালয়
ত্রিপুরা	২০২৬	৪৩৭	৫১৮	১৪	১
আসাম	৩০১৪০	৭২৩৭	৪০৪৭	২৪৫	৬
মনিপুর	২৫৪৭	৫৪৭	৫৫৪	২৯	২
মেঘালয়	৪২২৫	৮৪৯	৪২৮	২৬	১
মিজোরাম	১২৩২	৬৯১	৩১৬	২০	-
নাগাল্যান্ড	১৪২২	৪২৭	২৪৯	১৯	১
অরুনাচল	১২১০	৩০১	১৫৪	৪	১
ভারত	৫৯০৪২১	১৭১২১৬	৯৮১৩৪	৬৫৬৯	২২৬

সারণী -৬

এক নজরে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের ড্রপ আউটের হার (১৯৯৪-৯৫)

রাজ্য	ক্লাশ ১-৫			ক্লাশ ১-৭			ক্লাশ ১-৯		
	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট	ছাত্র	ছাত্রী	মোট
অরুনাচল	৫৪.৯	৫৫.২	৫৫.০	৬৮.৪	৬৭.৬	৬৮.০	৭৯.৩	৮১.৪	৮০.২
আসাম	৩৯.৬	৪১.৬	৪০.৫	৬৮.৯	৭৩.৫	৭০.৯	৭৮.০	৭৫.৭	৭৭.০
মনিপুর	৬৫.০	৬৪.০	৬৪.৫	৭০.৫	৭২.২	৭০.৬	৭১.৩	৭১.৮	৭১.৫
মেঘালয়	২৯.৯	৩৪.৪	৩২.০	৪৮.৮	৪৮.৬	৪৮.৭	৬৬.৬	৬৭.৩	৬৬.৯
মিজোরাম	৬২.৯	৬৩.০	৬৩.০	৬৯.৫	৬৮.০	৬৮.৮	৭৫.৪	৭২.৩	৭৩.৯
নাগাল্যান্ড	৪৫.০	৩৭.৭	৪০.০	৪৩.৯	৪৮.৩	৪৬.১	৬৭.৩	৭২.৭	৬৯.৯
ত্রিপুরা	৫৪.০	৫৭.২	৫৫.৫	৭৩.৯	৭৪.৮	৭৪.৩	৭৭.৫	৮১.৫	৭৯.৩
ভারত	৩৫.১	৩৭.৮	৩৬.৩	৫০.০	৫৬.৫	৫২.৭	৬৭.১	৭৩.৮	৬৯,৯

সূত্র – মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের ১৯৯৬-৯৭ সালের বার্ষিক রিপোর্ট। পৃষ্ঠা ২৫৭-২৬০.

সারণী -৭

এক নজরে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের সাত রাজ্যের শিল্প ইউনিট

শিল্পের ধরণ	অরুনাচল	আসাম	মনিপুর	মেঘালয়	মিজোরাম	নাগাল্যান্ড	ত্রিপুরা
বৃহৎ ও মাঝারী ইউনিট (১৯৯৭)	১৭	১১৮	৬	৭	১	১৬	১
বন্ধ বৃহৎ ইউনিট (১৯৯৪)	-	১৬	-	২	-	১	১
এস এস আই ইউনিট (৩১-১২-৯৫)	১২০০	১৮৬৩৭	৫০৩৪	১৯৭৭	২০৮০	-	৭৩১১
বন্ধ এস এস আই ইউনিট (মার্চ-৯৪)	১২৩	১৪২১০	২৩৫০	৩১৭	১১৯	১০৬৩	৭৬৪

সূত্র – ইণ্ডিয়াস ইণ্ডাস্ট্রিয়েল সেক্টর, জানুয়ারি ১৯৯৬ ; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কারেন্সী ও ফিনান্স রিপোর্ট ১৯৯৫-৯৬ ইং।

সারণী - ৮

এক নজরে ত্রিপুরা সহ উত্তরপূর্বাঞ্চলের বেকার-চিত্র

রাজ্য মোট বেকারের সংখ্যা (.০০)			শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা (.০০)		
	১৯৮৯	১৯৯৩	১৯৯৬	১৯৮৯	১৯৯৩
ত্রিপুরা	১৪৭.৯	১৮০.২	২০৫.৯	৪৬.৭	৫৮.০
আসাম	৯৭৩.৭	১৩৭৭.০	১২৯৬.০	৫১৯.০	৭৯৯.৮
মনিপুর	২৫২.১	২২৯.৯	২৯২.১	১৪৩.৮	১৫৫.২
মেঘালয়	২৩.৪	২৭.৬	২৮.০	১০.৮	১২.৬
মিজোরাম	৪২.০	৩৯.৯	৪৮.৮	১১.০	১৬.৯
নাগাল্যান্ড	২৭.০	২০.৭	২০.৬	১৫.৪	১২.১
অরুনাচল	৫.১	৭.৭	৭.০	০.৪	০.৮
ভারত	৩২৭৭৬.২	৩৬২৭৫.৫	৩৭৪২৯.৬	১৯১৪৭.৩	২৩৬১৬.৮

সূত্র – কমিটি ফর দ্য এডুকেটেড আন-এম্প্লয়েড ইন দ্য নর্থ-ইস্ট (১৯৯৭) পৃষ্ঠা-৬

সারণী-৯

ত্রিপুরার যোজনা বরাদ্দ (১৯৫১-১৯৯৭)

পরিকল্পনা	বছর	মোট(লক্ষ)	
		আউটলে	ব্যয়িত টাকা
প্রথম পরিকল্পনা	১৯৫১-১৯৫৬	২৮৩.৯১	১৯৭.৮৬
দ্বিতীয় পরিকল্পনা	১৯৫৬-১৯৬১	৯২৫.৭৮	৮৯৬.১০
তৃতীয় পরিকল্পনা	১৯৬১-১৯৬৬	১,৬৩২.০০	১,৫৯৬.৬৫
বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৬৬-১৯৬৭	৩৪৭.৫৬	২৬৩.৬২
বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৬৭-১৯৬৮	৪৮০.৭৮	৪৫৫.৪৫
বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৬৮-১৯৬৯	৫৩৬.১২	৪৯২.২৪
চতুর্থ পরিকল্পনা	১৯৬৯-১৯৭৪	৩৪৬৬.০০	৩০৪১.১৩
পঞ্চম পরিকল্পনা	১৯৭৪-১৯৭৮	৫৩৫০.২৬	৪৯৬৯.১৩
রোলিং পরিকল্পনা	১৯৭৮-১৯৭৯	২৪১০.০০	২৬১১২.০০
রোলিং পরিকল্পনা	১৯৭৯-১৯৮০	২৯৮০.০০	২৯৫৬.০০
ষষ্ঠ পরিকল্পনা	১৯৮০-১৯৮৫	২৪৫০০.০০	২৯৫৫৭.০৫
সপ্তম পরিকল্পনা	১৯৮৫-১৯৯০	৪৪০০০.০০	৬৯৪৭৫.০১
বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯০-১৯৯১	২০০০০.০০	২০১১২.১২
বার্ষিক পরিকল্পনা	১৯৯১-১৯৯২	২২৮০০.০০	২২৮৭০.৩০
অষ্টম পরিকল্পনা	১৯৯২-১৯৯৭	১৩২৭৮৯.৬০	১৩৪৬৮১.৫৪
মোট		২৬২৫০২.০১	২৯৪১৭৬.৫০

সূত্র: ত্রিপুরা যোজনা পর্ষদ

16

সারণী-১০

১৯৯৩ সালের এপ্রিল থেকে ২০০০ সালের ১০ই অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে সংগঠিত বৈরি সন্ত্রাসবাদী ঘটনা সমূহের খতিয়ান

সাল	মোট অপহরণের সংখ্যা	মুক্তিপণের বিনিময়ে ফিরেছেন	অপহৃতের বৈরি কবলে হত্যা	এখনো নিখোঁজ	নিরাপত্তা কর্মী পুলিশ নিহত	বৈরিদের হাতে মোট নিহত	গৃহদাহ
১৯৯৩	৯৬	৮২	৯	৫	১২	৮৫	৩৮
১৯৯৪	২১৬	১৮৮	২২	৬	১৪	৯৯	১৬২
১৯৯৫	৩৬৭	২২৭	২১	১৯	২৬	১১২	২০৫
১৯৯৬	২৯৪	২৬২	১৬	১৬	২৮	১১৬	৩০২
১৯৯৭	১৫৮	১২৮	১৬	১৪	৪৯	২০৬	৩১২২
১৯৯৮	৪০১	৩২৮	১২	৬১	২৩	২১১	৩৩৯২
১৯৯৯	৪৮০	৩২৫	২৪	১৩১	৪৬	২২৭	১১৪০
২০০০ আগষ্ট	৪৭৪	৪০০	৭	৬৭	১২	২০৭	–

সূত্র: রাজ্য আরক্ষা দপ্তর ও বিভিন্ন সময় রাজ্য বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্য থেকে সংগৃহীত

সারণী-১১

রাজ্যে আত্মসমর্পণকারী বৈরিদের খতিয়ান
(১৯৮০-২০০০ ৪ঠা সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নং	বৈরিগোষ্ঠীর নাম	মোট আত্মসমর্পণকারীর সংখ্যা	পুনর্বাসন পেয়েছেন
১.	অল ত্রিপুরা পিপলস্ লিবারেশন অর্গানাইজেশন	৩৩০	---
২.	ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার	[illegible]	৪৩৬
৩.	অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স	১৬৩৩	১৬২১
৪.	ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা	২০৮	৬৬
৫.	অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স	[illegible]	৪৭
৬.	ত্রিপুরা লিবারেশন অর্গানাইজেশন	[illegible]	---
৭.	অল ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার ফোর্স	[illegible]	---
৮.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার ফোর্স	৩৮১	৩৮
৯.	ত্রিপুরা ন্যাশনাল সেংক্রাক ফোর্স/সেংক্রাক	১৯৫	---
১০.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল ইয়থ ফোর্স	২৭৬	---
১১.	অল ত্রিপুরা ভারত সুরক্ষা ফোর্স	৫২	---
১২.	লিবারেশন অফ ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স	৩০	---

ক্রমিক নং	বৈরিগোষ্ঠীর নাম	মোট আত্মসমর্পণকারীর সংখ্যা	পুনর্বাসন পেয়েছেন
১৩.	ত্রিপুরা হামকুরুই সিপৌই	৬	---
১৪.	ত্রিপুরা রাজ্য সুরক্ষা ফোর্স	৩১	---
১৫.	ত্রিপুরা রেজিমেন্ট ফোর্স	৭	
১৬.	ত্রিপুরা ইয়থ রাইফেল	৫৯	---
১৭.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল সুরক্ষা ফোর্স	৬	---
১৮.	ত্রিপুরা রেজারেকশন আর্মি	১৫৪	৩০
১৯.	ত্রিপুরা লিবারেশন ফোর্স	৪৫	---
২০.	ত্রিপুরা ন্যাশনাল আর্মি	২৪	---
২১.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল ডেমোক্রেটিক ফোর্স	২১৮	---
২২.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল এসোসিয়েশন	৪৬	---
২৩.	ত্রিপুরা উপজাতি সমাজ সেবাদল	২০	---
২৪.	অল ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার এসোসিয়েশন	৫৯	---
২৫.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল আর্মড কমাণ্ডো ফোর্স	১৬৫	---
২৬.	সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অফ ত্রিপুরা	১৮	---
২৭.	অল ত্রিপুরা সুরক্ষা আর্মড ফোর্স	৭	---
২৮.	ন্যাশনাল মিলিসিয়া ফোর্স	১১	---
২৯.	ত্রিপুরা ট্রাইবাল কমাণ্ডো ফোর্স	৬৬	---
	মোট	৬,৩১৪	২,২১১

সূত্রঃ ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্য ও রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর

সারণী - ১২

বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের খতিয়ান

চিহ্নিত বাংলাদেশী যাদের ফেরৎ পাঠানো হয়েছে

বছর	হিন্দু	মুসলিম	অন্যান্য	মোট
১৯৭৪	২০৫০	২২২	০২	২২৭৪
১৯৭৫	১৫০০	৩১৬	--	১০১৬
১৯৭৬	১০৫০৪	৩১১০	--	১৩৮০২
১৯৭৭	৮০০	৩৬১	--	১১৬১
১৯৭৮	১৫২	২৪৭	২১৯৫	২৫৯৪
১৯৭৯	৫৬৪	৩২৪	০৪	৮৯২
১৯৮০	১৫২০	১৪১৬	০৬	২৯৪২
১৯৮১	২৪৬	৫৪০	--	৭৮৬
১৯৮২	৩৭৬	৯৯৭	২৫	১৪৯৮
১৯৮৩	৮৫৪	৭২৭	১৬৯৭১	১৮৫৫২
১৯৮৪	২৫৮১	১৫১১	০৬	৪০৯৮
১৯৮৫	১৭০৭	১২২০	০৫	২৯৩ ২
১৯৮৬	৫৩৯৬	১০১৩	২০৪	৬৬১৩
১৯৮৭	৩২৫০	১১২৭	--	৪৩০৫
১৯৮৮	৭৭২	১৫৬৫	০৩	২৩৪০
১৯৮৯	১৩৮৮	২২৯০	১১	৩৬৮৯
১৯৯০	৪৪৩০	৪৪৫১	০৩	৩৩৩৪
১৯৯১	৭৪৭১	৫৫৪৪	--	১৩০১৫
১৯৯২	৪৫৩৯	৪২৭৩	১০	৮৮১২
১৯৯৩	১৯৯৭	২৯৭৭	--	৪৯৭৪
১৯৯৪	৩৩৪৪	৩২৫৭	--	৬৬০১
১৯৯৫	৫০০২	৩৫০২	০৯	৫৮১৩
১৯৯৬	২৮৮৫	৩৬৫০	০২	৬৫৩৭
১৯৯৭	৪৪৩৭	৩৮০৪	--	৭৬৪১
১৯৯৮	৬৮৬	১৬৬৬	--	২৩৫২
১৯৯৯	২১৭৮	২৯৭০	--	৫২৪০
২০০০(এপ্রিল)	৩৯৬	৭০৬	--	১১০২
সর্বমোট	৭১,১৮৩	৫৩,২২২	১৯,৪৫৬	১,৪৩,৮৬১

সূত্র: ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্য ও রাজ্য স্বরাষ্ট্র দপ্তর

সারণী - ১৪

১০ই এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উগ্রপন্থীদের হাতে অনুপজাতি ও উপজাতি নিহত এবং অপহৃতের তুলনামূলক খতিয়ান

বৎসর	নিহত			অপহৃত		
	সাধারণ	উপজাতি	মোট	সাধারণ	উপজাতি	মোট
১৯৯৩	৪২	৪৩	৮৫	৪৮	৪৮	৯৬
১৯৯৪	৩৭	৬২	৯৯	১৪০	৭৬	২১৬
১৯৯৫	৩৭	৮৫	১২২	২৯২	৬৫	৩৫৭
১৯৯৬	৯৫	২১	১১৬	১৮৭	৪৩	২৩০
১৯৯৭	১৭১	৩২	২০৩	১২৯	২৯	১৫৮
১৯৯৮	১৩২	৭৯	২১১	৩৪৬	৫৫	৪০১
১৯৯৯	১৪৩	৩৮	১৮১	৪৩৫	৪৫	৪৮০
২০০০ (আগষ্ট)	১৫০	৫৭	২০৭	৪০২	৭২	৪৭৪

সূত্র : ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রদত্ত তথ্য, [illegible] দপ্তর

সারণী - ১৩

গত চার বছরে বৈরিদের হামলা সন্ত্রাসের খতিয়ান (১৯৯৭ ২০০০)

বছর	মোট বৈরি হামলা/ সন্ত্রাসের ঘটনা	বৈরিদের হাতে মোট সাধারণ মানুষ নিহত	মোট ধৃত			পুলিশ নিরাপত্তা কর্মী নিহত	বৈরি নিহত	বৈরিদের সঙ্গে মোট গুলি বিনিময়ের ঘটনা
			কট্টর বৈরি	জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক	সহযোগী বৈরি ধৃত			
১৯৯৭	২১৯	২০৬	৩০	[illegible]	[illegible]	৪[illegible]	১৫	২০
১৯৯৮	৩৪২	২১১	৫৪	১২২	২৭[illegible]	২৩	২২	১৬
১৯৯৯	৩৬৭	২২৭	১১১	৩৬১	৪১৮	৪৬	১৯	৪২
২০০০ (২৫শে নভেম্বর)	৩৯৭	২৬৪	১২৮	৫৫৯	৬৯৪	১৫	৪০	৮৯
মোট	১৩২৫	৯০৮	[illegible]২৩	১৩[illegible]	[illegible]৭৪৬	১৩[illegible]	৯৬	১৬৭

সূত্র ঃ রাজ্য আরক্ষা দপ্তর ও বিধানসভা [illegible] তথ্য।

সারণী - ১৫

এক নজরে ত্রিপুরার জনসংখ্যা (১৮৭২-১৯৯১)

বছর	লোকসংখ্যা	হিন্দু	মুসলিম	খ্রিষ্টান	বৌদ্ধ	এস.সি	এস.টি	% এস.সি	এস.টি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৮৭২	৩৫২৬২	-	-	-	-	-	-	-	০
১৮৯১	৯৫৩৬৭	*৯৭৭৪	২৬৯৫০	১১৩	০	০	০	০	০
১৮৮১	১৩৭৪৩২	৯১৬৬৫	৩৭০৭৯	১৩৩	৪৭৩৪	০	০	০	০
১৯০১	১৭৩৩২৫	১১৯১৯২	৪৫৩২৩	১৩৭	৫৯৯৯	৫৮২০	৯১৬৭৯	৫২.৮৯	৩.৩৬
১৯১১	২২৯৬১৩	১৫৮১০১	৬৪৯৫৩	১৩৮	৫৯৯৭	১১৬৭৭	১১১৩০৩	৪৮.৪৭	৫.০৯
১৯২১	৩০৪৪৩৭	২০৭৬৯৬	৮২২৮৮	১৮৬০	১০১৪৭	১২২৩৩	১৬৩৫৫৯	৫৩.৭৩	৪.০২
১৯৩১	৩৮২৪৫০	২৬১৫৮৯	১০৩৭২০	২৫৯৬	১৪৫৩১	১৬২১৮	১৯১৬২১	৫০.১০	৪.২৪
*১৯৪১	৫১৩০১০	৩৪৭৭৫২	১২৩৫৭০	৩২৮	৭৭২৪	১১৯৮৬	৩৩৬৩৩	৬.৫৬	২.৩৪
১৯৫১	৬৩৯০২৯	৪৮০৬৬২	১৩৬৯৪০	৫২৬২	১৫৪০৩	৪৬৩৭১	১৯২২৯৩	৩০.০৯	৭.২৬
১৯৬১	১১৪২০০৫	৮৬৭৯৯৮	২৩০০০২	১০০৩৯	৩৩৭১৬	১৯৯৭২৫	৩৬০০৭০	৩১.৫৩	১৭.৪৯
১৯৭১	১৫৫৬৩৪২	১৩৯৩৬৮৯	১০৩৯৬২	১৫৭১৩	৪২২৮৫	১৯২৮৬০	৪৫০৫৪৪	২৮.৯৫	১২.৩৯
১৯৮১	২০৫৩০৫৮	১৮৩৪২১৮	১৩৮৫২৯	২৪৮৭২	৫৪৮০৬	৩১০৩৮৪	৫৮৩৯২০	২৮.৪৪	১৫.১২
১৯৯১	২৭৫৭২০৫	২৩৮৪৯৩৪	১৯৬৪৯৫	৪৬৪৭২	১২৮২৬০	৪৫১১১৬	৮৫৩৩৪৫	৩০.৯৫	১৬.৩৬

সূত্র :- ভারত সরকারের সেন্সাস রিপোর্ট

পর্ব - ৬

ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদ বিষয়ক স্থিরচিত্র

আলোকচিত্র পর্ব ঃ ১

উল্লেখযোগ্য
বৈরি নেতাগণ



বত্নসেন বিযাং (৮০) ত্রিপুবাব প্রথম বৈবী সংগঠন স্যাংক্রাক- এব প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। বাড়ী কাঞ্চনপুর মহকুমাব সাতনালা। আত্মসমর্পণেব পব এখন স্বাভাবিক জীবনযাপন কবছেন।



টি এন ভি সভাপতি বিজয় রাঙ্খল। আত্মসমর্পণের পর এখন সক্রিয় রাজনীতিতে।



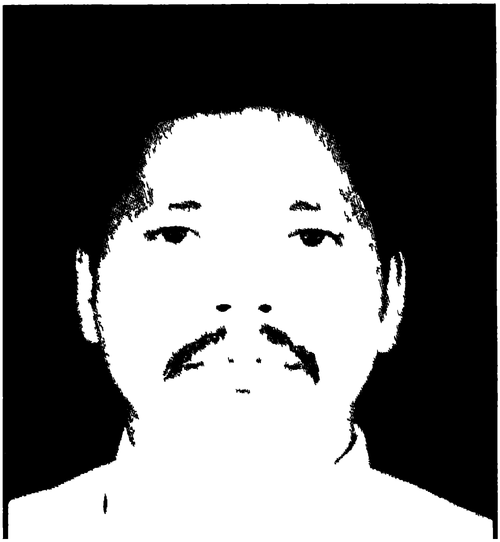
ধনঞ্জয় রিয়াং। এন এল এফ টি'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। পরে তার নেতৃত্বে গঠিত হয় টি আর এ বৈরিদল। বর্তমানে স্বাভাবিক জীবনে।



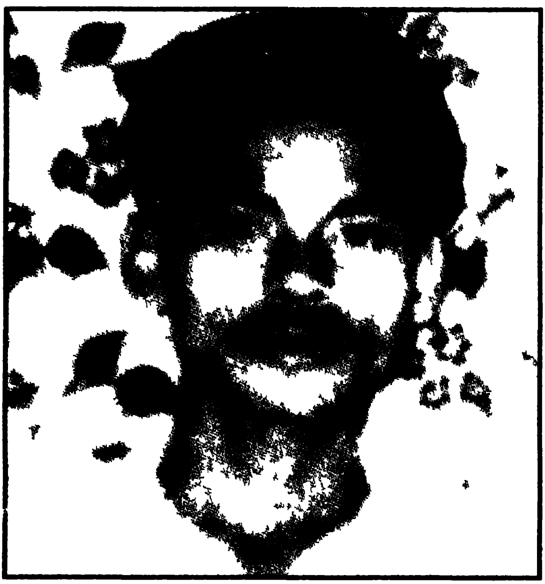
বিনন্দ জমাতিয়া। এ টি পি এল ও বৈরি নেতা।
আত্মসমর্পণের পর রহস্যজনক ভাবে তার মৃত্যু হয়।



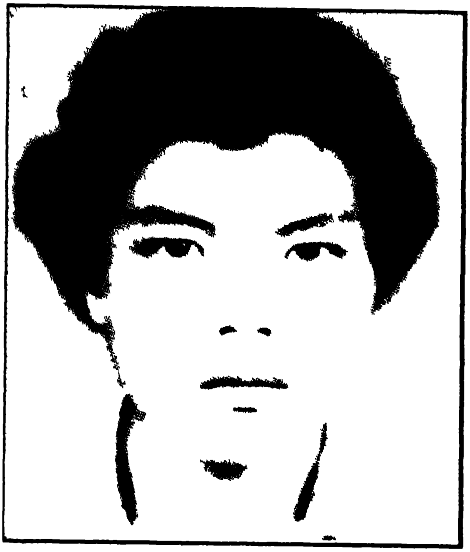
চুনী কলই। টি এন ভি বৈরি দলের প্রথম সারির নেতাদের মধ্যে একজন। আত্মসমর্পণেরপর তারও রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয়।



প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ধনঞ্জয় বিযাং -এব আত্মসমর্পণেব পব এন এল এফ টি -ব নযা সভাপতি বিশ্বমোহন দেববর্মা। তাব মাথাব দাম ঘোষণা কবা হযেছে চাব লক্ষ টাকা।



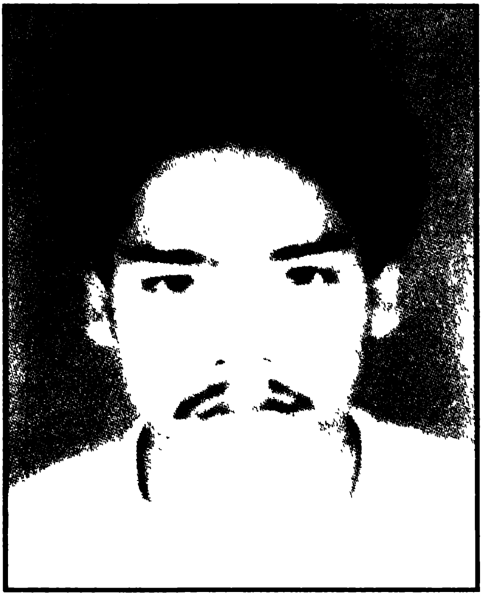
বঞ্জিত দেববর্মা (এ টি টি এফ সভাপতি)।
তাব মাথাব দাম ঘোষণা কবা হযেছে দুই লক্ষ টাকা।



আঠারবার হালাম (এন এল এফ টি)। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা।



শচিন দেববর্মা (এ টি টি এফ)। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে দুই লক্ষ টাকা।



কিশোর দেববর্মা (লারা) (এন এল এফ টি)।
তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে এক লক্ষ টাকা।



বিষ্ণু প্রসাদ ওরফে জে বসং - এন এল এফ টি -র স্বঘোষিত রাজস্ব সচিব।
তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে চার লক্ষ টাকা।



উৎপন্ন ত্রিপুরা (এ টি টি এফ)। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে এক লক্ষ টাকা।



যশোয়া ওরফে যতীন্দ্র দেববর্মা। এন এল এফ টি -র রাজনৈতিক বিভাগের সম্পাদক। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে দুই লক্ষ টাকা।



এন এল এফ টি -র সামরিক বাহিনীর প্রথম সারির অন্যতম নেতা নয়নবাসী জমাতিয়া। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে একলক্ষ টাকা।



কামিনী দেববর্মা এন এল এফ টি -র স্বঘোষিত স্বরাষ্ট্র প্রধান। তার মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছে চার লক্ষ টাকা।



প্রক্তন এম এন এফ প্রধান লালডেঙ্গার সঙ্গে টি এন ভি প্রধান বিজয় রাঙ্খল।

আলোকচিত্র পর্ব ঃ ২

দেশ ও বিদেশের
মাটিতে বৈরিরা



এন এল এফ টি বৈরিরা।



উত্তম কুমার দেববর্মা। বাড়ী বেলবাড়ী খুমুলুঙ।



খেলা-ধূলাও বৈরি প্রশিক্ষণের বাইরে নয়.
একটি বৈরি দলকে ভলিবল খেলতে দেখা যাচ্ছে।



এন এস সি এন (আই এম) এব দুই সিপাই কিস্ম ও মোযা পার্বত্যগ্রামেব ডেবায।



পার্বত্যগ্রামে অবস্থিত প্রশিক্ষণ শিবিবে সদ্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বৈবিদেব একটি দল।



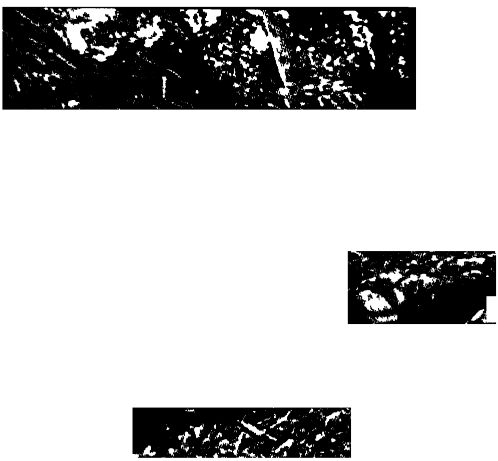
অন্য সাজে ঃ এন এল এফ টি বিদ্রোহী গোষ্ঠীব নেতা নযনবাসী জমাতিযা।



জঙ্গলে বৈবি ক্যাম্পেব অদূবে বক্ষীব দাযিত্বে
দেখা যাচ্ছে এক বৈবিকে।



আত্মসমর্পনের প্রাকলগ্নে বৈরিরা।



উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে এভাবেই যাত্রীবাহী বাস, ট্রাকে হামলা করে বৈরিরা।



তিন এন এল এফ টি বৈবি। বাদিক থেকে আনন্দ জমাতিযা,
ভগৎ মলসুম ও ধনহবি জমাতিযা।



দুই এন এস সি এন (আই এম) গেবিলা- মৌ এবং সিতেং।



শুধুমাত্র বাঙালীরাই নয়, উপগ্রন্থীদের জঙ্গী হানায় সর্বশান্ত হচ্ছে শত শত উপজাতি পরিবার।



তৃষাবাড়ী (তেলিয়ামুড়া) গণহত্যায় পিতৃমাতৃহীন ঝুটন, নুটন ও পিংকি (১৯৯৮)।

আলোকচিত্র পর্ব ঃ ৬

সন্ত্রাস দমনে প্রশাসন



বিপন্ন গ্রাম ত্রিপুরা সফরে রাজ্যপাল লেঃ জেনারেল (অবঃ) কে এম শেঠ।



কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতা প্রণব মুখার্জীর নেতৃত্বে কংগ্রেস প্রতিনিধি দলের রাজ্য সফর (কল্যাণপুর, ২০০০)।



প্রশাসনিক শিবিরে মুখ্যসচিব ভি তুলসীদাস।



সি আর পি এফ- এর ডাইরেক্টর জেনারেল' এর
বিপন্ন গ্রাম ত্রিপুরা সফর। (২০০০)।

আলোকচিত্র পর্ব ঃ ৯

সন্ত্রাস বিরোধী আন্দোলন



বাংলাদেশেব পার্বত্য চট্টগ্রামস্থিত ত্রিপুবাব বৈবিদেব ঘাঁটি ভেঙে দেওযাব দাবীতে সে দেশেব প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাব কাছে ত্রিপুবাব লক্ষ নাবীব স্মাবকপত্র প্রদানে বাজভবনেব উদ্দেশ্যে নাবী মিছিলেব একাংশ।



কঠোব হস্তে সন্ত্রাস দমনে বাজ্যেব স্থানে স্থানে এভাবেই চলে বিপন্ন মানুষেব গণ অবস্থান।



বৈরি সন্ত্রাস দমনে সরকারের ব্যর্থতায় ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবীতে আইনজীবীদের রাজভবন অভিযান। (১৯৯৯)।



ত্রিপুরার সন্ত্রাসবাদ। সমাধানের পথ কি? লেখকের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ত্রিপুরার প্রথম বৈরি সংগঠন স্যাক্রোকের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি রত্নসেন রিয়াং। (২৫ অক্টোবর, ২০০০)।

শব্দ সংক্ষেপ

আই এস আই	ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স
আই জি	ইন্সপেক্টর জেনারেল
আই পি এফ টি	ইন্ডিজেনাস পিপলস ফ্রন্ট অব তুইপ্রা
আই ই ডি	ইম্প্রোভাইসড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস
আর এ ডবলু (র)	রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং
আব এস এস	রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক
আর পি এফ	রিভলিউসনারি পিপলস ফ্রন্ট
ইউ এল ভি এ	ইউনাইটেড লিবারেশন ভলান্টিয়ার্স অব অরুণাচল
ইউ এন এল এফ	ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট
ইউ বি এল এফ	ইউনাইটেড বেঙ্গলি লিবারেশন ফ্রন্ট
ইউ বি আই	ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
ইউ সি এফ	ইউনাইটেড খ্রিষ্টান ফোরাম
উলফা	ইউনাইটেড লিবারেশন ফ্রন্ট অব আসাম
ও এন জি সি	ওয়েল অ্যান্ড ন্যাচারেল গ্যাস কর্পোরেশন
এন এল এফ টি	ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অব তুইপ্রা
এ টি টি এফ (টাইগার)	অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্স
এ টি টি এফ (ট্রাইবাল)	অল ত্রিপুরা ট্রাইবাল ফোর্স
এন এন সি	নাগা ন্যাশনাল কাউন্সিল
এন এস সি এন (আই এম)	ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (ইসাক-মুইভা)
এন এস সি এন (কে)	ন্যাশনাল সোসালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (খাপলাং)
এ টি পি এল ও	আর্মি অব ত্রিপুরা পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন
এ ডি সি	অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল
এস পি	সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ
এন ডি এফ বি	ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব বোড়োল্যান্ড
এ এফ এস পি এ	আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার অ্যাক্ট
এন এম এফ	ন্যাশনাল মিলিশিয়া ফোর্স
এ বি এস এফ	অহিংসা ভারত সুরক্ষা ফোর্স
এস ডি এফ টি	সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা
এ টি ভি এফ	অল ত্রিপুরা ভলান্টিয়ার ফোর্স
এ বি ভি পি	অখিল ভারত বিদ্যার্থী পরিষদ
এম পি এল এ	মনিপুর পিপলস লিবারেশন আর্মি
এম এন এফ	মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট
এস ডি ও	সাবডিভিশন্যাল অফিসার
এন জি ও	নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন
এস ডি এম	সাবডিভিশন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট

এস এন্ড আর	সারেন্ডার এন্ড রিহ্যাবিলিটেশান
এস ডি এফ টি	সোসিয়েল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট অব ত্রিপুরা
এ আর	আসাম রাইফেলস
এ কে ৪৭ রাইফেল	আন্দ্রেই কালাশনিকভ ৪৭ মডেল রাইফেল
এ কে ৫৬ রাইফেল	আন্দ্রেই কালাশনিকভ ৫৬ মডেল রাইফেল
এস এল আর	সিঙ্গেল লেন্স রিফ্লেক্স রাইফেল
এল এম জি	লাইট মেসিনগান
কে এল ও	কোচিন লিবারেশন অর্গানাইজেশন
কে আই এ	কোচিন ইনডিপেনডেন্ট আর্মি
জে সি ও	জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার
টি এন ভি	ত্রিপুরা ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার্স
টি ইউ জে এস	ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি
টি পি এল ও	ত্রিপুরা পিপলস লিবারেশন অর্গানাইজেশন
টি আর এ	ত্রিপুরা রেজারেকশান আর্মি
টি টি ভি এফ	ত্রিপুরা ট্রাইবাল ভলান্টিয়ার্স ফোর্স
টি টি ডি এফ	ত্রিপুরা ট্রাইবাল ডেমোক্রেটিক ফোর্স
টি এন এফ	ত্রিপুরা ন্যাশনাল ফোর্স
টি এল ও	ত্রিপুরা লিবারেশন অর্গানাইজেশন
টি টি ওয়াই এফ	ত্রিপুরা ট্রাইবাল ইয়ুথ ফোর্স
টি পি এল এ	ত্রিপুরা পিপলস লিবারেশন আর্মি
টি এস আর	ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস
টি বি সি ইউ	ত্রিপুরা ব্যাপটিষ্ট খ্রিষ্টান ইউনিয়ন
ডি জি	ডাইরেক্টর জেনারেল
ডি আই জি	ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল
ডি এ আর	ডিস্ট্রিক্ট আর্ম রিজার্ভ
বি এন এল এফ	ব্রু ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট
বি এন পি	বাংলাদেশ ন্যাশন্যাল পার্টি
বি ডি আর	বাংলাদেশ রাইফেলস
বি ও পি	বর্ডার আউট পোস্ট
বি এস এফ	বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স
বি ডি এস এফ	বোড়ো সিকিউরিটি ফোর্স
সি আর পি এফ	সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স
সি পি আই (এম)	কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া (মার্ক্সিস্ট)
সি আই এ	সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি
সি এন এফ	চায়না ন্যাশনাল ফ্রন্ট
সি এইচ টি	চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক (পার্বত্য চট্টগ্রাম)
সি এম আই ই	সেন্টার ফর মনিটরিং ইণ্ডিয়ান ইকনমি

তথ্য সূত্র

১) সাক্ষাতকার, রত্নসেন রিয়াং (৮০), ত্রিপুরার প্রথম বৈরি সংগঠন সেংক্রাক - এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, ২৫/১০/২০০০ .

২) এন এল এফ টি-র সংবিধান

৩) এ টি টি এফ -এর সংবিধান

৪) ত্রিপুরার ভারত ভূক্তির দলিল –ইনস্ট্রুমেন্ট অব অ্যাকসেশন। ১৩ই আগষ্ট ১৯৪৭

৫) ত্রিপুরা মার্জার এগ্রিমেন্ট (মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী সাক্ষরিত - ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৪৯, নিউ দিল্লী)

৬) এ টি টি এফ (টাইগার) -এর প্রচার পুস্তিকা - ত্রিপুরা ভারত অন্তভূর্ত্তির বিরুদ্ধে ১৫ই অক্টোবর কালা দিবস পালন করুন, ত্রিপুরা পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (টি পি ডি এফ -এ টি টি এফ এর রাজনৈতিক সংগঠন) এর কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক ৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৮ই/ ১৪০৮ ত্রিপুরাব্দ, প্রচারিত প্রচার পুস্তিকা।

৭) ১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশন - দীনেশ সিং কমিটির রিপোর্ট।

৮) সাক্ষাতকার, বিজয় কুমার রাঙ্খল, প্রাক্তন টি এন ভি বৈরি সংগঠনের সভাপতি।

৯) টি এন ভি চুক্তি

১০) এ টি টি এফ চুক্তি

১১) মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের প্রেস বিবৃতি - ২৭/২/ ১৯৯৯

১২) ইউ বি এল এফ -এর প্রচার পুস্তিকা

১৩) রাজমালা

১৪) খ্রিষ্টান মিশনারীদের সম্পর্কে দীনেশ সিং কমিটিকে দেওয়া তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নৃপেন চক্রবর্তীর গোপন দলিল।

১৫) এন এল এফ টি-র প্রচার পুস্তিকা - এ প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশান, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২ অক্টোবর ১৯৯৬ইং।

১৬) উত্তর - পূর্বাঞ্চল সম্পর্কে দৈনিক সংবাদ প্রকাশিত বিশেষ সংস্করণ - ন্যাশনাল আর্কাইভ, ১৯৮১ ইং

১৭) ১৯৫১-৭১ ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য পুনর্বাসন দপ্তরের রিপোর্ট।

১৮) ত্রিপুরায় উদ্বাস্তু অনুপ্রবেশ নিয়ে সাংসদ চক্রবর্ত্তী কমিটির রিপোর্ট। ৩১/১/১৯৭৭

১৯) ধৃত এন এল এফ টি বৈরি চিকইন্যা কলই-র জবানবন্দী, ত্রিপুরা পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চ

২০) এন এল এফ টি-র সদর দপ্তর থেকে প্রাপ্ত গোপন দলিল।

২১) ১/১/১৯৯৭ - ৩১/৫/২০০০ ইং পর্যন্ত বৈরিদের অপহরণ নিয়ে রাজ্য পুলিশের সি আই ডি শাখার পর্যালোচনা রিপোর্ট।

২২) কে. ডি. নাথ, ডিরেক্টর অব সেন্সাস অপারেশান, ত্রিপুরা

২৩) ত্রিপুরায় খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা শীর্ষক রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (স্পেশাল ব্রাঞ্চ) একটি বিশেষ রিপোর্ট। (১৯৯৮-১৯৯৯ইং)

২৪) রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে শিলং-এ প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সন্ত্রাসবাদ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষ বৈঠকের সিদ্ধান্ত সম্পকির্ত রিপোর্ট, ২১-জানুয়ারী ২০০০ইং, শিলং।

২৫) ২০০০ সালের জুলাই মাসে রাজ্য বিধানসভায় ত্রিপুরার অর্থমন্ত্রী বাদল চৌধুরীর বাজেট-ভাষণ।

২৬) স্বাধীনতা ৫০' উন্নয়নের অঙ্গীকার, ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের বিশেষ প্রচার পুস্তিকা।

২৭) ইন্ডিয়াস নর্থ ইস্ট, এ স্টাডি ইন ট্রানজিশান - পি এস দত্ত।

২৮) এথনিক পিস একর্ডস ইন ইন্ডিয়া – পি এস দত্ত।

২৯) ইনসারজেন্ট ক্রসফায়ার নর্থ-ইষ্ট ইন্ডিয়া – সুবীর ভৌমিক।

৩০) নাগাস রিভেল এন্ড ইনসারজেন্সি ইন দ্য নর্থ ইস্ট – কিরন শংকর মিত্র।

৩১)	ইনসারজেন্সি মুভমেন্ট ইন নর্থ-ইষ্টার্ন ইন্ডিয়া - পান্‌জুবাম তারাপুত।

৩২)	এন এল এফ টি বৈরি সহযোগী তৈদুর বিশ্বজিৎ কলই - র জবানবন্দী রিপোর্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ। ত্রিপুরা পুলিশ।

৩৩)	পশ্চিম জেলার চীফ জুডিশিয়েল ম্যাজিস্ট্রেট কাছে প্রদত্ত টি এন ভি বৈরিনেতা চুনী কলই - র স্বীকারোক্তি রিপোর্ট, ১-৫-১৯৮৩ ইং।

৩৪)	টি এন ভি সভাপতি বিজয় কুমার রাঙ্খলের জবানবন্দী, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ত্রিপুরা পুলিশ, ১৯৮০ইং।

৩৫)	আত্মসমর্পণকারী এ টি টি এফ বৈরি মন্ত্রীজয় রিয়াং - এর জবানবন্দী রিপোর্ট, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ত্রিপুরা পুলিশ, ২০০০ ইং।

৩৬)	আসাম রাইফেলস কর্তৃক আটক টি টি ওয়াই এফ বৈরি ব্রতরাই ত্রিপুরার জবানবন্দী, জুলাই, ১৯৯৮ইং।

৩৭)	স্বীকারোক্তি রিপোর্ট - মাসুরাম রিয়াং এন এল এফ টি বৈরি, বাড়ী ফটিকরায়, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ত্রিপুরা পুলিশ।

৩৮)	স্বীকারোক্তি রিপোর্ট - মহল্যা দেববর্মা, এন এল এফ টি বৈরি, জিরানীয়া থানা, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ত্রিপুরা পুলিশ।

৩৯)	স্বীকারোক্তি রিপোর্ট, বিপিন দেববর্মা, এ টি টি এফ বৈরি, সিধাই থানা,

৪০)	এন এস সি এন (আই এম)-এর ধৃত বৈরি ইনাভী সেমা -র জবানবন্দী, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, ত্রিপুরা পুলিশ, কাঞ্চনপুর থানা, কেইস নং ২৭/০৯৭।

৪১)	সাক্ষাতকার, বি: কে. পানোয়ার, ব্রিগেডিয়ার, আসাম রাইফেলস, ত্রিপুরা সেক্টর।

৪২)	সাক্ষাতকার, জজ. সি. পুদিপাড়া, আই জি সি আর পি এফ, ত্রিপুরা।

৪৩)	সাক্ষাতকার, জি. কে. পিল্লাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের যুগ্ম সচিব (উত্তর - পূর্ব)।

৪৪)	সাক্ষাতকার, বি.এল. ভোরা, ডি জি পি, ত্রিপুরা।

৪৫)	সাক্ষাতকার, সেলিম আলি, আই জি পি ত্রিপুরা।

৪৬)	সাক্ষাতকার, কিশোর ঝাঁ, আই জি পি ত্রিপুরা।

৪৭)	সাক্ষাতকার, মুখ্যসচিব, ভি. তুলসীদাস, ত্রিপুরা।

৪৮) সাক্ষাতকার, ধনঞ্জয় রিয়াং, এন এল এফ টি -র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি।

৪৯) সাক্ষাতকার, ললিত দেববর্মা, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ টি টি এফ (ট্রাইবাল)।

৫০) কোর ইন্টেলিজেন্স গ্রুপের ২-৪-১৯৯৯ বৈঠকের মাইনিউটস্

৫১) সম্মিলিত গোয়েন্দা বাহিনীর ৬-২-৯৮ইং-এর বৈঠকের মাইনিউটস্।

৫২) সম্মিলিত গোয়েন্দা বাহিনী -র ২-১-৯৮ইং বৈঠকের মাইনিউটস্।

৫৩) সম্মিলিত গোয়েন্দা বাহিনী-র ১৭-৪-৯৮ইং বৈঠকের মাইনিউটস্।

৫৪) প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১০,২৭১ কোটি টাকার উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে গুচ্ছ কর্মসূচীপত্র। শিলং, ২২শে জানুয়ারী, ২০০০।

৫৫) উত্তর পূর্বাঞ্চলের অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা দূরীকরণে প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া কর্তৃক গঠিত এম পি শুক্লা কমিশনের রিপোর্ট। ৭ মার্চ, ১৯৯৭।

৫৬) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানীকে প্রদেয় ভারতীয় জনতা পার্টির রাজ্য কমিটির স্মারকলিপি। ২৭ মার্চ, ২০০০ আগরতলা।

৫৭) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানীকে প্রদত্ত প্রদেশ কংগ্রেসের স্মারকলিপি, ২৭ মার্চ, ২০০০ আগরতলা।

৫৮) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানীকে প্রদেয় বামফ্রন্ট রাজ্য কমিটির স্মারকলিপি। ২৭ মার্চ, ২০০০ আগরতলা।

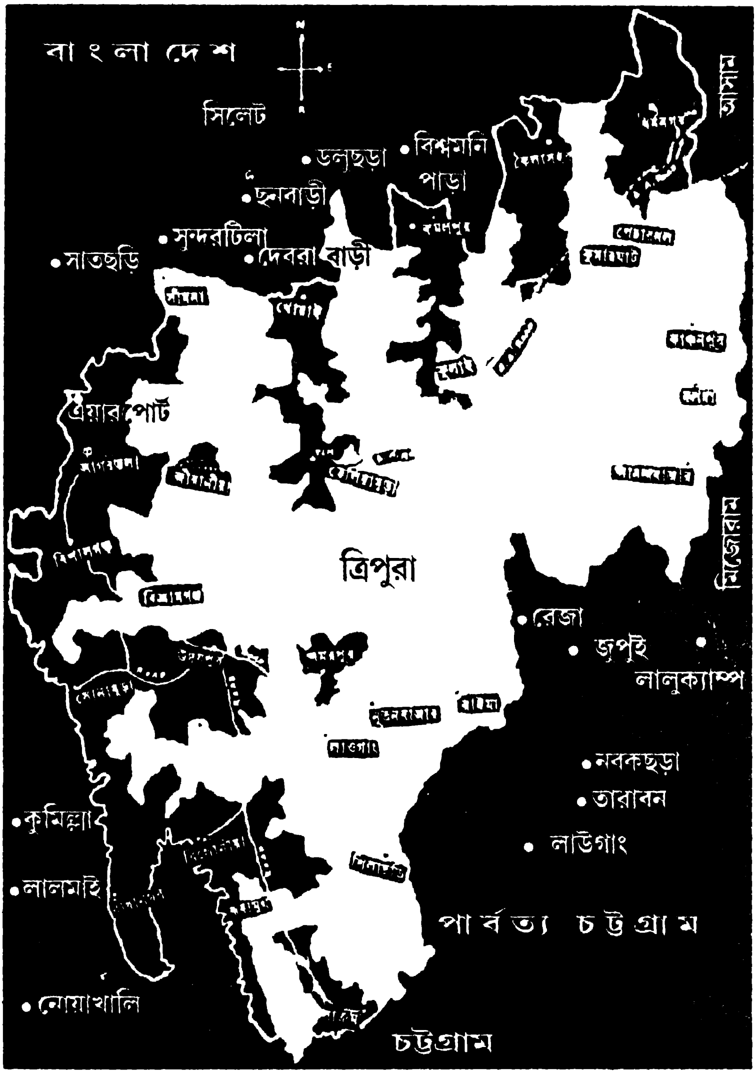
৫৯) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানীকে প্রদেয় যুব সমিতির স্মারকলিপি। ২৭ মার্চ, ২০০০ আগরতলা।

৬০) দিল্লীতে গিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এল কে আদবানীকে দিয়ে আসা আই পি এফ টি প্রতিনিধি দলের স্মারকলিপি। নভেম্বর, ২০০০।

৬১) ত্রিপুরার জনজীবনে নবচেতনার সঞ্চার, প্রশাসনিক দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা। লেখক- ড. জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রিপুরা নাগরিক পরিষদ, কুঞ্জবন, আগরতলা, ৭ এপ্রিল ১৯৯৭ইং।

৬২) কলকাতা সল্টলেক থেকে প্রকাশিত ম্যাগাজিন ‘দৃষ্টিভঙ্গী’–তে মানস পাল-এর প্রবন্ধ ‘প্রক্সি ওয়ার’ চলছে।

৬৩) ত্রিপুরা একনজরে– ত্রিপুরা সরকারের বার্ষিক ডায়েরি (১৯৯৮-৯৯)।



ম্যাপটি স্কেলে নয়। ম্যাপে বর্ণিত কৃষ্ণ অঞ্চলগুলি মূলত এডিসি বহির্ভূত এলাকা এবং সাদা অঞ্চলগুলি মূলত এডিসি অন্তর্ভুক্ত এলাকা। সীমান্ত এলাকার অভ্যন্তরে ত্রিপুরা সন্ত্রাসবাদীদের উল্লেখযোগ্য ঘাটিগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে '●' চিহ্ন দিয়ে।